অদ্যাপি অনেকানেক হিন্দু ভ্রমণোৎসাহ পরবশ হইয়া দেশদেশান্তর গমন করেন। কিঞ্চিদূন দেড় শত বৎসর পূর্ব্বে প্রাণপুরী নামক ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসী পূর্ব্ব ও দক্ষিণে মালয় দেশে ও সিংহলদ্বীপে এবং পশ্চিম ও উত্তর দিকে হিংলাজ, পারসীক, খরক দ্বীপ, আরব, তুর্কী, বোখারা, রুষ তাতারের অন্তঃপাতী অস্ত্রাকান, ও ইউরোপীয় রুষিয়ার অন্তঃপাতী মস্কো নগর পর্য্যন্ত পর্য্যটন করিয়াছিলেন এবং তিনি বলিয়া গিয়াছেন, যে বসোরা নগরে গোবিন্দরাও ও কল্যাণরাও নামক দুই বিষ্ণুমূর্ত্তি স্থাপিত আছে, এবং বসোরা, মস্কট, খরক, বোখারা ও অস্ত্রাকানে বিস্তর হিন্দুবসতি আছে *। এইরূপ এক্ষণকার পর্য্যটকদিগের ভ্রমণ বৃত্তান্ত পাঠ করিয়া অবগত হওয়া যায় যে, অদ্যাপি ভারতবর্ষের বহির্ভূত পারসীক আরব প্রভৃতি বহুতর দূরদেশে হিন্দুদিগের গমনাগমন ও বসবাস আছে †। মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রদেশীয় বণিক্ ও নাবিকেরা যে সমুদ্রপথে যাতায়াত করে, তাহা সর্ব্বসাধারণেই বিশিষ্টরূপ জ্ঞাত আছেন। আর আমেরিকা খণ্ডের অন্তঃপাতী পিরুবিয়াদেশীয় রাজারা যে আপনাদিগকে সূর্য্যবংশীয় বলিয়া থাকেন, এবং তাহাদের

* *Asiatic Researhces. vol. V.*

† *Ibid 108 & 111.*

এক প্রধান ধর্ম্মোৎসব যে রমসিতোয়া নামে প্রসিদ্ধ আছে *, ও কিছুদিন পূর্ব্বে, আমেরিকাখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার দ্বারা তত্রত্য লোকদিগের সৌভাগ্য ও সভ্যতা সঞ্চার বিষয়ে যে প্রস্তাব উত্থাপিত হইয়াছিল †, যদিও এ সমুদায়ের সুচারু মীমাংসা করা দুঃসাধ্য, তথাপি তাহাও বিবেচনার যোগ্য বলিতে হইবে। ফলতঃ ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীরা যে স্বধর্ম্ম প্রচারার্থ ও হিন্দুদিগের অত্যাচারে সিংহল, চীন, ভোট, তাতার প্রভৃতি নানা-দেশে গমন ও বাস করিয়াছিল, তাহার বাস্তব ইতি-হাসই আছে; ও এক্ষণে আসিয়াখণ্ডের বহু ভাগেই তাহাদের বসতি আছে, কিন্তু তাহার বিবরণ করা এ প্রস্তাবের উদ্দেশ্য নহে।

গ্রীক ও লাটিন ভাষায় লিখিত যাবৎ গ্রন্থে হিন্দু-দিগের বিদেশ যাত্রার প্রসঙ্গ আছে, তাহাতে কেবল ভারতবর্ষীয় লোক বলিয়া তাঁহাদের নাম লিখিত আছে; তাহারা হিন্দু কি বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী তাহার নিরূপণ নাই, কিন্তু যে যে স্থানে তদ্বিষয় বর্ণনার অনুষঙ্গে অন্যান্য কথার উল্লেখ আছে, তাহাতে হিন্দুধর্ম্মের নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায়। মিডিয়া রাজ্যাধিপতি কয়কয়ুসের সময়ে ও তৎপূর্ব্বে যে সকল ভারতবর্ষীয় লোক মীডিয়া ও

---

* *Ibid vol. 1. p. V.*

† *Journal of the American Oriental society vol 1. p. 333.*

পারসীক দেশে যাতায়াত করিত, তাহারা অবশ্যই হিন্দু-ধর্ম্মাবলম্বী ছিল, কারণ তখন সুনির্দ্দিষ্ট বৌদ্ধ ধর্ম্মের সৃষ্টি হয় নাই। পারসীক সম্রাট জর্কসেসের সময়ে তাঁহার সৈন্য স্বরূপ হইয়া যে সকল হিন্দুর গ্রীস রাজ্যে গমন করিবার প্রসঙ্গ আছে, তাহাদিগকেও বৌদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না; কারণ তৎকালেও বৌদ্ধ ধর্ম্মের বিশেষ প্রচার হয় নাই। তৎকালে যে সকল পঞ্জাব দেশীয় লোক আলেগ্-জাণ্ডরের সমভিব্যাহারে গমন করিয়াছিল, তাহাদিগকেও হিন্দু বলিয়া বোধ হয়, কারণ তাঁহার অমাত্যেরা যে সমস্ত পঞ্জাবী উদাসীনের সহিত আলাপ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের কথা, বার্ত্তা, ভাব, ভঙ্গিতে হিন্দু ধর্ম্মেরই চিহ্ন প্রকাশ পায়, এবং তৎকালে হিন্দু ধর্ম্ম প্রবল থাকাই সম্ভব *। বিশেষতঃ যে উদাসীন তাঁহার সঙ্গে যাইতে যাইতে পারসীক দেশে অগ্নিমৃত্যু স্বীকার করেন, তিনি অবশ্যই হিন্দু ছিলেন, কারণ হিন্দু শাস্ত্রেই অগ্নিমৃত্যুর ব্যবস্থা আছে। তদনুসারে যে ব্রাহ্মণ এথেন্স নগরে চিতারোহণ করিয়া প্রাণত্যাগ করেন, তিনি এবং বোধ হয় তাঁহার সমভিব্যাহারী অন্যান্য দূতেরাও হিন্দুধর্ম্মাবলম্বী ছিলেন। যাহারা সীরিয়া দেশস্থ দেবী-প্রতিমা সন্নিধানে উপহার প্রদানার্থ গমন করিত ও যাহারা আর্ম্মানিদেশে

* *Elphinstone's India vol. 1. Greek Accounts of India. Journal Asiatique, 4th Series Tom 8. p. 287.*

বাস করিয়া দেবপ্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিল, তাহারা নিশ্চয়ই হিন্দু। যাহা হউক, পূর্ব্বকালীন হিন্দুদিগের বিদেশযাত্রা বিষয়ে যে সকল উদাহরণ প্রদান করা গেল, তাহার অধিকাংশই যে প্রামাণিক তাহার সন্দেহ নাই; এবং হিন্দুশাস্ত্রের সহিত এই সমস্ত ইতিহাসের ঐক্য করিয়া ইহা নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইল যে, পূর্ব্বকালে অপ্রতিহতচিত্ত মহোৎসাহী হিন্দুরা স্থলপথে ও জলপথে ভারতবর্ষের বহির্ভূত নানাদেশে গমনাগমন করিতেন ও তথায় বহুকাল প্রবাসী থাকিতেন।

যখন হিন্দুরা সমুদ্র-যাত্রী ও সামুদ্রিক বণিক্ ছিল, তখন তাহারা পোত-নির্ম্মাতা কারুকরও ছিল তাহার সংশয় নাই। নিষ্পদ যানোদ্দেশ গ্রন্থে নানাবিধ নৌকা-নির্ম্মাণ, তদীয় লক্ষণ, ও গুণাদির যে সবিস্তর বিবরণ আছে, তন্মধ্যে সমুদ্র যানেরও নির্দ্দেশ আছে। তৎপাঠে প্রতীতি হয় যে, উক্ত গ্রন্থ রচনার পূর্ব্বেও ভোজ ও অন্যান্য মুনিপ্রণীত বলিয়া তদ্বিষয়ক অনেকানেক গ্রন্থ প্রচলিত ছিল *। চতুরঙ্গ ক্রীড়াতে নৌকাবলের প্রয়োগ দেখিয়া অবশ্যই এরূপ অনুমান হইতে পারে যে, পূর্ব্বে হিন্দুদিগের নৌকাবল ছিল, এবং সট্রেবো স্পষ্টই লিখিয়াছেন হিন্দুরা যুদ্ধার্থ পোতবল ব্যবহার

* শব্দকল্পদ্রুমের নৌকাশব্দ দৃষ্টি করিবেন।

করিয়া থাকে *। ইহা নিতান্ত সম্ভব যে, হিন্দু শিল্পকারেরাই ঐ সমস্ত পোত নির্ম্মাণ করিত, এবং বিশেষতঃ যৎকালে গ্রীক জাতীয় মিগাস্থেনিস তদ্দেশীয় এক জন ভূপতির দৌত্যকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের রাজসভায় আগমন করিয়াছিলেন,তখন সমুদ্র-যান-নির্ম্মাণ জাতিবিশেষের নিরূপিত বৃত্তি ছিল †। রামায়ণেও নৌযুদ্ধের আভাস পাওয়া যায় ‡। মনুসংহিতাতেও রাজাদিগের জলযুদ্ধ করিবার বিধি আছে ¶।

---

* *Elphinstone's India vol. 1. p, 459.*

† *Arrian's History of India, chap. 12th.*

‡ তিষ্ঠন্তু সর্ব্বদাশাশ্চ গঙ্গামন্বাশ্রিতা নদীম্।
বলযুক্তা নদীরক্ষা মাংস-মূল-ফলাশনাঃ॥
নাবাং শতানাং পঞ্চানাং কৈবর্ত্তানাং শতং শতম্।
সন্নদ্ধানাং তথা যূনান্তিষ্ঠন্ত্বিত্যভ্যচোদয়ৎ॥
যদা তুষ্টস্তু ভরতো রামস্যেহ ভবিষ্যতি।
ইয়ং স্বস্তিমতী সেনা গঙ্গামদ্য তরিষ্যতি॥
বাল্মীকি রামায়ণ-অযোধ্যাকাণ্ড-৮৪সর্গ-ও ৭৮র শ্লোক।

বলবান্ দাসেরা মাংস ও ফল মূল লইয়া ভরতের নদী পার হইবার পথে বিঘ্ন আচরণ করিবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইয়া থাকুক। বহুসংখ্য কৈবর্ত্তযুবা পাঁচ শত নৌকায় আরোহণ করিয়া স্থিতি করুক। যদি ভরত রামসংক্রান্ত কোন অসৎ সংকল্প সাধনের অভিসন্ধি করিয়া না থাকেন, তাহা হইলে ইহাঁর সৈন্য অদ্য নির্ব্বিঘ্নে গঙ্গা পার হইতে পারিবে। উননব্বই স্বর্গে পতাকা ও ক্ষেপণীযুক্ত স্বস্তিকা নামক সুদৃঢ় নৌকা সকলের উল্লেখ আছে।

¶ স্যন্দনাশ্বৈঃ সমে যুধ্যেদনূপে নৌদ্বিপৈস্তথা।
বৃক্ষগুল্মাবৃতে চাপৈরসিচর্ম্মায়ুধৈঃ স্থলে॥
মনু-৭-১৯২

সমান স্থলে অশ্বরথে, জলমধ্যে নৌকা অথবা হস্তী দ্বারা, বৃক্ষলতাদিবৃত স্থলে ধনুর্ব্বাণে, গর্ত্ত কণ্টক পাষাণাদি রহিত স্থলে, সঙ্কটকুন্তাদি দ্বারা (রাজা) যুদ্ধ করিবেন।

সাতষট্টি বৎসর পূর্ব্বে জন্ এডাই* সাহেব ইদানীন্তন দাক্ষিণাত্য ও সৈংহল পোত সমুদায়ের যেরূপ বিবরণ করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে সুবিচক্ষণ মাল্‌কোম সাহেব † লিখিয়াছেন যে, ঐ সকল সমুদ্র যান এবং তদীয় প্রয়োজন সাধারণের সম্যক্‌রূপ উপযোগী; ইউরোপীয় শিল্পকারেরা এ পর্য্যন্ত তাহার কিছুই উন্নতি করিতে পারেন নাই, আর অতি পূর্ব্বকালেও হিন্দুদিগের পোত নির্ম্মাণ বিদ্যা এইরূপই ছিল ‡।

সর্ব্বসাধারণ লোকের এই প্রকার হৃদয়ঙ্গম আছে যে, হিন্দুরা চিরকালই বিদেশযাত্রাবিমুখ; তাহারা স্থলপথে বা জলপথে কখনই কোন দেশে গমন করে নাই। এই কুসংস্কারের নিরাকরণার্থ এ বিষয়ের সবিস্তর বিবরণ করা হইল, এবং হিন্দুরা যে চীনরাজ্যাদি পূর্ব্ব প্রদেশীয় লোকের সহিত বাণিজ্যাদি করিবার জন্য তত্তৎ স্থানে গমন করিত, তাহারও কতক প্রমাণ ফা-হিয়নের ভ্রমণ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা গিয়াছে।

---

* *John Edye.*

† *John Malcolm.*

‡ Many of the vessels of which he give us an account, illustrated by correct drawings of their construction, are so admirably adapted to the purpose for which they are required, that notwithstanding their superior science, Europeans have been unable, during an intercourse with India of two centuries, to suggest, or at least to bring into successful practice one improvement.

Journal of the Royal Asiatic Society No. 1st art 1st.

যখন খৃষ্টাব্দ আরম্ভের ছয় শত বৎসরেরও পূর্ব্বে হিন্দুরা পারস্যাদি পশ্চিম দেশে গমনাগমন করিত, এবং তৎপরেও ঐ সকল দেশে তাহাদের সচরাচর গতায়াত ছিল, তখন ভারতবর্ষীয় বণিক্‌দিগের স্থলপথে পারসীক সমুদ্রের কূলে গিয়া ফিনিসিয়ার লোকদিগকে পণ্য বিক্রয় করা কোন ক্রমে অসঙ্গত বোধ হয় না। বিশেষতঃ কাবুল-স্থান-বাসী হিন্দুদের তথায় গমন করা অত্যল্প আয়াস-সাধ্য। যদিও এত কাল পূর্ব্বে তাহাদের সমুদ্রমার্গে তৎপ্রদেশে যাতায়াত করিবার স্পষ্ট প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যাহারা মহারাজ বিক্রমাদিত্যের সময়ে আট্‌লাণ্টিক বা উত্তর মহাসাগর অতিক্রম করিয়া জর্ম্মণি দেশে উপনীত হইয়াছিল, এবং যাহারা খৃষ্টাব্দের প্রারম্ভে বা কিছুকাল পূর্ব্বে আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্ববর্ত্তী সুখতর দ্বীপে বাস করিয়াছিল ও যাহাদের মন্বাদি সমস্ত প্রাচীন শাস্ত্রেই সমুদ্র যাত্রার বিধান আছে, তাহাদের বিক্রমাদিত্যের বহু শতাব্দ পূর্ব্বেও পোতারূঢ় হইয়া পারসীক ও আরব রাজ্যে গমন করা কখনই অসম্ভাবিত নহে *। তবে ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে,

* আরবি বণিকদিগের সমুদ্র মার্গে ভারতবর্ষে গমনাগমন বিষয়ে আগাথার্চাইডিস নামক গ্রন্থকর্ত্তার প্রমাণই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। তাঁহার গ্রন্থে ইহাও লিখিত আছে যে, অনেকানেক পোত ভারতবর্ষ হইতে আরবরাজ্যে গতায়াত করিত। তৎসমুদায় যে কেবলই আরবি নাবিকদিগের পোত এমন নিশ্চয় করা যায় না, যখন তাহার কিছু কাল পরেই আফ্রিকা খণ্ডের

গ্রীক ও রোমীয় ইতিহাসবেত্তাদিগের পুস্তকে আরবি নাবিকদিগের ভারতবর্ষে আসিবার যেমন সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে, হিন্দু পোতবণিক্‌দিগের আরব রাজ্যে সতত গতায়াত করিবার সেরূপ প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব তদনুসারে আরবীয় লোকেরা ঐ সকল পুস্তক রচনার পূর্ব্বেও সচরাচর ভারতবর্ষের গুর্জ্জর-সৌরাষ্ট্রাদি পশ্চিম প্রদেশের আপণ সমুদায়ে আগমন পূর্ব্বক পণ্য সামগ্রী সমস্ত ক্রয় করিয়া তাহাদের পশ্চিমোত্তর দেশীয় বণিক্‌দিগকে যে বিক্রয় করিত, তাহার সংশয় নাই। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে স্থলপথের বাণিজ্যই প্রবল ছিল; এবং ভারতবর্ষীয় পণ্য সমুদায় কাবুলস্থান ও পারসীক দেশ দিয়া তৎ পশ্চিমে প্রেরিত হইত; বাবিলন দেশের সহিত ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিবরণ করিবার সময়ে তদ্বিষয় প্রতিপন্ন করা যাইবে।

যে কালে ভারত-ভূমি স্ব-সন্তান স্বরূপ হিন্দু ভূপালগণ দ্বারা প্রতিপালিত হইতেন, যে কালে অত্রত্য বীর্য্যবান্ লোক সকল বহুতর দূরদেশে গমনাগমন করিয়া দুঃসাধ্য কর্ম্ম সমুদায় সম্পন্ন করিতেন, যে কালে হিন্দু বণিকেরা স্বদেশীয় বিপণিসমূহে নানাজাতীয় নানাবর্ণ বিচিত্র পরিচ্ছদধারী বণিক্‌দিগের সহিত নানা ভাষায়

পূর্ব্বাংশে হিন্দুদের বাস করিবার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে, তখন ঐ সমস্ত সমুদ্র যানের কতক হিন্দুদিগেরও হইতে পারে।

কথোপকথন করিতেন, সে কাল আমাদের পক্ষে কি মহোৎসাহের—কি পরম সৌভাগ্যের কালই ছিল! সে সময়কে কি আমাদের সত্যযুগ বা স্বর্ণযুগ বলা যায় না? তৎকালীন দৃঢ়ব্রত মহাবীর্য্য হিন্দুদিগের সহিত ইদানীন্তন নিরুদ্যম, নিরুৎসাহ, আলস্যপরবশ হিন্দু-দিগের তুলনা করিলে আমাদিগকে হিন্দু সন্তান বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা হয়! আমরা এমন নির্ব্বীর্য্য ও এমন ক্ষুদ্রাশয় হইয়াছি যে, সমুদ্র-যাত্রা ও বিদেশ গমন শাস্ত্র-নিষিদ্ধ বলিয়া পরিগণিত হইয়াছে। কেবল বিদ্যা প্রচারই এ রোগের একমাত্র ঔষধ। যদিও তমসাচ্ছন্ন ভারতভূমে সময়ে সময়ে বিদ্যুজ্জ্যোতি চমকিত হয়, কিন্তু হায়! পরক্ষণেই কতকগুলি কৃষ্ণবর্ণ মেঘ আসিয়া ভারতকে ঘোরতর অন্ধকারে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। লোকের "আলো আঁধারি" লাগিয়া যায়।

অতি পূর্ব্বকালে মিসর ও ফিনিসিয়া দেশের সহিত যে ভারতবর্ষের বাহুল্যরূপ বাণিজ্য ব্যবসায় প্রচলিত ছিল, তাহা পূর্ব্বে একপ্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। কিন্তু পশ্চিম দিকে তদপেক্ষা নিকটবর্ত্তী অনেকানেক দেশ আছে, এবং তাহাতেও কালে কালে ধন-পূর্ণ সুখ-সম্পন্ন প্রধান প্রধান সাম্রাজ্য উৎপন্ন হইয়াছে। অতএব বহু কালাবধি তত্রত্য বণিকদিগের সহিত ভারতবর্ষীয় লোকের বিশেষতঃ পাশ্চাত্য হিন্দুদিগের যে বাণিজ্য-

ঘটিত সংস্রব ছিল এক্ষণে তাহাই আলোচিত হইবে। গ্রীক ও পারসীক গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকে সেমিরামি নামে আসিরিয়ার রাজ্ঞী, এবং ফরেদূন্, মনোচহর, রুস্তম্, অফ্রাসিয়াব্, ফরামুর্জ্জ প্রভৃতি পারসীক দেশীয় নরপতি ও বীরগণের ভারতবর্ষ আক্রমণ ও তাহাদিগের সহিত হিন্দু রাজাদিগের যুদ্ধ বিগ্রহ ও জয় পরাজয় ইত্যাদি বহুতর ব্যাপারের বর্ণনা আছে *। এই সমস্ত উপাখ্যান যে কতদূর প্রামাণিক এবং তাহার যথার্থ তাৎপর্য্যার্থই বা কি, তাহা নিরূপণ দুষ্কর; কিন্তু এই সমস্ত পুরা প্রচলিত আখ্যান দ্বারা অন্ততঃ ইহাও সম্ভাবিত বোধ হয় যে, অতি পূর্ব্বে আসীরিয়া ও পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশের সহিত ভারতবর্ষের কোন না কোন প্রকারে যোগাযোগ ছিল। বিশেষতঃ ম্লেচ্ছদিগের দ্বারা কাশ্মীর রাজ্যে পুনঃ পুনঃ উপদ্রব ঘটনা, তদ্দেশীয় জনক রাজার পারসীক রাজ্য জয় করণার্থ নিজ পুত্র প্রেরণের আখ্যান †, ও ভারতবর্ষীয় ভূপতি বিশেষের মাদ ‡ ও আসীরিয়ার রাজাদিগের মাধ্যস্থ স্বীকার করিয়া তৎসন্নিধানে দূত প্রেরণ, এবং কয়কায়ুস্ নামক পারসীক মহীপতির ভারতবর্ষীয়

---

* *Rajatrangini traduite et commentee par. M. A. Troyes. Tome II. p. 438—443.*

† *Asiatic Researches. vol. 15th p. 19.*

‡ মীডিয়া।

রাজার নিকট কিছু মুদ্রা প্রার্থনা করিয়া লোক প্রেরণ *, এই সমস্ত পুরাবৃত্ত পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ের সম্যক্ পোষক বলিতে হইবে।

রাজাদিগের ন্যায় বণিক্‌দিগেরও লোভ অত্যন্ত প্রবল। তাহারা সমধিক ধন লোভে অতিপূর্ব্বেই বন, পর্ব্বত, মরুভূমি ও সমুদ্র তরঙ্গ অতিক্রম করিয়াছিল। পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, মহাভারতীয় সভাপর্ব্বে নানা জাতীয় নৃপতিদিগের মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী উপহার দিবার যেরূপ সবিশেষ বর্ণনা আছে, তাহাতেই স্পষ্ট বোধ হয়, ঐ বর্ণনার সময়ে এবং তাহারও পূর্ব্বে পশ্চিম ও উত্তর প্রদেশীয় লোকের সহিত হিন্দুদিগের বাণিজ্যঘটিত সংস্রব ছিল।

প্রাচীন আসীরিক, বাবিলনীক ও পারসীক রাজাদিগের রাজত্ব কালে তত্তৎ রাজ্যে, ও তদ্দ্বারা অন্যান্য দেশে, ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য প্রবল থাকিবার বিস্তর নিদর্শন প্রাপ্ত হওয়া যায় †। বাবিলন দেশীয় বাণিজ্য উপলক্ষ করিয়া তাহার স্বরূপ ও প্রকার নির্দ্দেশ করা যাইতেছে।

বাবিলন দেশীয় বণিকেরা যে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যে নিযুক্ত ছিল তাহার সন্দেহ নাই। তত্রত্য লোক অত্যন্ত

---

* *Xenophon's works. Philadelphia. 1836. p. 33 &c. 46*

† *Journal Asiatique Ive serie Tome VIII. p. 131.*

শোভাপ্রিয়, ভোগাসক্ত ও ইন্দ্রিয়পরায়ণ ছিল। তাহাদের যে প্রকার বাহুল্যরূপ বিষয় ভোগের বর্ণনা আছে, তাহা বাণিজ্য ব্যতিরেকে কখনই সম্পন্ন হইতে পারে না। টিসিয়স্ নামক গ্রীক্ পণ্ডিত লিখিত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয় যে, তৎকালে ভারতবর্ষের সহিত বিশেষতঃ তন্মধ্যে কাশ্মীর ও তাহার উত্তর ও পশ্চিম পার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় লোকের সহিত পারসীক প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় লোকের প্রবল বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। তৎকালে ভুবনবিখ্যাত পরম সুন্দর কাশ্মীরিশাল ও বৈদূর্য্যাদি বিচিত্র বহুমূল্য রত্ন সকল পারসীক ও বাবিলনবাসীদিগের অন্তঃপুরের অতুল ঐশ্বর্য্য ও সুচারু শোভা সম্পাদন করিত। বোধ হয়, ঐ সকল রত্ন দাক্ষিণাত্যের ঘাট পর্ব্বতে ও কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর পার্শ্বস্থ পর্ব্বত সমুদায়ে উৎপন্ন হইত, এবং তথা হইতে সংগৃহীত হইয়া নানাদেশে প্রেরিত হইত *।

ঐ প্রাচীন পুস্তকে লাক্ষা, কক্কুর, স্বর্ণাদি অন্যান্য বহুবিধ বস্তুবিষয়ক বাণিজ্যেরও প্রসঙ্গ আছে। ভারতবর্ষীয় কুক্কুরের প্রতি পূর্ব্বোক্ত পশ্চিম প্রদেশীয় লোকদিগের সাতিশয় আদর অনুরাগ ছিল। তত্রত্য মৃগয়ানুরাগী ধনাঢ্য লোক-সকল তাহাদিগকে সাতিশয় যত্ন সহকারে পালন করিতেন, এবং বিদেশ যাত্রা কালে সঙ্গে

* *Heeren, Babylonians chap. 11,*

লইয়া গমন করিতেন। ইক্ষন্দিয়ার * নামক পারসীক সম্রাট্ তাঁহার সুবিখ্যাত যুদ্ধ-যাত্রা কালে বিস্তর ভারতবর্ষীয় কুক্কুর সমভিব্যাহারে লইয়াছিলেন, এবং বাবিলন নগরের কোন ক্ষত্রপাণ ভারতবর্ষীয় ককুরের ভরণ পোষণার্থ নগর চতুষ্টয়ের সমুদায় উপস্বত্ব সমর্পণ করিয়াছিলেন ‡। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থ প্রমাণে প্রতীতি হয় যে, কাশ্মীরের পূর্ব্বোত্তর অংশে ঐ সকল কুক্কুর উৎপন্ন হইত এবং বাল্মীকি রামায়ণ ও ন্যূনাধিক ছয় শত বৎসর পূর্ব্বকার এক পর্য্যটকের ¶ লিপি অনুসারে তাহা সম্পূর্ণ প্রামাণিক বোধ হয়। দশরথ তনয় ভরত যৎকালে কেকয় দেশ হইতে অযোধ্যায় প্রত্যাগমন করেন, তখন কেকয়রাজ তাঁহাকে কম্বল, অজিন, কুথ, বহুমূল্য বস্ত্র, রুক্ম, নিষ্কাদি অন্যান্য দ্রব্যের সহিত কতকগুলি হৃষ্ট পুষ্ট মহাবল পরাক্রান্ত কুক্কুরও প্রদান করেন। টিসিয়স্ লিখিয়াছেন, তৎ প্রদেশীয় হিন্দুরা পশুপালন করে, তথায় অত্যুৎকৃষ্ট হৃষ্ট পুষ্ট মেষ জন্মে, ও সুরাগরঞ্জিত পরম সুন্দর পরিধেয় প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই বাক্যের সহিত কেকয়রাজের কম্বল অজিনাদি উপহার প্রদানের সুচারু-

---

* *Xerxes.*

† পূর্ব্বকালে পারসীক সম্রাটেরা স্বীয় রাজ্যের অন্তঃপাতী কোন প্রদেশের শাসনকার্য্যে যাঁহাকে নিযুক্ত করিতেন তাহার নাম ক্ষত্রপা।

‡ *Herodotus* I. 192. *and* VII. 187.

¶ *Marco Polo*

রূপ সংগতি হইতেছে। কেকয়দেশ অবশ্যই কাশ্মীরের অনতিদূরবর্ত্তী তাহার সন্দেহ নাই *। অতএব বাল্মীকি রামায়ণে ও টিসিয়সের গ্রন্থে যে সম্পূর্ণ ঐক্য হইতেছে, তাহা পরম কৌতূহলের বিষয়; এবং তদনুসারে কাশ্মীর ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অন্যান্য স্থানের শিল্পজ ও স্বভাবজ বহুতর বস্তু যে বিক্রয়ার্থ পশ্চিমাঞ্চলে প্রেরিত হইত, এবং তথা হইতে ভূমধ্যসাগরতটে পোতারূঢ় হইয়া আফ্রিকা ও ইউরোপবাসীদিগের ভোগতৃষ্ণা চরিতার্থ করিত, তাহার সন্দেহ নাই। এরূপ লিখন আছে, মহারাজ চন্দ্রগুপ্তের সময়ে গঙ্গাতীরস্থ পাটলিপুত্র † হইতে লাহোর নগর হইয়া পঞ্জাবের পশ্চিমোত্তর ভাগে তক্ষশিলা নগরী পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ প্রশস্ত পথ ছিল। আলেগ্‌জাণ্ডার যেরূপ অবলীলাক্রমে ভারতবর্ষ

---

* রামায়ণের অযোধ্যাকাণ্ড অনুসারে ভরতকে অযোধ্যাপুরীতে আনয়ন জন্য প্রেরিত দূতগণ পঞ্চনদের অন্তঃস্থ বাহ্লিকদেশ এবং শতদ্রু ও বিপাশা নদী উত্তীর্ণ হইয়া কৈকয় নগরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। পঞ্জাবের অন্তর্ব্বর্ত্তী বিপাশা নদীর কিয়দ্দূর পশ্চিমে পর্ব্বতময় দেশে কৈকেয়দিগের বসতি ছিল। অযোধ্যাকাণ্ড ৬৮ অধ্যায়।

রামায়ণেও তথায় গো, অশ্ব, উষ্ট্র ও গর্দ্দভ থাকিবার প্রমাণ আছে।

অযোধ্যাকাণ্ড ৭১ অধ্যায়।

† পাটনা। প্রাচীনকালে ইহা একটি প্রধান নগর ও বাণিজ্যস্থল ছিল। কনৌজও একটি প্রাচীন বাণিজ্যস্থান, ইহাতে এক সুপারিরই দোকান ত্রিশ হাজার ছিল।

Tods' Rajasthan Vol. 1. p. 32.

প্রবেশ ও পঞ্জাবদেশ ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও রামায়ণ ও মহাভারতে হিন্দুদিগের রথারোহণ পুরঃসর দেশবিদেশ গমনাগমনের যেরূপ বাহুল্য বর্ণনা আছে, তাহাতে ঐ প্রসিদ্ধ পথ বহুপূর্ব্বাবধি প্রচলিত থাকা ও এবং তদ্দ্বারা হিন্দুস্থান ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী অন্যান্য দেশীয় পণ্যসামগ্রী সকল কাশ্মীর প্রদেশীয় দ্রব্যজাত সহকারে ভারত বহির্ভূত পূর্ব্বোক্ত প্রাচীন রাজ্য সমুদায়ে প্রেরিত হওয়া সম্ভাবিত বোধ হয়। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা হইতে কাবুলস্থানের অভ্যন্তর ও পারসীক মরুভূমির উত্তরাংশ দিয়া ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত যে প্রসিদ্ধ পথ ও তাহার নানা শাখা ছিল, তদ্দ্বারাই ঐ সমুদায় ভারতীয় দ্রব্য সঞ্চালিত হইত।

মনুষ্যের স্বভাব ও চেষ্টা, ভূমি ও অবস্থা বিশেষের উপর নির্ভর করে। পূর্ব্বোক্ত পথে একাকী পর্য্যটন করা কোনক্রমেই সুসাধ্য নহে, মধ্যে মধ্যে উচ্চ পর্ব্বত, দুর্গম অরণ্য ও বিস্তৃত প্রান্তর অতিক্রম করিতে হয়, এবং তৎসমীপবর্ত্তী বর্ব্বর অসভ্য লোকেরা পঙ্গপালের ন্যায় দলে দলে ভ্রমণ করে ও সুযোগ পাইলেই পথিকের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া পলায়ন করে। এই জন্য ও অন্যান্য বিষয়ে পরস্পরের সহায়তার নিমিত্ত

---

* *Heeren. Indians. chapt,* II.

বণিক্‌দিগের দলবদ্ধ হইয়া যাত্রা করিবার প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়। এ প্রকার সুদীর্ঘ দুর্গম পথে পণ্য সামগ্রী সহ গমন করা অল্প ক্লেশ ও সামান্য সহটের বিষয় নয়, কিন্তু মনুষ্যের ধন লালসা ও ভোগ তৃষ্ণা সকল প্রতিবন্ধকই নিরাকরণ ও সকল বিপদই অতিক্রম করিতে পারে। বিশেষতঃ তত্তৎ প্রদেশে উষ্ট্র না থাকিলে পণ্য দ্রব্য সহ মরুভূমি ও দুর্গম পথ অতিক্রম পূর্ব্বক দূর দেশ পর্য্যটন, এক প্রকার অসাধ্য হইত*।

বণিক্‌দিগের যুগপৎ যাত্রা ও পশুযান দ্বারা পণ্য বাহন ব্যতিরেকে তাহাদের শ্রম লাঘবের আরও এক উপায় অবধারিত হয়। অতি পূর্ব্বাবধি আসিয়া খণ্ডের দক্ষিণ ভাগে বাবিলনীক পারসীক প্রভৃতি অতি প্রশস্ত সাম্রাজ্য সমুদায় সংস্থাপিত হইয়াছিল, এবং তদীয় ভূপাল সকল রাজ্যের সর্ব্বাংশে গতায়াত ও যোগাযোগ সাধনার্থ বহু-ধনসাধিত উত্তমোত্তম রাজমার্গ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। দীর্ঘ পথ পর্য্যটন করিতে হইলে স্থানে স্থানে বিশ্রাম-স্থানের প্রয়োজন হয়, তজ্জন্য ঐ সকল পথে বহুকালাবধি

---

* উষ্ট্রেরা ষোড়শ মন ভার গ্রহণ পূর্ব্বক অনশন বা কণ্টক ভোজন করিয়া প্রতিদিন ১৬ বা ১৮ ক্রোশ চলিয়া থাকে, কিন্তু এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কোন কোন উষ্ট্র প্রতিদিবস শত ক্রোশের অধিক গমন করিয়াছিল। ইহাদের এরূপ অসামান্য ঘ্রাণ শক্তি আছে যে, দেড় ক্রোশ অন্তর হইতে জলাশয়ের সত্তা উপলব্ধি করিতে পারে।

ভূরি ভূরি পান্থশালা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। যদিও মুসলমান ধর্ম্ম প্রচারের পর পান্থশালার বিশিষ্টরূপ বাহুল্য হইয়াছে,* কিন্তু বাইবেল পুস্তক ও হিরোডোটসের গ্রন্থ প্রমাণে নিঃসংশয়ে নিরূপিত হইতেছে যে, অতি পূর্ব্বেও মধ্যে মধ্যে পথিকদিগের নিবাসোপযোগী এই প্রকার অনেকানেক স্থান ছিল †। অতএব দেশ-ব্যবস্থা, ভূমির গুণ ও মনুষ্যের স্বভাব এই তিনের যোগে, আসিয়া খণ্ডের স্থলপথ-বাণিজ্য যেরূপ হওয়া সম্ভব, বাস্তবিক সেইরূপই হইয়াছে।

যে রূপ স্থলপথ দ্বারা ভারতবর্ষের পশ্চিমোত্তর ভাগের সহিত পারস্য ও বাবিলন দেশ প্রভৃতির বাণিজ্য ঘটিত সংশ্রব ছিল, সেইরূপ সমুদ্র পথ দ্বারা দাক্ষিণাত্যের-ও সহিত তত্তৎদেশের যোগাযোগ ছিল। পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে, ফিনিশিয়া দেশীয় বাণিজ্যোৎসাহী বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে আসিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং তথা হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাহুল্যরূপ বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। তদ্ভিন্ন হিব্রু ও গ্রীক গ্রন্থকারদিগের‡ লিপিপ্রমাণে নিশ্চয় অবগত হওয়া যাইতেছে যে, বাবিলনীক লোকদিগের সমুদ্র যাত্রা ছিল। তাহারা পারসীক

* কারণ কোরাণে পান্থশালা প্রতিষ্ঠার বিধান আছে।

† *Macpherson's annals of commerce. vol. 1st. p. 9. &ca.*

‡ *Isaich. Æschylus, Agatharchides &ca.*

সমুদ্রের বেলাভূমিতে গেরা নামক স্থানে আসিয়া বাস করিয়াছিল। ঐ গেরা ও তৎ সন্নিহিত কতিপয় দ্বীপ তাহাদের গঞ্জ স্বরূপ ছিল, এবং বণিকেরা তথা হইতে দ্রব্য সমুদায় ক্রয় করিয়া বাবিলন নগরে, এবং তথা হইতে অন্যান্য স্থানে প্রেরণ করিত। আলেক্‌জাণ্ডরের পোতাধ্যক্ষ নিয়ার্কসের লিপি প্রমাণে স্পষ্ট প্রতীতি হয় যে, তৎকালে সিংহলোৎপন্ন মুক্তার বিষয় পারস্যাদি দেশে বিশিষ্টরূপ প্রসিদ্ধ ছিল, এবং পারস্যোপসাগরের মোহানায় দারুচিনি ও তদনুরূপ অন্যান্য পণ্য বস্তুর এক গঞ্জ ছিল। পূর্ব্বেও প্রতিপন্ন করা গিয়াছে যে, ফিনিসিয়ার বণিকেরা পারসীক সমুদ্রে অবস্থিতি করিয়া স্বদেশে দারুচিনি প্রভৃতি প্রেরণ করিত। অতএব এই সমস্ত বিবিধ বৃত্তান্তের পরস্পর সমন্বয় করিয়া দেখিলে ইহা স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, বাবিলনীক রাজ্যের প্রাদুর্ভাব কালে এবং তৎপরেও, প্রথমকার পারসীক সম্রাট্‌দিগের সময়ে সমুদ্র পথে তত্তদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত দাক্ষিণাত্য ও সিংহলবাসী বণিক্‌দিগের বিস্তৃতরূপ বাণিজ্যযোগে ভারতবর্ষ হইতে মুক্তা, গজদন্ত, আবলুষকাষ্ঠ, দারুচিনি ও অন্যান্য তেজস্কর ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য পূর্ব্বোক্ত দেশ সমুদায়ে প্রেরিত হইত *। কোন্ কোন্ জাতীয় লোক এই

* *Heeren. Babylonians.*

বাণিজ্যের পণ্যবাহক ছিল, এই পরিচ্ছেদেই তাহার বিবরণ করা গিয়াছে।

এতদ্ভিন্ন ভারতবর্ষীয় পণ্য সামগ্রী সমুদায় কাবুল ও বাখতর্ নগর দিয়া আসিয়া খণ্ডের মধ্য ভাগে প্রেরিত হইত। এক্ষণে বোখারা যেরূপ প্রকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান, পূর্ব্বে বাখ্তর্ নগর সেইরূপ ছিল। যখন হিরোডোটস্ কাস্পীয় সাগরের পূর্ব্ববর্ত্তী দেশ সমুদায় অবগত ছিলেন, ও তাঁহার সময়ে কাস্পীয় সাগরে সমুদ্রপোতের গমনাগমন ছিল, এবং তাহার পরে আলেক্জাণ্ডরের পারস্য ও ভারতবর্ষ আক্রমণ কালে ভারতবর্ষীয় বস্তু সমুদায় চক্ষুস্ নদী দিয়া কাস্পীয় সাগরে এবং তথা হইতে কৃষ্ণসাগরের তটে প্রেরিত হইত, তখন ইহা এক প্রকার নির্দ্ধারিত বলিতে হয় যে, হিরোডোটসেরও বহু পূর্ব্বে এই প্রকার বাণিজ্য প্রচলিত ছিল। ভারতবর্ষীয় দ্রব্যজাত প্রথমে বাখতর্ ও সমরকন্দে প্রেরিত হইত এবং তথা হইতে ক্রমে ক্রমে উত্তরে তাতার দেশ ও পশ্চিমে কাস্পী। সাগর দিয়া কৃষ্ণ সাগরের তীরস্থ অনেকানেক নগরে, এবং পূর্ব্বদিকে কবি নামক মরুভূমির সমীপদেশ দিয়া চীন রাজ্যে প্রেরিত হইত *। এক্ষণে যেরূপ হিন্দু বণিকেরা বোখারা দেশে অবস্থিতি করিয়া বাণিজ্য

* *Heeren. Scythians &ca.*

ব্যবসায় নির্ব্বাহ করে, সেইরূপ অতি পূর্ব্বেও তাহাদের তৎপ্রদেশ হইতে নানাদেশদেশান্তরে স্বকীয় পণ্য সামগ্রী প্রেরণ করা, এবং যে সকল ভারতবর্ষীয় লোকে মধ্য আসিয়ার স্থানে স্থানে বসবাস করিয়াছিল, তাহাদেরও তথায় বাণিজ্যার্থে যাত্রা করা সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত বোধ হয়।

এ পর্য্যন্ত অতি পূর্ব্বকালীন বাণিজ্য বিষয় কথিত হইল, পরে যখন গ্রীক সম্রাট আলেকজাণ্ডর নানা দেশ জয় করিয়া ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন, তখন ইউরোপীয় লোক সকল তাঁহার সমভিব্যাহারী বিচক্ষণ ব্যক্তিদিগের দ্বারা ভারতবর্ষীয় আচার ব্যবহার বিদ্যাদি নানা বিষয় অবগত হইয়াছিলেন, এবং তৎসহকারে ভারতবর্ষের ধান্য, কার্পাস, শর্করা, তিলতৈল, লাক্ষা, শাল, আগ্নেয় গন্ধদ্রব্য, ভক্ষ্য গন্ধদ্রব্য, পৈষ্টীসুরা, তাল মদ্য ইত্যাদি শিল্পজ ও স্বভাবজ বিবিধ সামগ্রীর সবিশেষ বিবরণ প্রাপ্ত হন। এই সময়ে বা ইহারও পূর্ব্বে ব্রীহি, শর্করা, কার্পাস, জটামাংসী প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্যের সংস্কৃত নাম অবিকল বা ঈষৎ অপভ্রষ্ট হইয়া গ্রীক ও পারসীকাদি ভাষায় মিশ্রিত হইয়াছে *। গ্রীক সম্রাটের অমাত্যেরা

* গ্রীকেরা ভারতবর্ষ হইতে প্রথমে শর্করা লইয়া যায়। ইহার পূর্ব্বে শর্করা যে কি দ্রব্য তাহা ইয়ুরোপবাসীরা জানিত না।

Mrs. Mannings Ancient and Medaeval India vol. I. p. 106.

ভারতবর্ষের উদ্ভিদশোভা সন্দর্শনে মোহিত হইয়াছিলেন, এবং পরম আনন্দ প্রকাশ পূর্ব্বক তাহার সুচারু বর্ণনা ও সবিস্তর বৃত্তান্ত লিখিয়া গিয়াছেন। তৎপরে ইয়ুরোপীয় লোকে সেই সমস্ত বস্তুর সবিশেষ বিবরণ অবগত হইয়া বাণিজ্য যোগে তৎ সমুদায় আহরণার্থ যত্নবান হইল *।

আলেক্‌জাণ্ডর অতি বিস্তৃত সাম্রাজ্যের সম্রাট হইয়া সুপ্রণালীক্রমে ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য সংস্থাপনের মানস করিয়াছিলেন। তুমুল সংগ্রাম ও জয়োল্লাসের মধ্যেও তিনি বাণিজ্য বিষয় চিন্তা করিতে বিরত ছিলেন না। টায়র নগরের বাণিজ্য সম্ভূত অতুল সমৃদ্ধি ও প্রভূত শক্তি তাঁহার মনে সর্ব্বদাই জাগরূক ছিল। সমুদ্রের উপর

লাটিন ও গ্রীক ভাষার শর্করকে শখার, পারসীক ভাষায় শকর, আরবীতে শখ্যর বা অশখ্যর স্পানিস ভাষায় অজুকর, ইটালী ভাষায় জুকারো, ফরাসীতে সুকরি, জর্ম্মান ভাষায় জুখার এবং ইংরাজিতে সুগর কহে। খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে ইয়ুরোপবাসীরা ইক্ষুর চাস ও চিনি প্রস্তুত করিবার প্রণালী জ্ঞাত হইয়া আপন আপন দেশে উহা উৎপাদিত করে।

সংস্কৃত	গ্রীক	হিব্রু	ইংরাজি
কার্পাস	কার্পাসস (Karpasos)	কার্পস	কটন।
পিপ্পলি	পিপারি (Peperi)	—	—
চন্দন	সান্‌টানন (Santanon)	— সানভাল। ও লাটিন ভাষায় ,, চন্দনকে সান্‌ডালম বলে।	
নলদ	নারদস্ (Nardos)	—	—
জটামাংসী	নারদস্ জটামাংসী (Nardos Jatamansi)		

* *Humboldt's Cosmos by Sabine page 108. No. 185.*

শক্তি সঞ্চার না করিতে পারিলে স্বদেশের সহিত ভারতের যোগাযোগ, এবং উভয় দেশের মধ্যে বাণিজ্য সংস্থাপন ও তাহার অবাধ চালনা কালব্যাপী হওয়া সম্ভবপর নহে, এই সারগর্ভ যুক্তিটি তাঁহার মনোমধ্যে উদয় হওয়ায় তিনি সামুদ্রিক বলের আয়োজন করিতে সচেষ্ট হইলেন। স্বদেশীয় লোকদিগকে বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য ব্যবসায়ে লিপ্ত, এবং দেশ দেশান্তরে তাহাদের পক্ষ সমর্থন বা পৃষ্ঠপোষণ, ও ধন প্রাণ রক্ষা করিবার নিমিত্ত জলে স্থলে রাজশক্তি প্রকাশ যে অপরিহার্য্য, ইহা তাঁহার সম্যকরূপ হৃদয়ঙ্গম হইয়াছিল। ঐশ্বর্য্যশালী জগৎধনাগার ভারতে তখন সকল সামগ্রীই সুপ্রতুল। কি ধন, কি খাদ্যসামগ্রী, কি সুখসম্ভোগদায়ক ভোগবিলাসের দ্রব্য, কি যুদ্ধোপকরণ সকল পদার্থই তখন ভারতে প্রচুর, অপর্য্যাপ্ত, রাশীকৃত।

রাজনীতি ও সমরনীতি বিশারদ রাজচক্রবর্ত্তী আলেকজাণ্ডর ভারতবর্ষে অবস্থিতি কালীন তথায় সমুদ্রপোত সংগ্রহ সুলভ বিবেচনা করিয়া, নিয়ারকস নামক তাঁহার একজন বিচক্ষণ সেনাপতিকে একদল সমুদ্রযান আয়োজন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিলেন। তাঁহার এই আজ্ঞা প্রতিপালিত হইলে তিনি সেনানীপ্রবরকে কহিলেন যে, "পোত সমূহ সিন্ধুনদের মধ্য দিয়া সাগর সঙ্গমে লইয়া যাইবে এবং তথা হইতে

পারস্যোপসাগরে চালিত করিবে।" ইহাতে বোধ হয় যে, ভারত ও তাঁহার মধ্য সম্রাজ্যের যোগাযোগ পথ সুগম করিবার অভিপ্রায়ে তিনি এরূপ আদেশ দিয়া-দিলেন।

মহাবীর উক্ত সেনাপতিকে এই মহৎকার্য্যের ভারা-র্পণ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলেন না; আপনিও তাঁহার সমভিব্যাহারে চলিলেন। এই বিপুল আয়োজন এরূপ হইয়াছিল যে,আলেকজাণ্ডারের ন্যায় সম্রাটের দ্বারা পরি-চালিত হইবারই উপযোগী। প্রায় দুই সহস্র অর্ণবযান, এক লক্ষ বিংশতি সহস্র লোক এবং দুই শত হস্তী ঐ প্রকাণ্ড সজ্জার উপকরণ হইয়াছিল। সেনাদলের এক তৃতীয়াংশ পোতারোহণে যাত্রা করিল, এবং অবশিষ্ট সৈন্য নদীর উভয় পার্শ্ব দিয়া হস্ত্যশ্ব ও পদব্রজে গমন করিতে লাগিল। পথে নানা জাতির সহিত যুদ্ধ ও সতর্কতার সহিত ধীরে ধীরে নৌদল চালনা করায় সমুদ্রে পঁহুছিতে প্রায় নয় মাসাধিক কাল অতিবাহিত হইয়াছিল। সমুদ্র সঙ্গম পর্য্যন্ত আগমন করিয়া তিনি নিয়ারকসকে সমুদ্রযাত্রার ভারার্পণ করিলেন এবং স্বয়ং কতকগুলি সৈন্য সামন্ত সমভিব্যাহারে স্থলপথে পারস্য দেশে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়ের বদ্ধ মোহানাগুলি উন্মুক্ত করিয়া দিলেন। পূর্ব্বে পারসীক সম্রাটেরা ধর্ম্ম ও অন্যান্য কারণে দেশীয় নদী সমূহের মুখ গুলি আবদ্ধ

রাখিয়া প্রজাগণের সমুদ্র যাত্রার মহা বিঘ্নোৎপাদন করিয়াছিলেন, এক্ষণে নব গ্রীক সম্রাট তাহা নিরাকরণ করিলেন। আলেকজাণ্ডরের সঙ্কল্প ছিল যে, ভারতীয় পণ্য সামগ্রী পারস্যোপসাগর হইয়া পারস্যে আসিবে, ও তথা হইতে তাহার পশ্চিমস্থ নানা দিগদেশান্তরে পবিচালিত হইবে। তিনি এইরূপ ব্যবস্থা করিয়াই ক্ষান্ত ছিলেন না। ভারতীয় বাণিজ্য স্বায়ত্তাধীন করিবার জন্য তিনি এক্ষণে বিশেষরূপে মনোযোগী হইলেন। যাহাতে বণিকদিগের পক্ষে টায়র নগর অপেক্ষা অধিকতর সুবিধাজনক একটি বাণিজ্যস্থান স্থাপিত করিতে পারেন, তজ্জন্য স্বাধিকৃত মিশরদেশে নীলনদের মোহানায় একটি নগর স্থাপন করিলেন। নিজ নামে নগরটির নামকরণ হইল। ইহার নাম হইল আলেকজাণ্ড্রিয়া। স্থানটি এরূপ নির্ব্বাচিত হইয়াছিল যে, উহাকে ইয়ুরোপ, এসিয়া ও আফ্রিকা তিনটি মহাদেশের সংযোগস্থল বলিলে অত্যুক্তি হয় না। ক্রমশঃ আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া প্রাচীন ভূমণ্ডলের বাণিজ্য কেন্দ্র হইয়া উঠিল। মহাযোগীর ভবিষ্য দর্শন পূর্ণমাত্রায় সফল হইল। বলিহারী গণনা শক্তি! কতবার মিশররাজ্যে বিপ্লব ঘটিল, কত কাণ্ড কত পরিবর্ত্তনই বা না হইল, তথাচ একাদিক্রমে অষ্টাদশ শত বৎসর উহা ভারতীয় বাণিজ্যের প্রধান স্থল হইয়াছিল *।

* *Robertson's History of America vol. 1. p. 20.*

জগতের নিয়ম, একজন মৃত্তিকা কর্ষণ বীজ রোপণ সার প্রদান ও জলসেচন করিয়া বৃক্ষ বর্দ্ধিত করে, আর একজন তাহার ফল পুষ্প ভোগ করে। সুদূরদর্শী মহাবীর আলেকজাণ্ডার যে বাণিজ্য বৃক্ষ রোপণ করিয়াছিলেন, তাঁহার জীবন কালে তাহা না বর্দ্ধিত না ফলপুষ্পিত হইয়াছিল। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরা উক্ত বৃক্ষজাত সুমধুর ফলের আস্বাদ পাইয়াছিলেন। তাঁহার অমাত্য বিশেষের বংশোদ্ভব টলেমি নামক বহুগুণ সম্পন্ন ভূপতিগণ মিশর রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া সাতিশয় যত্ন ও উৎসাহ সহকারে এই বাণিজ্যের সূত্রপাত করেন। টায়র লক্ষ্মী আলেকজাণ্ড্রিয়ায় আসিয়া অধিষ্ঠান করিলেন। বিভিন্ন বেশধারী নানা জাতীয় মানব সমাগম, ভারত পণ্য পূর্ণ সুদৃশ্য গঞ্জ, সুসজ্জিত ঘোটকাদি যোজিত নানা যানপূর্ণ সুবিস্তৃত রাজমার্গ, মধ্যে মধ্যে তরুলতাদি বিবিধ জাতীয় উদ্ভিদ সমাচ্ছাদিত শোভনোদ্যান, গগনস্পর্শী চূড়াসম্বলিত মনোমুগ্ধকর অট্টালিকা শ্রেণী, কোথায় কোলাহল, কোথায় নৃত্যগীতাদি আমোদ প্রমোদ, কোথায় সুন্দর সুন্দরী বালকবালিকাগণের কণ্ঠবিনিসৃত সুমধুর ধ্বনি, কোথায় বা রথের ঘর্ঘর শব্দ ও অশ্বের হ্রেষা রব ইত্যাদি বহুবিধ শোভন ব্যাপার আলেকজাণ্ডর ও আলেকজাণ্ড্রিয়ার মহিমা কীর্ত্তন করিত। প্রত্যুত সে সময়ে

ইহার ঐশ্বর্য্যের সীমা ছিল না। তিনটি মহাদেশের সর্ব্বপ্রধান বাণিজ্য স্থল ও বহুসংখ্যক ধনাঢ্য ব্যক্তিদিগের বাসস্থান হইলে যেরূপ হওয়া সম্ভব আলেকজাণ্ড্রিয়া সেই রূপই হইয়া উঠিয়াছিল। ল্যাগস পুত্র টলেমি মিশর দেশ অধিকার করিয়াই আলেকজাণ্ড্রিয়াতে রাজধানী স্থাপন করিলেন। সুপ্রণালীরূপে রাজকর্ম্ম চালাইবার ব্যবস্থা করিয়া তিনি সামুদ্রিক কার্য্যে মনোনিবেশ করিলেন। আলেকজাণ্ড্রিয়ার সম্মুখে ফারস্ নামক দ্বীপে তিনি একটী দীপবাটিকা নির্ম্মাণ করিলেন। এই কার্য্য এরূপ পরিপাটি সহ নির্ব্বাহিত হইয়াছিল যে, ইহাকে পৃথিবীর অত্যাশ্চর্য্য সামগ্রীর মধ্যে গণ্য করা যায়। এই গুণবান সম্রাটের পুত্র টলেমি ফিলাডেলফস্ পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া, যাহাতে ভারতবাণিজ্য আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতে সুচারুরূপে সম্পাদিত হয় তাহারই নিমিত্ত উদ্যোগী হইলেন। লোহিত সাগরকূলস্থিত আরসিনো * নামক স্থান হইতে নীল নদের পূর্ব্বশাখা পর্য্যন্ত শত হস্ত প্রস্থ ও ত্রিশ হস্ত গভীর একটি সুদীর্ঘ কৃত্রিম নদী খনন করিতে মনস্থ করিলেন। এই উপায়ে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য সমূহ কেবল জলপথ যোগেই আলেক্‌জাণ্ড্রিয়াতে পঁহুছিতে পারিত। কিন্তু কোনরূপ বিপদাশঙ্কায় হউক বা অন্য কোন কারণবশতঃই হউক এই

* নীল নদের পশ্চিমদিকস্থ মুরিস হ্রদের নিকটবর্ত্তী।

শুভ কার্য্যটি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পরিত্যক্ত হইল, এপর্য্যন্ত তাহার আর সমাধা হইল না। তিনি ভারতের সহিত মিশরের যোগাযোগ রাখিবার জন্য লোহিতসাগরের পশ্চিম উপকূলে বেরিণিস নামে একটি নগর বসাইলেন; এই নবপ্রতিষ্ঠিত স্থানে নানাবিধ ভারতীয় দ্রব্যের আমদানি হইতে লাগিল। বণিকেরা তথা হইতে ঐ সকল সামগ্রী কপ্‌টস * নগরে প্রেরণ করিত; পরে এইস্থান হইতে একটি কৃত্রিম নদীযোগে নীলনদে আসিয়া ঐ গুলি আলেকজাণ্ড্রিয়াতে উপস্থিত হইত। এই শেষোক্ত স্থান হইতেই ঐ সকল দ্রব্য ইউরোপের নানা রাজ্যে পরিচালিত হইত। এই প্রকারে প্রায় দুইশত পঞ্চাশ বৎসর কাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশের বাণিজ্য ব্যবসায় চলিয়াছিল।

ভারতোন্মুখ বাণিজ্যপোত সকল প্রথমে বেরেণিস্ হইতে যাত্রা করিয়া, সাময়িক প্রথানুসারে আরবস্থানের

---

* কপ্‌টস নগর নীল নদ হইতে দেড় ক্রোশ ও আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে দেড় শত ক্রোশ দূরে একটি খালের ধারে অবস্থিত। খালটি নীল নদের সহিত মিলিত ছিল। ইহার চিহ্নাবশেষ অদ্যাবধিও দেখিতে পাওয়া যায়। প্লীনির লেখনী হইতে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বেরিণিস হইতে কপ্‌টস্ প্রায় ঊন আশি ক্রোশ এবং এই স্থানদ্বয়ের মধ্যস্থিত পথ বিবেশ নামক মরুভূমির অন্তর্গত। সম্রাট্ টলেমি ফিলাডেলফস পর্য্যটকদিগের শ্রম লাঘবার্থ মধ্যে মধ্যে পান্থশালা সংস্থাপন করিয়াছিলেন †।

† *Strabo, lib. XVII. P.* 1157. *D.* 1169.

বেলাভূমির নিকট দিয়া পোত চালনা করিয়া সিয়াগ্রস* উপত্যকায় উপস্থিত হইত। সে সময়ে নাবিকেরা সমুদ্রকূলের অনতিদূরে থাকিয়া পোতবাহন করিত, সাগরতট দৃষ্টিপথের বহির্ভূত করিতে সাহসী হইত না। ঐ সকল নৌকা সিয়াগ্রস হইতে যাত্রা করিয়া পারস্য উপকূল অতিক্রম পূর্ব্বক ভারতবর্ষস্থ টাটা† নামক স্থানে উপনীত হইত, অথবা পশ্চিম ভারতের অন্য কোন বন্দরে গমন করিয়া বাণিজ্যকার্য্যে প্রবৃত্ত হইত। ভারতের পশ্চিমকূল অবধি তাহাদের গমনাগমন ছিল, অধিক দূরস্থ পূর্ব্বরাজ্য সমূহে যাতায়াত ছিল না। ফলতঃ তৎকালীন মিশর বণিকদিগের সমুদ্রযাত্রা পশ্চিম ভারত পর্য্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল।

মিশর সম্রাটেরা সামুদ্রিক কার্য্যে মনোযোগী থাকিয়া, মহাবল সম্পন্ন কতকগুলি সামরিক পোত সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতদ্দ্বারা তদ্দেশীয় লোকদিগের সমুদ্রোপরি এরূপ প্রভুত্ব হইয়াছিল যে, ভিন্নদেশীয় লোকেরা ভারত বাণিজ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী হইলে অনায়াসেই তাহাদিগকে পদদলিত করিতে সমর্থ হইত। বহুদিন পর্য্যন্ত মিশরবাসীরা সমুদ্রযোগে ভারত বাণিজ্য স্বায়ত্ত করিয়া রাখিয়াছিল। ইহাতে তাহাদের বিপুল ধনসম্পত্তি ও

* আধুনিক রাসালগেট অন্তরীপ (Cape Rasalgate)।

† এই স্থানটি সিন্ধু নদীর মুখে অবস্থিত। ইহার আর একটি নাম পাটল।

অদ্বিতীয় জাতীয়শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল। মিশরের সহিত ভারতবর্ষের অত্যন্ত যোগাযোগ হইল। ভারতীয় উত্তমোত্তম সুখদ সামগ্রী সম্ভোগ, এবং তদীয় দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্রাদি অনুশীলন করায় মিশরবাসীদিগের সাংসারিক অবস্থা ও ধর্ম্ম বিষয়ক মতামতের বিস্তর পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল *। এই সময়ে মিশরের জ্ঞান ও শ্রীবৃদ্ধির আর সীমা ছিলনা। ভারতের সহিত বাণিজ্য সম্বন্ধই এই উন্নতির মূলীভূত কারণ। সীরিয়া ভারতের অধিকতর সন্নিকটস্থ; এখানকার লোকেরা অক্লেশেই ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়া স্বদেশের উন্নতিসাধন করিতে পারিত; কিন্তু অবশ্যই কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তাহারা পশ্চাৎপদ হইয়াছিল। পারসীক-দিগেরও সমুদ্র যোগে ভারতের সহিত সংশ্রব ছিল না। পূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে যে, তৎকালে পারস্যবাসীরা সমুদ্রযাত্রা করিতে বিশেষ ইচ্ছুক ছিল না, বা তাহাদের নিষেধ ছিল। জলপথ দ্বারা অন্যজাতি কর্ত্তৃক আক্রমণ ভয়েই হউক, কিম্বা বিপদ সঙ্কুল অকূল অর্ণবে আপন প্রজাদিগের গমন নিবারণার্থ হউক, বা কুসংস্কারময় ধর্ম্ম রক্ষার্থই হউক, পারস্য রাজ্যের যে সমুদ্রযাত্রা নিষেধক

* তৎকালে মিশর দেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্যের সহিত জ্ঞানশাস্ত্র সমুদায় নীত হইয়াছিল।

Wilson's Vishnu Puran. Preface page. VIII.

ব্যবস্থা ছিল, তাহার ন্যূনাধিক পরিচয় পাওয়া যায়। আর সে সময়ে উহাদের সাগরমার্গে বা স্থলপথে দূরদেশ ভ্রমণেরও কোন সন্ধান পাওয়া যায় না। তবে যুদ্ধ উপলক্ষে পারসীক সৈনিকদিগের দেশান্তরে গমন করিবার প্রমাণ পাওয়া যায়। অন্যান্য জাতির ন্যায় ইহারাও ভারত শিল্পজাত বিবিধ প্রকার সুন্দর সুন্দর দ্রব্যসামগ্রী প্রাপ্ত হইবার জন্য সবিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিত, এবং স্থলযোগেই ঐ সকল দ্রব্য প্রাপ্ত হইত। এসিয়া খণ্ডের উত্তর প্রদেশস্থ লোকদিগের যে সকল ভারতবর্ষীয় দ্রব্যের আবশ্যক হইত তাহা সিন্ধুনদীর পশ্চিমদিক্ দিয়া কাসপিয়ান হ্রদ সমীপে উপস্থিত হইত; পরে বণিকেরা সুবিধাক্রমে স্থল ও নদীযোগে বিবিধ রাজ্যে লইয়া যাইত। দক্ষিণ এসিয়াতেও উক্ত প্রকারে পণ্যদ্রব্য সকল পরিচালিত হইত। বহুকাল পূর্ব্বে এইরূপেই বিবিধ প্রকার ভারতবর্ষীয় মনোহারী সামগ্রী এসিয়া খণ্ডের নানাস্থানে পরিব্যাপ্ত হইত। ইহাতে যে ভারত অসীম ধনলাভ করিয়াছিল তাহাতে আর সংশয় কি? ভারত সৌভাগ্য! অধুনা তুমি কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছ? এক সময়ে তুমি সমগ্র সভ্য পৃথিবীর অভাব পূর্ণ করিয়াছিলে, এক্ষণে তুমি পরমুখ প্রত্যাশী। সজীব বস্তু কিরূপ জড়ভাবাপন্ন হয়, পদবিশিষ্ট কিজন্য চলৎশক্তি বিহীন হয়, পিঞ্জরাবদ্ধ পক্ষী কিরূপ উড়িতে অক্ষম হয়, গুটিপোকা

কিরূপ নিজ লালায় বন্দী হয়, একবার বর্ত্তমান ভারত-বাসীর উপর দৃষ্টিপাত করিলেই তাহার জাজ্জ্বল্যমান চিত্র নয়ন পথে আবির্ভূত হয়। এক্ষণে বিকারগ্রস্ত ভারতের প্রলাপ উক্তি ভিন্ন আর কিছুই ক্ষমতা নাই।

মিশর বণিকেরা যে প্রতিপক্ষশূন্য হইয়া ভারত বাণিজ্য স্বহস্তে রাখিতে সমর্থ হইয়াছিল, তাহার অন্য একটি বিশেষ কারণ ছিল। প্রাচীন লোকদিগের এরূপ অমূলক বিশ্বাস ছিল যে,কাস্পিয়ান হ্রদ উত্তর মহাসাগরের একটি শাখা, এইজন্য তাহারা পূর্ব্বদেশীয় পণ্য সামগ্রী সীরিয়া বাসীর দ্বারা ইউরোপ খণ্ডে প্রেরিত হইবার আশা করিয়াছিল। এই ভিত্তিশূন্য ভ্রমে পতিত হইয়া, অন্যান্য জাতিরা মিশরের সামুদ্রিক বাণিজ্যে হস্তক্ষেপ করিতে চেষ্টা করে নাই। গ্রীকেরা যখন দক্ষিণ এসিয়াতে আধিপত্য স্থাপন করিয়াছিল, তখনও তাহাদের বিশ্বাস ছিল যে, কাস্পিয়ান হ্রদ উত্তর মহাসাগরের শাখা মাত্র। সেলিউকস্ নিকেটর নামক একজন বিচক্ষণ সীরিয়া সম্রাট ইউকসাইন সমুদ্র * হইতে কাস্পিয়ান হ্রদ পর্য্যন্ত একটি সুদীর্ঘ কৃত্রিম নদী প্রস্তুত করিয়া উভয়কে যোগ করিবার মনস্থ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অবিলম্বে মৃত্যুগ্রাসে পতিত হওয়ায়

* আধুনিক কৃষ্ণ সমুদ্র।

উহা কার্য্যে পরিণত হইল না *। যদি উহা কার্য্যে পরিণত হইত, তাহা হইলে তাঁহার প্রজারা উত্তর এসিয়া, ইউরোপ, কাস্পিয়ান হ্রদের পূর্ব্বসীমা ও ইউক্সাইন সমুদ্রের চতুষ্পার্শ্বস্থিত স্থান সমূহে বিস্তৃতরূপে বাণিজ্য-ব্যবসায় বিস্তার করিতে পারিত। মধ্যে উপরোক্ত প্রদেশগুলি যদিও শ্রীভ্রষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু পূর্ব্বকালে ঐ সকল স্থান ধনজনপূর্ণ নগরাদিতে পরিপূর্ণ ছিল।

যে সময়ে সীরিয়া ও মিশর সম্রাটেরা স্ব স্ব প্রজা-দিগকে ভারতবাণিজ্যের সত্বাধিকারী করিবার জন্য নানা পথ অবলম্বন করিতেছিলেন, সেই সময়ে তাহাদের পশ্চিমদিক্ হইতে এমন একটি জাতির অভ্যুদয় হইল যাহাতে উভয়কেই বিধ্বস্ত ও ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। ইটালির অন্তঃপাতি, রোম নগরবাসীরাই এই বর্দ্ধিষ্ণু-জাতি। রোমসূর্য্য প্রখর তেজোময় হইয়া উঠিল। রোমবাসীদিগের উৎকৃষ্ট সমর কৌশল ও রাজনীতির প্রভাবে, ক্রমে ক্রমে সমুদায় ইটালি, সিসিলি, কারথেজ, এবং মাসিডোনিয়ার সহিত সমগ্র গ্রীক দেশ ও সীরিয়া অধিকৃত হইল। পরে মিশরেও তাহাদের জয় পতাকা উড্ডীয়মান হইল। মহাবীর আলেক্জাণ্ডারের উত্তরাধি-কারিগণ যে সকল রাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন, একে

* *Pliny. Nat. Hist. lib. VI. C. 11.*

একে সকল গুলিই রোমীয়দিগের হস্তগত হইল। খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধ ভাগের প্রারম্ভেই এই জাতীয় ভাগ্যের বৈপরীত্য ঘটিতে লাগিল। একের পৌর্ণমাসীরজনী, অন্যের ঘোর তমসাচ্ছন্ন অমানিশি। কেহ আনন্দ স্ফূর্ত্তিতে উন্মত্ত, আর কাহারও দুঃখ রাখিবার স্থানাভাব।

রোমীয় সম্রাট আগষ্টস মিশরের মূল্য ও প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়া উহা উত্তমরূপে সুরক্ষিত করিলেন*। এ বিষয়ে আলেকজাণ্ডারই সকল জাতির পথ প্রদর্শক। মিশর ও কনষ্টানটিনোপল যে ইউরোপ এসিয়া আফ্রিকার তোরণ স্বরূপ তাহা বিজ্ঞ রাজনৈতিকেরা বিলক্ষণ জ্ঞাত আছেন। সিংহ ভল্লুকাদি জাতির হিংসাস্থল বলিয়াই তুর্কি ও মিশর অদৃষ্ট বলে অদ্যাপি স্বাধীনতা ভোগে বঞ্চিত হয় নাই। সুবিখ্যাত গ্রীক্ সম্রাট্ টলেমিদিগের ন্যায় রোমীয় সম্রাটেরাও শেষোক্ত স্থানটির মর্ম্মগ্রহণ করিতে পারিয়াছিলেন, এবং তজ্জন্যই তাহার পরিদর্শন ও শাসন ভার নিজ হস্তে রাখিয়াছিলেন। মহা প্রতাপশালী রোমীয়দিগের আশ্রয়ে মিশরের ভারত বাণিজ্য পূর্ব্ববৎ অক্ষুণ্ণভাবেই চলিতেছিল। নানা দেশের জয়লব্ধ সামগ্রী ও উপঢৌকনাদি প্রাপ্ত হইয়া রোমের

---

* ত্রিশ খ্রীষ্টাব্দে মহারাজ অগষ্টস মিশরে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ ধন সম্পদ বৃদ্ধি হইতে লাগিল। মিশর এক্ষণে রোমের শস্যাগার ও সুখদ সামগ্রীর ভাণ্ডার হইয়া উঠিল। রোমবাসীরা অত্যন্ত ধনবান হওয়াতে তাহাদের সন্তানেরা বিষয়কার্য্যে অমনোযোগী হইয়া কেবল ভোগ বিলাসের ক্রীতদাস হইয়া পড়িল। আপনাদের সুখসম্ভোগ তৃষ্ণা তৃপ্ত করিবার জন্য বহুমূল্য সুদৃশ্য তামসিক দ্রব্যের আবশ্যক হইতে লাগিল। উহাদের অভাব পূরণের জন্য ভারত বাণিজ্য এরূপ সতেজ হইয়া উঠিল যে পূর্ব্বে কেহ কখন তাহা স্বপ্নেও ভাবে নাই; এবং অদ্যাপি তাহা অত্যাশ্চর্য্য বলিয়া বোধ হয় *। চিরপ্রবাদ আছে যে, সময় বিশেষে অর্থই অনর্থের মূল হইয়া উঠে। মিশরে অপর্য্যাপ্ত ধনাগমে উহার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। আর রোমে সেই বীজ রোপিত হইয়া, উহা অঙ্কুরিত, বর্দ্ধিত ও ফলপুষ্পিত করিবার জন্য তাহাতে জল সেচিত হইতে লাগিল। কিছুদিন পরে রোমও মিশরের সমধর্ম্মী হইয়া পড়িল, স্বাধীনত্ব ঘুচিয়া গেল †। প্রকৃতির নিয়ম লঙ্ঘন করা কাহার সাধ্য? সকল জাতিই তাঁহার চিরনিয়মের

---

* ৯ম টিপ্পনি দেখ।

† যখন বিলাসমদে মত্ত হইয়া রোমবাসীরা বাবু হইয়া পড়িল সেই সময় হইতেই তাহাদের সৌভাগ্যসূর্য্য অস্তাচল অন্বেষণে ধাবমান হইল।

বশবর্ত্তী। ভারতের সহিত বাণিজ্য করিয়া মিশর ধন-মানে ভূষিত হওয়ায়, অন্যান্য দেশীয় নৃপতিবর্গের চক্ষু ব্যথিত হইল, তাঁহারা উহার অসহ্য উত্তাপে অস্থির হইয়া পড়িলেন। মিশর তাঁহাদের কুনয়নে পতিত হইল। শক্তি নিজ মাহাত্ম্য দর্শাইল। মিশর পাশবিক বলে পরাজিত হওয়ায় তাহার বহুদিন সঞ্চিত প্রভূত ধনরাশি রোম নগরে প্রেরিত হইল। ধনৈশ্বর্য্য বিষয় বৈভব কোথাও বা কাহারও চিরস্থায়ী নয়। অদ্য টায়র সমৃদ্ধি-শালী, কল্য আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া, পরশ্ব রোম। পরিবর্ত্তন-শীল জগতের এই প্রকারই বিধি,—ইহা ব্যক্তিগত, পরিবারগত, সম্প্রদায়গত ও স্থানগত!

খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভ হইল, এক্ষণে রোমীয়দিগের বাহুবলে জগৎ কম্পিত। অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী সুবিখ্যাত রাজত্ব উহাদের বশীভূত হইল। রাজধানী রোম নগরের লোক সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। ভারত হইতে নানা দেশজ দ্রব্য সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে তথায় আসিতে আরম্ভ হইল। তৎকালে মিশরই উহার পণ্যবাহক ছিল এমত নহে, অন্য একটি পথ দ্বারাও তথায় ভারতীয় দ্রব্য আনীত হইত। অতি পূর্ব্বকাল হইতে মেসোপোটিয়মের সহিত ইউফ্রেটিস নদী তীরস্থ ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের এবং ভূমধ্যসাগর কূলস্থ সীরিয়া ও পালেসটাইনের কতিপয় স্থানের পরস্পর যোগাযোগ

ছিল বলিয়া অনেকে বিশ্বাস করেন। বাইবেলোক্ত এব্রাহেমের স্থানান্তরিত হওয়া, এবং চালডিয়াবাসী-দিগের সিচেম হইতে ক্যানান দেশে গমন, এই বিষয়ের পক্ষে সাক্ষ্য দান করিতেছে *। ঐ সকল দেশের মধ্যে একটি বিস্তৃত মরুভূমি আছে, যাহা অতিক্রম করিয়া এক দেশ হইতে অন্য দেশে গমন করিতে হয়। কিন্তু এই অগ্নিময় ভূমির মধ্যে একখণ্ড কৃষির উপযুক্ত প্রচুর জলময় স্থান থাকায় লোক যাতায়াতের অনেকটা সুবিধা ছিল। ক্রমশঃ পূর্ব্বোক্ত কতিপয় স্থানের বাণিজ্য ঘটিত সম্বন্ধ বৃদ্ধি হওয়ায় এই জলবিশিষ্ট স্থানটি অতি প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিল। সলমন যখন বাণিজ্যে মনোনিবেশ করিলেন তখন তিনি শেষোক্ত স্থান কাষ্ঠাদি দ্বারা বেষ্টিত করিয়া একটি নগর প্রতিষ্ঠা করিলেন। সীরিয়াবাসীরা তাদমোর ও গ্রীকেরা উহার পালমিরা নাম দিলেন। স্থানটি তাল জাতীয় বৃক্ষে সমাচ্ছাদিত বলিয়া উহার নাম ও তদনুযায়ী হইল। এই নব নগরটি ভূমধ্য সাগর হইতে প্রায় সত্তর ক্রোশ ও ইউফ্রেটিস্ নদী হইতে প্রায় তেতাল্লিশ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। স্থানটি সুবিধাজনক হওয়ায় এই নগর বাসীরা বহুদিন পর্য্যন্ত তথা হইতে অতিশয় আগ্রহের সহিত পূর্ব্বোক্ত দুইটি স্থানে পণ্য দ্রব্য পরিচালিত

* *Genesis. XI. XII.*

করিত। ইহাতে অতি সত্বরেই পালমিরার ঐশ্বর্য্য ও বল বৃদ্ধি হইল।

সীরিয়া যখন সেলিউকসের উত্তরাধিকারীদিগের অধীন ছিল, সেই সময়ে পালমিরার যশসৌরভ ও ধন সম্পত্তির অবধি ছিল না। ভারতবাণিজ্যই এই ঐশ্বর্য্যের মূলীভূত কারণ। রোমের দুর্দ্দমনীয় বাহুবলে সমগ্র সীরিয়া বশীভূত হইলেও প্রায় দুই শত বৎসর পর্য্যন্ত পালমিরা স্বাধীন ছিল। বোধ হয়, ভয়ঙ্কর অগ্নিময় মরুস্থলী কিছুদিনের জন্য রোম ও তৎপ্রতিদ্বন্দী পার্থীয়ার * আক্রমণ হইতে উহাকে রক্ষা করিয়াছিল।

---

* এসিয়ার অন্তর্গত একটি বিখ্যাত প্রাচীন দেশ। পশ্চিমে মিডিয়া, পূর্ব্বে এরিয়া বা আর্য্যভূমি, উত্তরে হিরকানিয়া এবং দক্ষিণে কর্ম্মনিয়া এই চতুঃসীমাবদ্ধ ভূভাগের নাম পার্থীয়া। টলেমি বলিয়াছেন যে এই স্থানে পঁচিশটি বৃহৎ নগর বিদ্যমান ছিল। রাজধানীর এক শত সিংহ দ্বার থাকায় তদনুসারে উহার নাম হেকাটমপিলস বলিয়া অভিহিত হইত। খ্রীষ্টাব্দ আরম্ভের দুই শত পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে অর্সস নামে একজন সামান্ত লোক এই রাজ্য স্থাপনা করেন। স্থানীয় লোকেরা যুদ্ধ বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ছিল কিন্তু তাহাদের চরিত্র অত্যন্ত ঘৃণিত ছিল। তাহারা অতিশয় মদ্য পান করিত এবং তদধিক নির্লজ্জ ও লম্পট ছিল। তাহাদের দেশীয় বিধি ব্যবস্থা ক্রমে তাহারা ভগ্নি ও মাতা সহ সহবাস করিয়া সন্তানোৎপাদন করিত !!! *Classical Dictionary by J. Lamprier, D. D. p.* 487.

মানব প্রকৃতির কি এইরূপ দুরবস্থা? ছাগাদিজীবের বীভৎস স্বভাব অনুকরণই কি ইহাদের ব্যবস্থা ছিল? হা জগদীশ্বর! আদিম মানবাচার ও পশ্বাচারের কি কোনই প্রভেদ ছিল না? না, কেবল এই জাতিরই ঐরূপ ধরণ ছিল?

উভয় দেশস্থ লোকেরা পালমিরার সখ্য লাভের জন্য অতিশয় ঔৎসুক্য প্রকাশ করিত। এরিয়ান * নামক এক জন বিচক্ষণ প্রাচীন গ্রন্থকর্ত্তা লিখিয়াছেন যে পালমিরার সহিত রোম ও পার্থীয়ার বাণিজ্যকার্য্য চলিয়াছিল; কিন্তু রোম ও তাহার অধীন রাজ্যের সহিত যেরূপ খরতর ভাবে বাণিজ্য চলিয়াছিল, পার্থীয়ার সহিত তদ্রূপ নহে।

খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে আলিপো নগরে ইংরাজদিগের একটি শিল্পশালা স্থাপিত হইয়াছিল। এই কার্য্যালয় সম্পর্কীয় কতিপয় ভদ্রলোক পালমিরার পূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের অত্যাশ্চর্য্য ধ্বংসাবস্থার পরিচয় শ্রবণ করিয়া, নয়নপিপাসা পরিতৃপ্ত করিবার নিমিত্ত, জলাশয় বিহীন উত্তপ্ত বালুকাময় পথ পর্য্যটন করিতেও সংকল্প করিলেন। তাঁহারা নানা ক্লেশ সহ্য করিয়া লক্ষ্যস্থানে উপস্থিত হইলেন। স্থানটির ভগ্নদশা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া তাঁহাদের মনে এক অপূর্ব্ব ভাবের সঞ্চার হইল। দেখিলেন যে, বালুকাসমুদ্রের মধ্যে বৃক্ষলতাদি সমাকীর্ণ একটি বিস্তৃত উর্ব্বরা দ্বীপ উত্থিত হইয়াছে।

---

* একজন প্রাচীন গ্রীক পণ্ডিত। ইনি খ্রীষ্টাব্দের দ্বিতীয় শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে খ্যাত হইয়াছিলেন। আলেকজাণ্ডারের যুদ্ধ যাত্রা বিষয়ক সপ্ত ভাগে বিভক্ত একখানি পুস্তক রচনা করেন। সমুদ্র যাত্রা ও অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তকও তিনি রচনা করিয়াছেন।

বিবিধ প্রকার মন্দির, বৃহৎ বৃহৎ স্তম্ভ, কৃত্রিম জলাশয় সমূহ এবং সুন্দর সুন্দর অট্টালিকার ধ্বংসাবশিষ্ট ভগ্নাংশ দ্বারা স্থানটি সমাচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে। ষষ্টি-বৎসর পরে ইহাঁদের স্বদেশবাসী দুই চারি জন ভদ্রলোক পালমিরার বিবরণ শ্রবণ করিয়া উহা স্বচক্ষে দেখিবার জন্য তথায় যাত্রা করিলেন। দর্শনান্তে কহিলেন যে পালমিরার বিষয় যাহা পূর্ব্বে ভাবিয়াছিলেন ও শুনিয়াছিলেন তাহা অপেক্ষা অধিকতর আশ্চর্য্যজনক, রমণীয় ও উচ্চ *।

যে সময়ে সীরিয়া ও মিশর বণিকেরা ভারতীয় দ্রব্য রোমে পাঠাইবার জন্য ব্যস্ত ছিল, সে সময়ে তাহারা পরস্পরের প্রতি বিদ্বেষ ভাবাপন্ন হইয়া উৎসাহ সহকারে ভারতবাণিজ্যে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। গ্রীক ও রোমীয়দিগের সময়ে লোহিত সাগর হইতে ভূরি ভূরি সমুদ্রযান ভারতবর্ষে গমনাগমন করিত। পূর্ব্বে নাবিকেরা আরবীয় ও পারসীক বেলা ভূমির নিকট দিয়া নৌকা চালনা করিত। কিছু দিন এইরূপে গত হইলে, একটি নব ঘটনা উপস্থিত হইয়া ভারত পাশ্চাত্য ভূমির সন্নিটকস্থ হইল। ভারত মহাসাগরে একক্রমে কিছুদিন পূর্ব্বদিক হইতে ও কিছুদিন পশ্চিম দিক হইতে বায়ু প্রবাহিত হয়। পূর্ব্বে পাশ্চাত্য বণিকেরা এ বিষয়ে অজ্ঞ ছিল, কিন্তু যখন

* *Wood's Ruins of Palmyra. p. 50.*

তাহারা ইহা জ্ঞাত হইল, সেই সময় হিপালস নামক এক রোমীয় বাণিজ্য-পোতাধ্যক্ষ ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি ভারত মহাসাগরের বায়ু প্রবাহের নিয়ম নিরূপণ করিয়া, পূর্ব্ব প্রচলিত তটসন্নিহিত বক্র জলপথ পরিত্যাগ পূর্ব্বক মধ্যসমুদ্রে নৌকা চালনা আরম্ভ করিলেন * এবং তদ্দ্বারা ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য পথ বিস্তর সুগম করিয়াছিলেন †। আরব্য উপসাগরের পশ্চিম হইতে যাত্রা করিয়া ভারত মহাসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক তিনি পশ্চিম ভারতস্থিত মুসিরিস নামক ‡ স্থানে পহুঁছিলেন। এই নূতন আবিক্রিয়া এরূপ মহোপকারী বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল, যে এই বায়ু প্রবাহ বাণিজ্য বায়ু নামে খ্যাত হইল ও ইহার আবিষ্কারকের নাম চিরস্মরণীয় করিবার জন্য ইহার নামকরণ হইল হিপালস্।

খ্রীষ্টাব্দের প্রথমার্দ্ধ অতীত হইলে বাণিজ্যপোত সকল বেরিণিস হইতে যাত্রা করিয়া একমাসে ওসিলিস § নগরে

---

* মিশর রোম রাজ্যভুক্ত হইবার চল্লিশ বৎসর পরে এই মহোপকারক ব্যাপারটি সংঘটিত হইয়াছিল।

† *Robert's Hist. disq. Con. Anc India. p. 51.*

‡ এই স্থানটি পশ্চিম ভারতের প্রধান বাণিজ্যস্থল ছিল। মালবর উপকূলের মধ্যে আধুনিক মিরজি নামক স্থান পূর্ব্বকার মুসিরিস বলিয়া অনুমিত হয়।

Robert's Hist. disq. Con. Anc. India. p. 53.

§ এই নগরের অন্য এক নাম জেল্লা, ইহা আরব্যোপসাগরের মুখে অবস্থিত।

উপস্থিত হইত, অথবা ফার্ত্তাকুঅন্তরীপে * উপনীত হইত, এবং তথা হইতে যাত্রা করিয়া জলপথ যোগে একমাসে মুসিরিস নামক স্থানে উত্তীর্ণ হইত। তৎকালে মুসিরিস ভারতবর্ষের প্রধান বাণিজ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। বণিকেরা এই স্থানে স্ব স্ব বাণিজ্য কার্য্য সমাধা করিয়া থিবি † নামক মিশরদেশীয় মাসে স্বদেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিত। সমুদ্রপোত সকল উত্তরপূর্ব্ব বায়ুর সাহায্যে মুসিরিস ত্যাগ করিয়া আরব্যোপসাগরে প্রবেশ পূর্ব্বক দক্ষিণ ও দক্ষিণ পূর্ব্ব বায়ুযোগে এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত। পূর্ব্বকালীন সমুদ্র-যাত্রা বিষয়ক ইতিহাসের মধ্যে সমুদ্রযাত্রার এই পরিবর্ত্তিত প্রণালী একটি মহা ঘটনার মধ্যে গণ্য। ইতিহাসবেত্তা প্লীনি উক্ত বিষয়ের যেরূপ তত্ত্ব প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে অবগত হওয়া যায় যে, আলেক্‌জাণ্ড্রিয়া হইতে জুলিও পোলিস এক ক্রোশ। পণ্যদ্রব্য পূর্ণ পোতসমূহ শেষোক্ত স্থান হইতে যাত্রা করিয়া, নীল নদী সহযোগে দ্বাদশ দিবস পরে কপটস নগরে পঁহুছিত‡, বণিকেরা এই স্থান হইতে স্থলযোগে বেরিণিস নগরাভিমুখে যাত্রা

* ইহার আর একটি নাম কানি অন্তরীপ, ইহা আরবস্থানের দক্ষিণ পূর্ব্ব উপকূলে স্থিত।

† ইংরাজদিগের ডিসেম্বর ও আমাদিগের পৌষমাসের সমতুল্য।

‡ জুলিওপোলিস হইতে কপ্‌টস নগর প্রায় দেড় শত ক্রোশ।

করিত। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য বণিকদিগকে স্থানে স্থানে অপেক্ষা করিতে হইত। শেষোক্ত স্থানদ্বয়ের মধ্যে প্রায় আশি ক্রোশ ব্যবধান। ভয়ানক উত্তাপের জন্য বণিকদিগকে রাত্রিকালে পর্য্যটন এবং দিবসে বিশ্রাম করিতে হইত। এইরূপে কপটস হইতে বেরিণিস যাত্রা দ্বাদশ দিবসে সমাপ্ত হইত।

এরূপ আখ্যানে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, পূর্ব্বকালে যখন সমুদ্র যাত্রার উন্নতি হইয়াছিল, তখনও উহা সম্পূর্ণাবস্থা প্রাপ্ত হয় নাই। যদি পোত সকল সমুদ্র তটের বক্র পথ পরিত্যাগ করিয়া মধ্য সাগর হইয়া গমন করিত তাহা হইলে বেরিনিস হইতে ওসিলিস যাত্রা অতি অল্প দিনেই সমাপিত হইত। ত্রিশ দিবস কখনই অতিবাহিত হইত না। সেইরূপ অপেক্ষাকৃত অল্প সময়ে ওসিলিস হইতে মুসিরিসে পহুঁছিতে পারিত। মেজর রেনেল বলিয়াছেন যে, "শেষোক্ত দুইটি স্থানের দূরত্ব প্রায় তিনশত পঁচাত্তর ক্রোশ; এবং আধুনিক প্রণালীতে পোত চালনা করিলে পঞ্চদশ দিবসে ওসিলিস হইতে মুসিরিস গমন করা যায়"। ইহা অত্যন্ত আশ্চর্য্যের বিষয় যে, যদিও পেরিপ্লাস্ মারি ইরিথ্রিয়াই নামক গ্রন্থ হিপালসের নূতন ধরণের সমুদ্রযাত্রার পরে লিখিত হইয়াছে, তথাপি আরব ও পারসিক বেলাভূমির নিকট দিয়া

পোতবাহন পূর্ব্বক সিন্ধুনদীর মোহানায় উপস্থিত হইবার যে প্রথা ছিল সেই প্রাচীন পথ বর্ণনা করাই গ্রন্থকর্ত্তার উদ্দেশ্য ছিল। লোকে প্রাচীন পদ্ধতি পরিত্যাগ করিতে প্রায়ই অনিচ্ছুক। হিপালস ওরূপ সুবিধাজনক পথ প্রদর্শন করিলেও, বোধ হয় বণিকেরা তাঁহার অনুকরণ করে নাই। তাহারা প্রাচীন পথেরই পথিক রহিল। প্লীনি লিখিয়াছেন যে আলেকজাণ্ড্রিয়া হইতে মলবর উপকূল বা মুসিরিস যাত্রা সচরাচর তিন মাস চারি দিনে সমাধা হইত। ১৭৮৮ খ্রীষ্টাব্দে বডাম নামে ইষ্টইণ্ডিয়া কোম্পানির এক খানি জাহাজ তিন মাস আঠার দিনে ইংলণ্ড হইতে মান্দ্রাজে পহুঁছিয়াছিল। ইহাতে অবগত হওয়া যায় যে, সমুদ্র যাত্রার ক্রমোন্নতি কিরূপ ঘটিয়াছিল।

মুসিরিস ব্যতীত মলবর উপকূলস্থ বরাসী নামক অন্য একটি বন্দরে বেরিনিস হইতে বাণিজ্যনৌকা সকল উপস্থিত হইত। প্লীনি ও অন্যান্য পণ্ডিতেরা এই দুইটি স্থানের যেরূপ বিবরণ দিয়াছেন, তাহাতে ঐ স্থানদ্বয় গোয়া ও টেলিবারির মধ্যস্থিত বলিয়াই বিবেচিত হয়*। বহুকালাবধি মিসর ও রোমীয়

* বিখ্যাত ইতিহাস লেখক অধ্যাপক রবর্টসন ও প্রাচীনতত্ত্ববিদ মেজর রিনেল বহু অনুসন্ধান করিয়া লিখিয়াছেন যে, মলবর উপকূলস্থ

বণিকেরা ঐ দুইটি বন্দরে গমনাগমন করিয়া বাণিজ্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতেন। যে সকল দ্রব্য এই দুইটি ভারতীয় বন্দরে আমদানি ও রপ্তানি হইত তাহার ন্যূনাধিক পরিচয় দেওয়া আবশ্যক। কিন্তু প্রাচীন ইতিহাসবেত্তারা রাজনীতি ও ব্যক্তিবিশেষের বীরত্ব লইয়াই তুমুল আন্দোলন করিয়াছেন, আর শিল্প বাণিজ্যাদির কেবল কথঞ্চিৎ আভাসমাত্র দিয়াছেন; তাহাও বিশৃঙ্খল ভাবে। প্রাচীন লোকেরা কেবল ধর্ম্মাধর্ম্ম ও বীর পূজাতেই রত থাকিতেন। সেকালে প্রায় সকল সভ্যজাতিরই এই দশা ছিল। বিশেষতঃ তখনকার পণ্ডিতেরা শিল্প বাণিজ্যের কথায় বড় একটা আপনাদের মস্তিষ্ক চঞ্চল করিতেন না। তাহা হইলে কি আজি প্রাচ্য জগতের এ দশা ঘটিত! শিক্ষক কি এক্ষণে ছাত্র হইত! বৃদ্ধ অধ্যাপক কি আপন শিশু ছাত্রের নিকট শিক্ষার্থী হইয়া অকৃতজ্ঞদের সম্মুখে হাস্যাস্পদ ও ঘৃণিত হইত? চলিত কথায় বলে যে কখন গাড়ির উপর নৌকা, আর কখন নৌকার উপর গাড়ি; এ কথাটি যেমন প্রাচ্য ও প্রতীচ্য জাতির মধ্যে দেখা যাইতেছে এরূপ অন্য কোন বিষয়ে দেখা যায় না। কিন্তু যাহারা পুরুষানুক্রমে উপকৃত হইয়াও

মুসিরিস এবং বরাসী বন্দর আধুনিক মিরজ বা মারজী এবং বার সিলোর।
Robert's hist disq con anc India p. 53

উপকার স্বীকার করে না তাহারা যে অকৃতজ্ঞ অমানুষ ও নিকৃষ্টজীব তাহাতে আর সংশয় কি।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে অনধিক প্রাচীন কাল পর্য্যন্ত ভারতের সহিত পশ্চিম দেশীয় লোকদিগের যে পণিকর্ম্ম চলিয়া আসিয়াছে তাহাকে সাধারণতঃ বিলাস বাণিজ্য বলিলেও অযৌক্তিক বর্ণনা হয় না। নাসিকারঞ্জন সুগন্ধি দ্রব্য *সৌগন্ধযুক্ত ভক্ষ্য সামগ্রী† এবং স্বভাবও শিল্পজাত বিবিধপ্রকার মনোহর দ্রব্য পাশ্চাত্য জাতিদিগের অভাব পূরণ করিত। মানব জাতির শৈশব ও সরল অবস্থায় দেহরক্ষণোপযোগী প্রয়োজনীয় দ্রব্য পাইলেই পরিতৃপ্তি এবং অল্পতেই সন্তোষ হয়। প্রকৃতির শিশু সন্তানেরা তখন উচ্চ সভ্যতা ও বিলাস নামক বাহ্য শোভাবর্দ্ধক যমজ জীবের সহিত পরিচিত হয় নাই, সুতরাং তৎকালে সুখসম্ভোগোপযোগী দ্রব্য তাহাদের নিস্প্রয়োজন। কিন্তু যখন রোমীয়দিগের অবস্থা ভেদ হইল যখন তাহাদের প্রাদুর্ভাব চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়িল, যখন রোমে অপর্য্যাপ্ত ধনাগম হইল তখন তদীয় সন্তানদিগের অবস্থা ও "চালচলন" অধিকাংশ ইয়ুরোপবাসী হইতে ভিন্ন রূপ ধারণ করিয়াছিল। তাহারা উপরোক্ত প্রকার ভারতীয়

* ধুনা, গুগ্‌গুল ও চন্দনাদি দ্রব্য।

† বণিক মসলা।

সামগ্রী প্রাপ্ত হইবার জন্য অকাতরে প্রচুর ধনব্যয় করিত। যে সমস্ত ভারতীয় সামগ্রী রোম নগরে গৃহীত হইত তন্মধ্যে প্রধান প্রধান কতিপয় দ্রব্যের উল্লেখ ও বিবরণ করা যাইতেছে। ধূপ ধূনা গুগ্‌গুল চন্দনকাষ্ঠ প্রভৃতি সুগন্ধি দ্রব্য পৌত্তলিকদিগের বিশেষ প্রয়োজনীয়। পূজার সময়ে দেবদেবীর সমক্ষে ঐ সকল সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সেই জন্য পৌত্তলিক জগতে উহার অত্যন্ত আদর। ধর্ম্ম কর্ম্ম ব্যতীত রোমীয়দিগের আনন্দোৎসবেও উহা ব্যবহৃত হইত। এবং তাহাদের শব-দেহে মর্দ্দিত ও শবদাহ কার্য্যেও নিয়োজিত হইত। সিল্লার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় দুই-শত দশ ভার সুগন্ধী দ্রব্য ব্যবহৃত হইয়াছিল। পপিয়ার সৎকারের সময় সম্রাট নিরো এতাধিক গন্ধদ্রব্য দাহ করিয়াছিলেন যে উহার উৎপত্তি স্থানে এক বৎসরেও তত উৎপন্ন হইত না। রোমীয় পণ্ডিত প্লীনি বলেন যে, "আমরা ঠাকুর দেবতাকে কণামাত্র সুগন্ধি দ্রব্য অর্পণ করি, কিন্তু রাশি রাশি ঐ সকল বহুমূল্য সামগ্রী শবদাহে ব্যবহার করিয়া থাকি *।

আরবস্থানে কয়েক প্রকার গন্ধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়; কিন্তু উহা ভারতীয় দ্রব্যের সমতুল্য নহে। আরব

---

* *Plin Nat hist lib xii c 18.*

বণিকেরা অতি পূর্ব্বকাল হইতে ভারতবর্ষের সহিত বাণিজ্য করিয়া পূর্ব্বদেশজ বহুমূল্য সামগ্রী সকল স্বদেশে লইয়া যাইত। যে যে প্রাচীন গ্রন্থে ভারতীয় দ্রব্যের বর্ণনা আছে তাহাতে গরম মসলা ও সুগন্ধি দ্রব্যেরও সবিশেষ উল্লেখ আছে *। কোন কোন গ্রন্থকর্ত্তা বলেন যে, যে সকল সুগন্ধী সামগ্রী আরবদেশ হইতে বিভিন্ন দেশে প্রেরিত হইত তাহার অধিকাংশই আরবজাত নহে; উহা ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইত †। অনতিপ্রাচীন গ্রন্থকারেরা লিখিয়াছেন যে, এক্ষণে যেরূপ প্রণালীতে আরবেরা বাণিজ্যকর্ম্ম সম্পন্ন করে, তাহাতে ইহাই দৃষ্ট হয় যে আরবেরা ভারতীয় গন্ধদ্রব্য লইয়া অন্যান্য দেশে প্রেরণ করিয়া থাকে ‡। এই সকল পণ্ডিতদিগের মতামত পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ইহাই বোধগম্য হয় যে, ভারতীয় বাণিজ্য দ্বারা ঐ সমস্ত গন্ধদ্রব্য প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন দেশে আমদানি হইত। সম্রাট আগষ্টসদিগের সময়ে রোম নগরের একটি রাজমার্গ কেবল সুগন্ধি দ্রব্যের আপণ শ্রেণীতে পরিপূর্ণ ছিল §। বহুমূল্য

---

* Peripl. Mar. Eryth p. 22, 28.
Strabo lib. 11. p. 156. A.
" " XV. p. 1018: A.
† " " XVII. p. 1129. C.
‡ Robert. Hist. Dis V. Con-Anc India p. 57.
Nebuhr. Descript. del Arabic Tom I. p. 126.
§ Hor. lib. 11. epist. 1.

প্রস্তর এবং মুক্তাও ভারত হইতে রোমদেশে প্রেরিত হইত। সুদৃশ্য খনিজ ও জলজ দ্রব্যের বাস্তবিক কোনই প্রয়োজন নাই। তবে ইহাতে আছে কি যে লোকে অসম্ভব মূল্যে উহা ক্রয় করে? মাৎসর্য্য ও শূন্য মর্য্যাদা জ্ঞাপক অকিঞ্চিৎকর তামসিক গুণ ভিন্ন ইহাতে আর কিছুই নাই। এই জন্যই কি ঐ সকল দ্রব্য লাভের জন্য এত আগ্রহ ও ধনব্যয়? রোমীয়দিগের বিলাস লালসা ঐ সকল দ্রব্য অসম্ভব মূল্যে ক্রয় করিত। উজ্জ্বল হীরক খণ্ড রোম ও অন্যান্য ইউরোপবাসীর দ্বারা অত্যন্ত সমাদরের সহিত বহুমূল্যে ক্রীত হইত, কিন্তু উহা কি প্রণালীতে কর্ত্তন করিয়া সুদৃশ্য করা যায় তাহা, ইউরোপ-বাসীরা সে সময়ে প্রায় কেহই জানিত না। প্লীনি এত প্রকার মূল্যবান প্রস্তরের বর্ণনা ও ঐ গুলি এরূপ বিশদ-ভাবে শ্রেণীবদ্ধ করিয়াছেন যে, আধুনিক জহুরিরা সকল গুলির নামও জানেন কি না তাহা সন্দেহ। যতপ্রকার বাহ্যাড়ম্বর প্রকাশক দ্রব্য রোম নগরে আমদানি হইত, তাহার মধ্যে মুক্তাই স্থানীয় লোকদিগের নিকট সমধিক আদরণীয় হইয়াছিল। তথাকার সর্ব্ববিধ লোকেই উহা ক্রয় করিবার নিমিত্ত অত্যন্ত আগ্রহ প্রকাশ করিত। যে যেরূপ অবস্থার লোক সে সেইরূপ মুক্তা ক্রয় করিত। ধনীলোকেরা উজ্জ্বল চাকচিক্যশালী বৃহৎ মুক্তার জন্য এবং মধ্যবিত্ত ও সামান্য গৃহস্থেরা স্ব স্ব অবস্থার তারতম্য

অনুসারে মধ্যম ও ক্ষুদ্ররাশি মুক্তার জন্য লালায়িত। সকলেই যেন "মুক্তাপাগল"। জগদ্বিখ্যাত জুলিয়াস্ সিজর তদীয় যম ব্রুটসের গর্ভধারিণীকে যে একটি মুক্তা প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মূল্য ৪৮৪৫৭ পাউণ্ড বা এক্ষণকার সাতলক্ষ ছাব্বিশ হাজার আটশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র! মিশর সম্রাজ্ঞী ক্লিয়োপেটরা রূপসীর মুক্তাসম্বলিত কর্ণাভরণদ্বয়ের মূল্য শুনিলে স্তম্ভিত হইতে হয়। ইহার মূল্য ১৬১৪৫৮ পাউণ্ড বা এক্ষণকার চব্বিশলক্ষ একুশ হাজার আটশত সত্তর টাকা মাত্র *! অন্যান্য স্থানেও মুক্তা ও হীরকাদি বিভিন্ন প্রকার মূল্যবান সামগ্রী উৎপন্ন হয়, কিন্তু যে সমস্ত রত্ন রোমে প্রেরিত হইত তাহার অধিকাংশই ভারত ও তৎসমীপবর্ত্তী সমুদ্রজাত †।

অতি পূর্ব্বকাল হইতে রেশম ও রেশমী বস্ত্র ভারত হইতে পশ্চিম ভূমণ্ডলের নানা স্থানে প্রেরিত হইত। রেশম ও রেশমী বস্ত্রের সৌন্দর্য্যে মোহিত হইয়া বিলাসপরায়ণ রোমবাসীরা আগ্রহ সহকারে উহা ক্রয় করিত। সে সময়ে রেশম অত্যন্ত দুর্মূল্য ছিল। রেশমী পরিচ্ছদ অতি সূক্ষ্ম ও কোমল এবং উহা মূল্যবান হওয়াতে পুরুষেরা তাহা আপনাদের অনুপযোগী ও অব্যবহার্য্য বলিয়া জ্ঞান

* *Plin. Nat. Hist lib, ix, c. 25.*

† *Robert. Hist, Dis Q. Con, anc. India p. 58—59.*

করিত*। ধনাঢ্য লোকদিগের স্ত্রীকন্যারাই এ রেশমী বস্ত্রে পরিশোভিতা হইত। কিন্তু যদৃচ্ছাচারী উচ্ছৃঙ্খল যুবক সম্রাট ইলাগবেলসের সময়ে উহা স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই মধ্যে প্রচলিত হওয়ায়, তাহার আদর অভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে চলিল। যদিও রোমবাসীরা উক্ত সামগ্রীর অত্যন্ত অভাব ও আবশ্যকতা অনুভব করিয়া সাতিশয় ক্রয়োৎসুক হইয়াছিল, তাহাতেও কিন্তু উহার আমদানি বর্দ্ধিত না হইয়া পূর্ব্ববৎ রহিল। দেশের লোকের অভাব ও ক্রয় শক্তির ন্যূনাধিক্যতাবশতঃ পণ্যসামগ্রীর আমদানি রপ্তানির হ্রাস বৃদ্ধি হয়। রোমে এই নিয়মের বৈপরীত্য ঘটিয়াছিল। ক্রয় জন্য লোকে প্রস্তুত, তাহাদের ধনেরও অভাব নাই, কিন্তু আমদানি অতি অল্প। প্রথমে যখন রেশম রোমে আনীত হয় সেই সময় হইতে প্রায় দুই শত পঞ্চাশ বৎসর কাল উহার মূল্য সমভাবেই ছিল। পাঠকবর্গ! ইহার মূল্য শুনিলে স্তম্ভিত হইবে। সম্রাট অরিলিয়সের রাজত্বকালে এক তোলা রেশম এক মোহরে বিক্রীত হইত। অর্থাৎ রেশম ও স্বর্ণের সমমূল্য ছিল। বোধ হয়, আলেকজণ্ড্রিয়ার বণিকগণ যে প্রণালীতে রেশম সংগ্রহ করিত তাহারই জন্য উহার মূল্য ও পরিমাণের

* *Tacit Annal lib 11. c 33.*

এরূপ তারতম্য হইয়াছিল। অত্যধিক আবশ্যক, কিন্তু সামগ্রী অল্প, সুতরাং মূল্যও অত্যন্ত অধিক।

অতি প্রাচীনকাল হইতে চীনবাসীরা গুটিপোকার চাস ও তজ্জাত রেশম হইতে সূতা প্রস্তুত করিয়া বস্ত্র বয়ন করিত *। চীন দেশের সহিত আলেকজাণ্ড্রিয়ার বণিকদিগের বাণিজ্যঘটিত কোন সাক্ষাৎ সম্বন্ধ ছিল না। যে সমস্ত ভারত বন্দরে তাহাদের গমনাগমন ছিল, তথা হইতেই তাহারা রেশম ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। ঐ সমস্ত রেশম ভারতীয় পোতে আনীত হইয়া বিভিন্ন ভারত বন্দরে বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিত। অতএব মিশর বণিকদিগকে দ্বিতীয় হস্ত হইতে রেশম ক্রয় করিতে হইত; অর্থাৎ ভারতীয় পোত-বণিকেরা চীন হইতে রেশম আনিয়া স্বদেশীয় বন্দরে মিশর বণিকদিগকে বিক্রয় করিত †।

সে সময়ে রেশম যে অতি দুষ্প্রাপ্য ছিল তাহার আর সন্দেহ নাই ‡। নচেৎ উহার এরূপ অল্প আমদানি

---

* অধ্যাপক রবার্টসন্ বলেন যে, সে সময়ে কেবল চীন দেশেই রেশম প্রস্তুত হইত।

Robert. Disq. Con. Anc. India p. 60.

† All the silk which they (merchants of Alexandria) purchased in the different ports of India that they frequented was brought together in ships of the country.

Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India p. 60.

‡ ১০ম টিপ্পনি দেখ।

ও বহুমূল্য কদাচ হইত না। গ্রীশ ও রোম-বাসীরা রেশমী কার্য্যের অত্যন্ত প্রশংসা করিত, এবং তত্তদ্দেশীয় গ্রন্থকারেরা স্ব স্ব লিপিতে উহার বর্ণনাও করিয়াছেন। কিন্তু রেশম যে কোথায় উৎপন্ন হয়, কিরূপেই বা উহা জন্মায়, আর উহার শিল্প কর্ম্মই বা কিরূপ, সে বিষয়ে তাঁহারা সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ ছিলেন। কাহারও কাহারও এ প্রকার ধারণা ছিল যে, উহা সূত্রবৎ পুষ্প বা পত্রে লম্বিত হইয়া থাকে। কেহ কেহ উহাকে সূক্ষ্ম পশম বা তুলা বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। আর যাঁহারা উহা কীটজাত বলিয়া জানিয়াছিলেন, তাঁহারাও উহা যে কি প্রণালীতে উৎপন্ন হয় তাহার অণুমাত্রও জ্ঞাত ছিলেন না। ঘটনা ক্রমে, খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীতে ইউরোপে বাস্তব রেশমোৎপত্তির বিষয় প্রথম প্রচারিত হয়।

উপরোক্ত কয়েকটি সামগ্রী ভিন্ন বিবিধ প্রকার অন্যান্য দ্রব্যও ভারত হইতে পাশ্চাত্য দেশে প্রেরিত হইত। ঐ সকল দেশ হইতে ভারতেও কতিপয় দ্রব্য আমদানি হইত। পূর্ব্বোক্ত বহুদর্শী প্রাচীন বণিক এরিয়ান বাণিজ্যাদি সম্বন্ধীয় যে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তাহাতে তৎকালীন বাণিজ্য বিষয়ক কথাবার্ত্তা যেমন লিখিত আছে এরূপ আর কোন প্রাচীন পুস্তকে দৃষ্ট হয় না। ভারতের সহিত মিশরবাসীদিগের

বাণিজ্য ব্যবসায় যেরূপ উহাতে বর্ণিত আছে, কথঞ্চিৎ তাহারই বিষয় এ স্থলে বিবৃত হইবে। অতি পূর্ব্বকাল হইতে সিন্ধুনদীর তটবর্ত্তী পূর্ব্বোক্ত পাটল নগর পশ্চিম ভারতের একটি প্রধান বাণিজ্যস্থল ছিল। মিশর দেশীয় বণিকপোত সকল যখন বেলাভূমির নিকট দিয়া যাতায়াত করিত, তখন তদ্দেশীয় বণিকেরা এই স্থানে আসিয়া বাণিজ্যকার্য্য সম্পাদন করিত। তাহারা শূন্য জাহাজ লইয়া আসিত না; পশমী বস্ত্র, "চৌঘরা" বল্কল বস্ত্র *, মূল্যবান প্রস্তর, নূতন ধরণের গন্ধ দ্রব্য, সামুদ্রিক কীট-পঞ্জর, লোবান †, কাচপাত্র, অমিশ্রিত রৌপ্য, মুদ্রা ও মদ্য এই সকল দ্রব্য লইয়া আসিত এবং নানাবিধ গরম মশলা, নীলম ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার বহুমূল্য রত্ন, রেশম গুচ্ছ, রেশমীসূত্র, কার্পাস বস্ত্র ও গোলমরিচ এই সমস্ত পণ্যদ্রব্যে পোত পূর্ণ করিয়া স্বদেশাভিমুখে পুনর্যাত্রা করিত। ভারতের পশ্চিম প্রান্তে বারিগাজা নামে অন্য একটি সুবিস্তৃত বাণিজ্য স্থান ছিল। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা ইহার স্থান নির্দ্দেশও করিয়াছেন; এবং কিপ্রকারে কোন পথাবলম্বন করিয়া তথায় উপস্থিত হওয়া যাইত, তাহাও তন্ন তন্ন করিয়া অতি বিশদভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

---

* Linen cloth—পট্টবস্ত্রের ন্যায় উহা বল্কলসূত্র হইতে নির্ম্মিত হয়। ইহা শণবৃক্ষ জাত।

† ধূনার ন্যায় আরবজাত গন্ধদ্রব্য।

তদনুযায়ী নর্ম্মদাকূলবর্ত্তী বারোচ * নগরের সহিত উহার স্থিতিবিরোধ হয় না। মধ্যভারতে যে সমস্ত সামগ্রী উৎপন্ন হইত, তাহা নর্ম্মদানদীর যোগে, অথবা স্থল পথে টাগরা নগর হইতে পার্ব্বতীয় পথ অতিক্রম করিয়া বারিগাজার বাণিজ্য কুঠী সমূহে পহুঁছিত। এই সুবিস্তৃত ভারতীয় গঞ্জে নানাবিধ সামগ্রীর আমদানি ও রপ্তানি হইত।

পূর্ব্ব কথিত দ্রব্যসমূহ ভিন্ন পাশ্চাত্য বণিকেরা ইটালি, গ্রীশ ও আরবস্থান জাত মদ্য, পিতল, টিন, সীসক, উত্তমোত্তম কটিবন্ধ, উদ্ভিজ্জ মধু, শুভ্র কাচ, রক্তবর্ণ সেঁকোবিষ, কৃষ্ণসীসক, এবং স্বর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রা এই প্রকাণ্ড হট্টে লইয়া আসিত; এবং এই স্থান হইতে মরকত মণি †, সুগন্ধি বৃক্ষ নির্য্যাস, লঙ্কা, বিবিধ প্রকার অরঞ্জিত ও কারুকর্ম্ম বিশিষ্ট

---

* পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থকর্ত্তা শ্রীমান এরিয়ান তাঁহার পুস্তকের যে অংশে এই সকল বিষয় আলোচনা করিয়াছেন, তাহা উইলফোর্ড সাহেব সবিশেষ যত্ন সহকারে পরিদর্শন করিয়া বলেন যে, আধুনিক দৌলতাবাদই পূর্ব্বকার টাগরা নগর এবং যে পর্ব্বতীয় পথ দ্বারা পণ্যদ্রব্য সমূহ বারোচ নগরে পহুঁছিত সেই পর্ব্বতের নাম বালাঘাট পর্ব্বত। পণ্ডিত রবার্টসনের পুস্তকে এই বিষয়ের যে মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে তাহা ৯১শ টিপ্পনিতে উদ্ধৃত হইল।

† *Onyx.*

‡ *Perip. Mar. Eryth. p. 28.*

("ফুলদার") চিকণ কার্পাস বস্ত্র এবং হস্তিদন্ত সংগ্রহ পূর্ব্বক আগমন পথের পথিক হইত। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমান্তে মুসিরিস নামক যে অন্য একটি বন্দর ছিল, সে স্থানেও পাশ্চাত্য বণিকদিগের গমনাগমন ছিল। যদিও মুসিরিস পূর্ব্বোক্ত কয়েকটি স্থানের মত বিখ্যাত হয় নাই, কিন্তু বন্দরটি পূর্ব্বভারতের সন্নিকটস্থ হওয়ায় উহার সহিত ব্যবসায়ীদিগের বিশেষরূপ যোগাযোগ ছিল। এরিয়ান বলিয়াছেন যে, এই স্থানে উত্তমোত্তম সৌন্দর্য্যশালী মুক্তা, নানাপ্রকার রেশমী বস্ত্র, মনোহর সুগন্ধি দ্রব্য, কূর্ম্মাভরণ, হীরকাদি বিভিন্ন প্রকার স্বচ্ছ রত্ন এবং রাশি রাশি অত্যুত্তম মরিচ বিক্রয়ার্থ সজ্জিত থাকিত *।

যদিও কোন স্বদেশীয় বা বিদেশীয় গ্রন্থে ভারতীয় বাণিজ্যের আশানুরূপ বিবরণ প্রাপ্ত হওয়া যায় না, কিন্তু যৎকিঞ্চিৎ যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাতেই প্রাচীন ভারতবাসীদিগের বাণিজ্য বিস্তারের বিষয় স্পষ্ট ব্যক্ত হইতেছে। যে সমস্ত এদেশীয় সামগ্রী রোম নগরে রপ্তানি হইত, তথাকার নিয়মানুসারে ঐ সকল বিক্রেয় দ্রব্যের উপর যেরূপ শুল্ক নির্দ্ধারিত ছিল তাহারও সবিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে। পণ্য

* *Periplus Mar Eryth p. 31 32.*

দ্রব্যের ইতরবিশেষে মাশুলেরও তারতম্য ছিল। তদ্দেশীয় প্রাচীন ব্যবহার গ্রন্থে ঐ সকল বিষয়ের সবিশেষ বর্ণনা আছে। এরিয়ান যে সমস্ত ভারতীয় পণ্য সামগ্রীর নামোল্লেখ করিয়াছেন, প্রাচীন রোমীয় আইন পুস্তক তাহার সত্যতা সমর্থন করিতেছে। অতএব উপরোক্ত প্রাচীন গ্রন্থদ্বয় ভারতবর্ষীয় বাণিজ্য বিস্তারের অকাট্য সাক্ষী বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রীমান এরিয়ান আরও দুই তিনটি প্রাচীন ভারত-বন্দরের বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু মিশরের সহিত ঐ কয়েকটি স্থানের যে কোনরূপ বাণিজ্য ঘটিত সম্বন্ধ ছিল, তাঁহার গ্রন্থে সে বিষয়ের কিছুমাত্র আভাস পাওয়া যায় না। তিনি লিখিয়াছেন যে, "কুমারিকা অন্তরীপের সন্নিকটস্থ কল্‌চশ * নামক স্থানে বিস্তর মুক্তা পাওয়া যায়, এবং তৎসমীপস্থ করমণ্ডল উপকূলে অন্য তিনটি বাণিজ্যস্থল আছে"। তিনি যেরূপ লিখিয়াছেন, তাহাতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, বেরেনিস হইতে যে সমস্ত নৌকা ভারত যাত্রা করিত তাহাদের ঐ তিনটি স্থানের কোনটিতেই গমনাগমন ছিল না। যদিও উপরোক্ত কতিপয় স্থানে পশ্চিমভারত ও মিশরদেশাগত বাণিজ্য দ্রব্য সংগৃহীত থাকিত, কিন্তু

* লঙ্কা ও ভারতের মধ্যবর্ত্তী প্রণালী।

তাহা ভারত-পোত-বণিকেরা স্বদেশীয় জলযান সহকারে নানা স্থান হইতে আনয়ন করিয়া তথায় বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিত। তাহারা পূর্ব্ব ভারতীয় পণ্য সামগ্রীতে পোত পূর্ণ করিয়া বঙ্গোপসাগর অতিক্রম পূর্ব্বক পশ্চিম ভারতস্থ হট্টসমূহে উপনীত হইত, এবং তত্তৎস্থানে উৎসাহ সহকারে মিশরবণিকদিগের সহিত বাণিজ্য ব্যবসায়ে ব্যাপৃত হইত। ক্ষুদ্র, মধ্যম, বৃহৎ বিবিধাকার ও বিবিধ নামের ভারতবর্ষীয় অর্ণবযান সমূহ মলক্কা ও গঙ্গানদী সমীপস্থ নানাদেশে যাতায়াত করিয়া বাণিজ্য কর্ম্মে নিয়োজিত থাকিত। এরিয়ান্ কয়েক খানির নামও নিজ পুস্তকে সন্নিবেশিত করিয়াছেন *।

ষ্ট্রাবোর মৃত্যুকাল হইতে টলেমির সময় পর্য্যন্ত † পাশ্চাত্য দেশের সহিত ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের সমধিক উন্নতি হইয়াছিল। তখনও গ্রীক বা রোমান নাবিকদিগের পূর্ব্ব ভারত বা তদপেক্ষা দূরতর পূর্ব্বরাজ্য সমূহে যাতায়াত ছিল না। টলেমি বলিয়াছেন যে, গঙ্গানদীর মোহানা হইতে মলয়দেশ পর্য্যন্ত সুবিস্তৃত ভূভাগে অনেকগুলি বাণিজ্যস্থান বিদ্যমান ছিল, কিন্তু ঐ সকল স্থলের পরিচয় দিবার সময় তাহাদের স্থিতি নির্দ্দেশের বিরোধ ঘটাইয়াছেন, ও কোন দেশীয় জলযান সমূহ

* *Peripl. Mar. Erythr. p. p. 38-36*

† ২৫ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাবোর মৃত্যু হয়।

তথায় গমনাগমন করিত তাহারও কোন উল্লেখ করেন নাই। যদি আলেকজাণ্ড্রিয়ার বণিক সম্প্রদায়ের বঙ্গোপসাগর অথবা মলয়দেশস্থ বন্দরাদিতে যাতায়াত থাকিত, তাহা হইলে ঐ সকল স্থানের আকৃতি ও অবস্থান নিরূপণ করিতে টলেমির ভ্রম হইত না *। উপরোক্ত প্রসঙ্গে ইহাই সঙ্গত বোধ হয় যে, ও সময়ে পাশ্চাত্য সাগর তরণি পূর্ব্বভারত বা তদ্বহির্ভূত প্রাচ্যভূমিতে গমন করিত না। ইতিপূর্ব্বে কথিত হইয়াছে যে, বিভিন্ন প্রতীচ্যদেশবাসী বণিকেরা চীন, ভারত ও ভারত-সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপোৎপন্ন সামগ্রী সমুদায় সংগ্রহ পূর্ব্বক মিশরে লইয়া যাইত, এবং তথা হইতে সেই সকল রোম ও অন্যান্য স্থানে পরিব্যাপ্ত হইত। কিন্তু ঐ সমস্ত পণ্য দ্রব্য ভারত বণিকেরা স্বদেশীয় অর্ণবযান সহকারে মালবর উপকূলস্থ মুসিরিস ও অন্যান্য বন্দরে লইয়া আসিত। মিশর বণিকেরা এই সকল স্থানে আগমন করিয়া আপনাদিগের আদানপ্রদান কার্য্য সমাধা করিত। বহুদর্শী এরিয়ান বাণিজ্যার্থে কয়েকবার সমুদ্রযাত্রা করিয়াছিলেন। তিনি স্বসাময়িক ও তৎপূর্ব্বকার বাণিজ্য সম্বন্ধীয় যে একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্দ্বারা আমরা অবগত হই যে,

* *Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India. p. 89-90.*

করমণ্ডল ও মালবরবাসীদিগের বাণিজ্য ব্যবসায় স্বদেশীয় সমুদ্রপোত দ্বারা নির্ব্বাহিত হইত এবং সকল সময়েই কতকগুলি ভারতীয় অর্ণবযান মুসিরিস বন্দরে উপস্থিত থাকিত *। সে সময়ে বারিগাজার আন্তর্দেশিক বাণিজ্য যে প্রবল ভাবে চলিতেছিল তাহারও বিবরণ উহাতে সন্নিবেশিত আছে †। পণ্ডিতবর ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, টাপ্রোবেনের ‡ বহুমূল্য দ্রব্য সকল ভারতবর্ষীয় বিভিন্ন বন্দরে আমদানি হইত §। মিশর বণিকেরা ঐ সকল বাণিজ্যাগার হইতে পণ্যদ্রব্য গ্রহণ করিয়া এক বৎসরের মধ্যে সমুদ্র যোগে ভারত গমনাগমন সমাপিত করিত। অগ্রেই উক্ত হইয়াছে যে, তাহাদের পূর্ব্বভারত ও অন্যান্য দূরতর পূর্ব্বদেশ সমূহে গতিবিধি ছিল না। যদ্যপি তাহাদের পশ্চিম ভারত ভিন্ন দূরতর প্রাচ্যভূমিতে গতায়াত থাকিত তাহা হইলে তাহারা কখনই এক বৎসরের মধ্যে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে পারিত না। উহাদের পোত সকল যে প্রকার ক্ষুদ্র ও অশক্ত ছিল, তাহাতে বহু-দিনোপযোগী অধিক খাদ্য দ্রব্য রাখিবার স্থানাভাব হইত, এবং সৈকত ভূমি ত্যাগ করিয়া মধ্য সমুদ্রে

---

* *Perip Mar. Eryth. p. 34.*

† *Ibid p. 30.*

‡ ইহাকে সারণ দ্বীপ, সিংহল দ্বীপ বা লঙ্কা দ্বীপ কহে।

§ *Robert. Hist. Disq Con. Anc. India p. 91.*

পোত বাহিত করাও অসম্ভব ছিল। যে ভাবের বৃত্তান্ত প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে তাহাতে ইহাই স্থির হয় যে, তৎকালে পূর্ব্বদেশের সহিত প্রতীচ্যদেশীয়দিগের বাণিজ্য সংক্রান্ত বিষয়কর্ম্ম মালবর উপকূলস্থ বন্দর সমূহে পরিচালিত হইত। যদি তাহাদের বাণিজ্য যাত্রার অত্যধিক প্রসার দেওয়া যায়, তাহা হইলে কুমারিকা অন্তরীপ বা লঙ্কাদ্বীপ অবধি উহার সীমা হইতে পারে। প্রথম টলেমির রাজত্বকাল হইতে মুসলমানদিগের মিশর জয় পর্য্যন্ত প্রায় সহস্র বৎসরকাল পূর্ব্বোক্ত রূপে সমভাবে ও সমপথে, ভারতীয় সামগ্রী ইউরোপ ও উত্তর পশ্চিম এসিয়াতে সঞ্চালিত হইত। টলেমির সময়ে আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ গ্রীশীয় বণিক, মিশর রোমরাজ্য ভুক্ত হইলে রোমীয় বণিক এবং কন্‌ষ্টান্‌টিনোপল যখন রোমবাসীদিগের হস্তগত হয় তখন তদ্বাসী বণিক সম্প্রদায় পর্য্যায়ক্রমে ভারতবাণিজ্যে নিযুক্ত হইয়াছিল। যখন যাহাদের শ্রীবৃদ্ধিসূর্য্য উদয়াচলে আবির্ভূত হইত, তখন তাহারাই আগ্রহ সহকারে মানবারাধ্য ভারত বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিয়া ধন মানে বিভূষিত হইত।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

রোমীয় সম্রাট জাস্‌টিনিয়নের * সিংহাসনারোহণের পূর্ব্বে দূরদেশে আবিষ্ক্রিয়া বা সমুদ্রযাত্রার কোনরূপ নূতন সংবাদ প্রাপ্ত হওয়া যায় না। তাঁহার সমকালীন কস্‌মস নামে একজন মিশর বণিক বাণিজ্যার্থে কয়েক বার ভারতে আসিয়াছিলেন। পশ্চিম ভারতের বিষয় তিনি উত্তমরূপ অবগত ছিলেন এবং তথাকার অনেক-গুলি স্থানের বিবরণও প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি কহিয়াছেন যে পশ্চিম ভারত মরিচ ব্যবসায়ের একটি প্রধান স্থান এবং তদন্তঃপাতী মালনগর † উৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থল। তাঁহার দ্বারা আরও আমরা জ্ঞাত হই

---

* খ্রীষ্টাব্দের ৫২৭ হইতে ৫৬৫ পর্য্যন্ত ইনি রাজত্ব করেন।

† বোধ হয় এই নাম হইতে মলবর দেশ ও মলদ্বীপ পুঞ্জের নাম উৎপন্ন হইয়াছে।

যে, তাপ্রোবেন দ্বীপ পারস্যোপসাগর ও চীন দেশের মধ্যস্থিত এবং সমদূরবর্ত্তী হওয়ায় উহা একটি প্রকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান হইয়া উঠিয়াছিল। চীনাদি পূর্ব্বদেশ জাত বিবিধ প্রকার মূল্যবান দ্রব্য ও গরম মশলা তাপ্রোবেনে আমদানি হইত এবং তথা হইতে সমগ্র ভারত, পারস্য ও আরব্যোপসাগর সন্নিকটস্থ স্থান সমূহে রপ্তানি হইত। কলমস উহাকে শীলদ্বীপ নামে বর্ণনা করিয়াছেন। পূর্ব্বদেশীয় লোকেরা উহাকে সারণ দ্বীপ বলিয়া থাকে।

এই সময়ে * পারস্যবাসীরা সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক কুসংস্কার শৃঙ্খল দূরে নিক্ষেপ করিয়া সাগরযোগে ভারতাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্যক্ষেত্রে রোমীয় বণিকদিগের সহিত প্রতিদ্বন্দিতায় প্রবৃত্ত হইল। ইহাতে বাণিজ্য ব্যবসায়ের বিশেষরূপ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। তৎকালে গ্রীস ও রোমীয় রাজসংসারে রেশম নির্ম্মিত পরিধেয় ও গৃহ সজ্জার অতিশয় ব্যবহার হইয়াছিল। পারস্য ভারতের সন্নিকটস্থ থাকায়, তদ্দেশীয় লোকদিগের ভারত যাতায়াত অতি সুবিধাজনক হইয়াছিল। ভারতবর্ষের যে যে স্থানে রেশম আমদানি হইত তত্তৎস্থানে তাহারা সমুদ্রযোগে আগমন করিয়া মিশরাদি বণিকগণের স্থলাভিষিক্ত হইল। এই রাজাধিরাজ বাঞ্ছিত স্বর্ণমূল্য সামগ্রী ক্রমশঃ দূরতর

* খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে।

পশ্চিম দেশীয় বণিকদিগের হস্তচ্যুত হইয়া পারসীক বণিকগণের করায়ত্ত হইয়া পড়িল। যে কয়েকজন ব্যবসায়ী গ্রীশ রাজ্যের জন্য রেশম সংগ্রহ করিতে স্থল পথে উত্তরপারস্য সীমা অতিক্রম পূর্ব্বক চীন সাম্রাজ্যে উপস্থিত হইত, তাহাদিগকে পারসীকেরা নানাপ্রকারে উৎপীড়ন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিল। এইরূপ নানা-বিধ ন্যায়ান্যায় পথ অবলম্বন করিয়া তাহারা কিছু কালের জন্য রেশম ব্যবসায় স্বজাতীয় বণিকদিগের আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিয়াছিল। সুতরাং যে সকল পাশ্চাত্য বণিকেরা পূর্ব্বে ভারতবর্ষে আগমন করিয়া ভারত বণিকদিগের নিকট রেশম ক্রয় করিত, এক্ষণে তাহারা পারসীক বণিকগণের হস্তে পতিত হইয়া অধিক মূল্যে উহা ক্রয় করিতে বাধ্য হইল। "এক চেটিয়া" হওয়াতে রেশমের মূল্য অগ্নিতুল্য হইয়া উঠিল। প্রতি-পক্ষদিগের গ্রাস হইতে কি প্রকারে রেশম ব্যবসায়টি উদ্ধার করিয়া স্বহস্তে লইয়া আসিতে পারে, তদুপায় উদ্ভাবন করিতে প্রতীচ্য লোকেরা অতিশয় চিন্তিত হইয়াছিল। রেশম ব্যবহার তাহাদের অনিবার্য্য হইয়া উঠিয়াছে। উৎসন্নের বীজ বিলাস তাহাদিগকে ঘৃণিত কীট লালার ক্রীতদাস করিয়া সুদৃঢ় শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিয়াছে। কুক্কুর-বৃত্তি দাসত্ব করিব, তত্রাচ রেশম-প্রভুর হস্ত হইতে মুক্তির চেষ্টা করিব না। ছি ছি মানব

প্রকৃতি! তুমি যতই সভ্য ও স্বাধীন বলিয়া আপনাকে মনে কর, কিন্তু তোমার দাসত্ব ঘুচিবে না। নানা অনাবশ্যক পরিহরণীয় বিষয়ের কিঙ্কর হইয়া তোমাকে চিরজীবন অতিবাহিত করিতে হইবে। যুক্তকলম-সম্ভূত বৃক্ষের * এইরূপই ফল।

পারস্য বণিকদিগের "এক চেটিয়া" রেশম ব্যবসায় কি প্রকারে বিচ্ছিন্ন হয়, যখন সেই চিন্তায় পাশ্চাত্য রাজাধিরাজ ও তদীয় প্রজাবর্গ উৎকণ্ঠিত, সেই সময় এক অভাবনীয় ঘটনা উপস্থিত হইল—চিন্তাকুল ব্যক্তিদিগের মনস্তাপ দূর হইবার সূচনা হইল। রেশম ব্যবসায় জাতি-সাধারণের আয়ত্তাধীন হইবার পথ প্রশস্ত হইয়া আসিল। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্য ভাগে দুইজন যীশুধর্ম্ম প্রচারক দেশ ভ্রমণে বহির্গত হইয়া চীন দেশে উপস্থিত হইয়াছিলেন। এই স্থানে আগমন করিয়া তাঁহারা রেশমোৎপত্তি ও তাহার শিল্প কর্ম্মের বিষয় বিশেষরূপ প্রত্যক্ষ করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন কালে কতকগুলি কোষকীট লইয়া যাইতে মানস করিলেন। তৎকালে চীন দেশে এরূপ কঠোর রাজনিয়ম ছিল যে, যে কেহ রেশমোৎপাদক কৃমি বা তাহার ডিম্ব ভিন্নদেশে লইয়া যাইবে বা প্রেরণ করিবে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। অতএব ঐ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্থানান্তরে গুটিপোকা বা তাহার ডিম্ব

* বিলাস ও ব্যসন সম্ভূত সভ্যতা বৃক্ষ।

প্রেরণ অতিশয় দুঃসাহসিক কর্ম্ম, তাহার আর সন্দেহ কি? অন্যদিকে যীশুর দশাজ্ঞার ভিতর চৌর্য্য কর্ম্ম নিষেধ। যাজকদ্বয় ইহাতেও প্রতিনিবৃত্ত হইলেন না, তাঁহারা কতকগুলি গুটিপোকার ডিম্ব বংশদণ্ড মধ্যে লুক্কায়িত করিয়া রাখিলেন এবং উহা ভ্রমণ-যষ্টিরূপে সঙ্গে লইয়া কনষ্টান্‌টিনোপলে গমন করিলেন। রেশম কিরূপে জন্মে, ও ইহার কারু কর্ম্মের পদ্ধতিই বা কিরূপ, ইতিপূর্ব্বে ইউরোপবাসীরা সে সকল বিষয়ের অণুমাত্রও জানিত না। লোভের বশীভূত হইয়াই হউক বা রোমীয় সম্রাটের অনুগ্রহ প্রাপ্তির জন্যই হউক, যাজক-দ্বয় স্বধর্ম্মে জলাঞ্জলি প্রদান ও চীন রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া তদ্দেশ হইতে কৃমিডিম্ব লইয়া কনষ্টান্‌টিনোপলে প্রত্যাগমন পূর্ব্বক তত্রত্য সম্রাটকে রেশমের আদ্যোপান্ত বিবরণ জ্ঞাপন করিলেন। ইউরোপ খণ্ডে ঐ গুপ্তাণ্ড দ্বারাই প্রথমে গুটিপোকার চাষ আরম্ভ হয়। তদবধি তেরশতবৎসরের মধ্যে সমগ্র ইউরোপ খণ্ডে উক্ত কীট পালন ব্যবসায় বিস্তৃত হইয়া পড়িল। যতই গুটিপোকার চাষ তথায় বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, তৎপরিমাণে পূর্ব্বদেশ জাত রেশমের আমদানিও মন্দীভূত হইয়া আসিল। সুতরাং রেশমের মূল্যও ক্রমশঃ নিম্নগামী হইল। পারস্য চীন, ভারত ও আরবাদি দেশীয় বণিকদিগের উত্তপ্ত শোণিত শীতল ভাব ধারণ করিল।

সংসারের কোন বিষয়ই চিরস্থায়ী নহে। ভুবন-বিখ্যাত রোমীয় সম্রাটেরাও ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যকে বহুকাল আয়ত্তাধীন করিয়া রাখিতে পারেন নাই। খৃষ্টাব্দের ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কস্‌মশ নামে মিশর বণিক এইরূপ লিখিয়াছেন যে, তৎকালে ভারত সমুদ্রে রোমীয়দিগের খ্যাতি প্রতিপত্তির লাঘব হইয়া পারসীক-দিগের প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি পাইতেছিল। কেবল ভারত সমুদ্রে নহে, সর্ব্বত্রই রোমীয়দিগের ঐ দশা ঘটিতেছিল। বিশাল রোমরাজ্য ছিন্ন ভিন্ন হইতে লাগিল, সুতরাং রাজশ্রী ও জয়শ্রীর সহিত তাহাদের গৌরব ও কীর্ত্তিকলাপও অন্তর্হিত হইতেছিল। প্রচণ্ড রোমীয়-সূর্য্য মলিন হইয়া অস্তাচলে ধাবমান হইল। ভোগাসক্ত বিলাস-পরায়ণ হইলে লোকের পরিণাম যাহা হয়, এ জাতির তাহাই ঘটিল। ইতিহাসই ইহার সাক্ষ্যস্থল। ভাবিয়া দেখিলে স্পষ্টই প্রকাশ পায় যে, ইহাদের ন্যায় অনেক জাতিই উন্নতিমার্গে পদবিক্ষেপ করিতে করিতে যেমন ভোগাসক্ত হইয়া পড়ে, সেই সময়েই তাহাদের অধঃ-পতনের সূত্রপাত হয়। প্রাচীন সভ্যজাতি মাত্রেই এইরূপ অবস্থায় পতিত হইয়া বংশাবলীকে নিগ্রহ ভাজন করিয়াছে। অনভিজ্ঞতার ফল সম্পূর্ণই ফলিয়াছে। কোন কোন জাতি ইতিহাস পাঠে বিজ্ঞতা লাভ করিয়াও অসাবধানতা প্রযুক্ত ক্রমশঃ সমৃদ্ধিজালে আবদ্ধ হইতেছে।

যে ধনাগমে জাতীয় উন্নতির পথ পরিষ্কার করে,যাহা দ্বারা লোকে ইহ জগতে শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হয়, যাহা সুখ সমৃদ্ধির মূল, যাহাতে লোকে যশস্বী ও প্রতাপান্বিত হয়, বা যাহার বলে অসাধ্য সাধন হয়, সেই কামদ ধনের জন্য লোকে শত সহস্র মানব শোণিতে ধরণী প্লাবিত করিতেছে, আপনার প্রাণাপেক্ষা উহাকে অধিকতর গুরু ও প্রিয় বোধ করিয়া তাহার জন্য সকল প্রকার বিপদেই ঝম্প প্রদান করিতেছে, ধর্ম্মজ্ঞান তিরোহিত করিয়া পাপানুষ্ঠান করিতেছে, হিতাহিত জ্ঞান পরিত্যাগ পূর্ব্বক হিংস্র জন্তুর নৃশংস ভাব ধারণ করিয়া নানাপ্রকার বধ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেছে, কিন্তু বিস্মৃত হইয়া রহিয়াছে যে, ধন কেবল সুখোন্নতি করে না, ইহাতে অনিষ্টও সংঘটিত হয়। ধন সম্পত্তিরও শুক্ল ও কৃষ্ণ দুই বিপরীত পৃষ্ঠ আছে, অর্থাৎ ইহারও দুই প্রকার গুণ আছে; প্রথম গুণ উন্নতি ও দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী গুণ অধঃপতন। প্রথমে ঐশ্বর্য্য ও শক্তিবৃদ্ধি, পরে তৎসহচর ভোগ বিলাস,তৎপরে তদনুচর অধঃপতন ও নাশ শ্রেণীবদ্ধ হইয়া থাকে। কখনও বিশৃঙ্খল হয় না, বা অদ্যাবধি হইতে দেখা যায় নাই। উন্নতির কারণ যে ধন তাহাই আবার অবহমান কাল অবনতিরও কারণ হইয়া আসিয়াছে। মিশর, ফিনিসিয়া, গ্রীশ ইত্যাদি দূরদেশবাসীতে এই দ্রব্য-গুণ সম্যকরূপে ফলিয়াছে। ইতিহাস দর্পণে দেখিলে উহাদের

ন্যায় বা তদধিক ফলভোগী অন্য এক জাতির মূর্ত্তি নিকটেই প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়, যাহাদের উপর উক্ত দ্রব্য এরূপ নিজগুণ প্রকাশ করিয়াছে যে,যেন জগৎকে দৃষ্টান্ত দেখাইবার জন্যই স্ব পরিচয় মূর্ত্তিমান করিয়া রাখিয়াছে। টাকা, কড়ি, ধন, রত্ন এইগুলি মনে হইলেই জ্ঞান হয় যে, উহা দ্বারা মনুষ্যের উন্নতি হয়, কিন্তু পর্য্যবেক্ষণ করিয়া দেখিলে প্রতীয়মান হয় যে, ধন সামগ্রীর ভিতর এক মানব-নাশিনী শক্তি প্রচ্ছন্ন ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। ধন সম্পদ এলোপ্যাথিক ডাক্তারদিগের নানা উপকরণ সম্বলিত মিশ্রৌষধ। নানাগুণসম্পন্ন নানা ঔষধ সম্মিলিত হইয়া রাসায়নিক প্রথানুসারে যে অপরিজ্ঞাত ফলোৎপাদন করে ও তাহাতে সময়ে সময়ে যে কত বিপদ ঘটিয়া থাকে, তাহা মিশ্রৌষধ ব্যবস্থাকারীরা নিজেও বলিতে পারেন না। যতদিন না নৈতিক চিকিৎসকেরা তাঁহাদের ভোগবিলাস ব্যাধি নিরাকৃত করিতে সমর্থ হইবেন, ততদিন ধনের প্রচ্ছন্ন শক্তি অবশ্যই প্রকাশ পাইবে। ধনৈশ্বর্য্য সম্পন্ন উর্দ্ধগামী জাতির অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী।

দোর্দ্দণ্ড প্রতাপশালী মানব-সম্প্রদায়-বিশেষ অর্দ্ধ জগদ্ব্যাপী সাম্রাজ্য স্থাপন করিয়া অপ্রতিহত প্রভাবে প্রজাশাসন ও রাজ্যরক্ষণ পূর্ব্বক মান সম্ভ্রম ও ধনৈশ্বর্য্যে বিভূষিত হইয়াছেন, কিন্তু কিছুদিন পরেই মহাবলশালী

মায়াবী বিলাস অতর্কিত ভাবে দেশ মধ্যে প্রবেশ করিয়া সে জাতিকে হতবুদ্ধি ও শ্রীভ্রষ্ট করিয়াছে। ইহার চক্রে পতিত হইলে কাহারও নিস্তার নাই। প্রকৃত মানবারাধ্য জ্ঞান, বুদ্ধি, ধন, মান, আত্মমর্য্যাদা, স্বাস্থ্য সকলই বিলুপ্ত হয়। ইহারই সংস্রবে রোমীয়দিগের বল, বীর্য্য, সাহস, সম্পত্তি সমস্তই নিম্ন দিকে ধাবমান হইল এবং পরিশেষে আত্মরক্ষা করিবার সামর্থ্যও রহিল না। তৎকালে যে পরিমাণে তাহাদের প্রকাণ্ড সাম্রাজ্য ক্ষয় হইতে লাগিল, সেই হিসাবে তাহাদিগকে ভারতবর্ষীয় সুভোগ্য সামগ্রী লাভে বঞ্চিত ও তদীয় বাণিজ্যে নিবৃত্ত হইতে হইল, এবং যেরূপ নদীর এককূল ভগ্ন হইলে বিপরীত কূল প্রসারিত হয়, সেই প্রকার রোমীয় বণিকদিগের প্রতিপত্তি ধ্বংস হইয়া পারসীক বণিকদিগের সৌভাগ্য পুষ্প প্রস্ফুটিত হইল। পারসীক ব্যবসায়ীরা নবোৎসাহে উৎসাহিত হইয়া দাক্ষিণাত্যের উপকূল ও সিংহল দ্বীপে গমনাগমন পূর্ব্বক বাণিজ্যকার্য্যে নিযুক্ত হইল এবং কেহ কেহ সমধিক উপার্জ্জনের নিমিত্ত তথায় বাস করিতে লাগিল। কিছুকাল ভাগ্যলক্ষ্মী ইহাদের সহায় রহিলেন, কিন্তু যখন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলভুক্ত বিচ্ছিন্ন আরবেরা মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বনে একত্রীভূত এবং তদাজ্ঞায় ভিন্ন ধর্ম্মলোপ ও তদীয় উপাসকগণের সুখ সভ্যতা ও কীর্ত্তিকলাপ

বিনাশে কৃতসঙ্কল্প হইয়া অগ্নি ও তরবারি সহকারে মিশর ও পারস্য রাজ্যাদি বশীভূত করিয়া পাশবিক বল প্রকাশ করিতে লাগিল, তখন বাহুবলের সহিত তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায়ও অগ্রসর হইতে লাগিল। এই নূতন সম্প্রদায় পারস্য বণিকদিগের স্থলে উপস্থিত হইয়া সমৃদ্ধিপ্রদ ভারত বাণিজ্যে বাহুল্য রূপে ব্যাপৃত হইল। উল্লাসিত আরবেরা বাণিজ্যার্থে চীন দেশেও গমনাগমন ও বসতি করিয়াছিল। মিশর, গ্রীস ও পারস্যবাসীরা রণক্ষেত্রে পরাজিত হইয়া বাণিজ্য ক্ষেত্রেও পরাভূত হইল। চীন রাজ্যে গমনাগমন করাতে হিন্দুবণিকদিগেরও ক্ষতি স্বীকার করিতে হইয়াছিল। বিখ্যাত ওমর নামক খলিফা পারসীক সমুদ্রের উত্তরদিকে বসরা নগর স্থাপিত করিয়া, ইহাকে ভারত বাণিজ্যের প্রধান স্থল করিয়াছিলেন। কতিপয় প্রাচীন গ্রন্থকারের বর্ণনাক্রমে নিঃসংশয়ে অবগত হওয়া যায় যে, তৎকালে এবং অবশ্যই তাহার পূর্ব্বাবধি ভারতবর্ষের এবং বিশেষতঃ দাক্ষিণাত্যের সমস্ত পশ্চিম উপকূল ধনৈশ্বর্য্য ও বাণিজ্যের আড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল। এই বিবরণ পাঠ করিলে মনোমধ্যে এরূপ চিত্র আবির্ভূত হয়, যেন উত্তরে সিন্ধু-নদীর মোহানা হইতে দক্ষিণে লঙ্কাদ্বীপ পর্য্যন্ত এক সুদীর্ঘ আপণ শ্রেণী সুসজ্জীভূত রহিয়াছে। আরব, মিশর, রোম, টায়র, পারস্য ইত্যাদি নানা দেশীয় বিভিন্ন

বেশধারী বিভিন্নভাষী বণিকেরা উক্ত বিপণি সমূহে সমাগম পূর্ব্বক নানাবিধ ভোজ্য ভোগ্য সামগ্রী সংগ্রহ করিয়া স্ব স্ব দেশে প্রতিগমন করিতেছে *।

আর হিন্দু নাবিকেরা অতিশয় যত্নপূর্ব্বক স্বদেশের উপকূলে বাণিজ্যঘটিত বিবিধ কর্ম্ম সম্পন্ন করিত। নদী মুখ হইতে সমুদ্রযানের পণ্য দ্রব্য উদ্ধার, সমুদ্র তীরস্থ এক আপণ হইতে আপণান্তরে দ্রব্য পরিচালন ও বন্দরান্তরে যাত্রী লইয়া গমনাগমন, বিদেশীয় সমুদ্র-পোতের সুপথ প্রদর্শন ইত্যাদি ব্যাপারে নিয়ত নিযুক্ত থাকিয়া মহোৎসাহ সহকারে কার্য্য সাধন করিত।

এইরূপ বর্ণনা আছে যে, দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম উপকূলের সহিত আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলের পরস্পর বাণিজ্য বিষয়ক যোগাযোগ ছিল। গ্রীক ও রোমীয় বণিকদিগের সহিত ইহার কোন সংস্রব ছিল না। অতএব বোধ হয়, বহু পূর্ব্বকালাবধি এই বাণিজ্য

---

* এই বিষয় কেবল কল্পনা নহে, বাস্তবিকই মিশরাদি বণিকেরা পশ্চিম ভারতস্থিত অনেকগুলি স্থান হইতে বিবিধ প্রকার সামগ্রী লইয়া যাইত। ভারতবর্ষের পশ্চিম উপকূলে বারোচ, সুপার, নীলেশ্বর প্রভৃতি বিস্তর নগর অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য স্থান ছিল। তন্মধ্যে বারোচ নগর অতি সমৃদ্ধি সম্পন্ন ও বাণিজ্যাড়ম্বরে পূর্ণ ছিল। ভিন্‌সেণ্ট সাহেব ঐগুলির সবিশেষ বিবরণ করিয়া ছেন।

Vincent's Commerce of the ancients in the Indian Ocean vol. II.

প্রচলিত হইয়া আসিয়াছে। অতি পূর্ব্বাবধিই ঘৃত, তৈল, শর্করা, তণ্ডুল, কার্পাস বস্ত্রাদি পণ্য সামগ্রী পরিপূরিত সমুদ্রপোত সমুদায় দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রান্ত হইতে মহাসাগরের মধ্য স্থান দিয়া অপর পারে (আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে) উপনীত হইত *।

পূর্ব্বকালীন ভারতবর্ষীয় বাণিজ্যের যেরূপ বর্ণনা করা হইল, তাহাতে প্রায় ইহাই প্রকাশ হইতেছে যে, সচরাচর পাশ্চাত্য বণিকেরাই ভারতীয় গঞ্জ সমূহে আগমন করিয়া আদান প্রদান কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু স্বদেশীয় বাণিজ্য বিস্তার করিতে ভারত বণিকদিগেরও উদ্যমোদ্যোগ ও আড়ম্বরের ত্রুটি ছিল না। চারি পাঁচ সহস্র বৎসরেরও পূর্ব্বে যে এ দেশীয় লোকেরা স্থলপথ ও সমুদ্র পথে বিচরণ করিয়া বাণিজ্য ব্যবসায় সম্পাদন করিত, সুপ্রাচীন বেদ শাস্ত্রে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ও মন্বাদি পরবর্ত্তী গ্রন্থে বণিকদিগের বাণিজ্য বিধানের মধ্যে সমুদ্র-যান ভাটক ও সমুদ্রগ বণিকদিগের ঋণ গ্রহণাদির বিষয় স্পষ্টরূপে ব্যক্ত আছে। এতদ্দ্বারা আমরা নিশ্চয়ই অবগত হইতেছি যে, অতি পূর্ব্বকালে বেদাদি শাস্ত্র রচনার সময়ে ও তাহারও পূর্ব্বে হিন্দুগণ সমুদ্রযোগে দেশ দেশান্তরে

* *Vincent's Commerce of the ancients in the Indian Ocean* vol. II. p. 212. ১২শ টিপ্পনী দেখ।

গমনাগমন করিয়াও ধর্ম্মভ্রষ্ট হইত না; জাতি-বিভক্ত হইলেও জাতিভ্রষ্ট হইত না। রামায়ণ ও মহাভারতে সমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপ ও দেশবিদেশ যাত্রার প্রচুর প্রমাণ আছে; এবং দুই একখানি পুরাণ ব্যতীত অন্যান্য পুরাণ বায়ু, মার্কণ্ডেয়, বরাহ, ভাগবত, হরিবংশ ইত্যাদি প্রায় যাবতীয় শাস্ত্রে সমুদ্রযাত্রার উল্লেখ আছে। ইহাতেও কি স্বীকার করা যায় যে, হিন্দুদিগের আবহমান কাল সমুদ্রমার্গে গতায়াত ছিল না? ইহাতেও কি স্বীকার করা যায় যে, হিন্দুরা বিদেশ গমনে চিরকাল পরাঙ্মুখ ছিল? কৃষিবাণিজ্য বিষয়ক দুই একখানি স্বদেশীয় গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু তাহা দুষ্প্রাপ্য। সে কালে শক্রনিপাত, বীরত্ব, যাগযজ্ঞ, ব্রহ্মাণ্ডতত্ত্ব, হোম, জপ, এবং বিশেষতঃ নীত্যাবরণে আচ্ছাদিত "দেহি" বিধান ও দেবতা ও মানবদিগের ব্যভিচার বিভ্রাট লইয়া প্রায় বহুসংখ্যক পুস্তকের অধিকাংশ পরিপূরিত হইয়াছে। বোধ হয় কৃষি শিল্প ব্যাণিজ্যাদির বিষয়ে কালক্ষয় অনাবশ্যক ভাবিয়া ঐ গুলির উপর লেখকদিগের লক্ষ্য ছিল না। তবে যে কোন গ্রন্থ লিখিত হউক, তাহাতে নানা কথা আসিয়া পড়ে। একটি ভয়ানক তুমুল যুদ্ধ বর্ণনা হইতেছে, রণজয়ের নিমিত্ত শিবদুর্গার নিকট প্রার্থনা করিতেছে ও নৈবেদ্য ও ছাগাদি উৎসর্গীকৃত হইতেছে। সেই যুদ্ধে রাজার ধনকোষ শূন্য হওয়াতে

তিনি পণ্যদ্রব্যের দ্বিগুণ শুল্ক নির্দ্ধারিত করিলেন এবং ধনাঢ্য বণিক ও প্রজাদিগকে উৎপীড়ন করায় কতকগুলি লোক সে রাজত্ব ত্যাগ করিয়া, কেহ কেহ বা আরবস্তান ও কেহ কেহ বা যবদ্বীপে গমন করিয়া তত্তদ্দেশীয় রাজাদিগের আশ্রয়ে বাস করিবার অনুমতি প্রাপ্ত হইল। এবং যে সকল স্বদেশীয় বণিকদিগের সহিত তথায় তাহাদের সাক্ষাৎ হইল, তাহাদিগকে আপনাদিগের দুর্দ্দশার কথা জ্ঞাপন করিয়া তৎকালে স্বদেশে গমন করিতে নিষেধ করিল। উপরোক্ত বর্ণনা পাঠ করিয়া এই শিক্ষা পাইলাম যে, ঐ লোকেরা কোন ধর্ম্মাবলম্বী, তাহাদের বাণিজ্য ব্যবসায় আছে, এবং তাহারা বিদেশ গমন ও সমুদ্রপথে যাতায়াত করিয়া থাকে। এইরূপ একটি বিষয়ের প্রবন্ধ হইতে নানা তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। এ দেশীয় লোকেরা যে সামুদ্রিক বণিক ছিল, এ দেশীয় লোকেরা যে দেশান্তরে গমন করিত, এ দেশীয় লোকেরা যে অন্তর্ব্বাণিজ্য ও বহির্ব্বাণিজ্যে নিযুক্ত থাকিত, তাহা আমরা কতকটা ঐ ভাবেও জানিতে পারিয়াছি। আর একটি বিশেষ কারণ আছে যাহা হিন্দুদিগের সমুদ্র যাত্রা ছিল বলিয়া সাক্ষ্যদান করিতেছে; ইহা অনতিপ্রাচীন দুই একখানি পুরাণ বা উপপুরাণের সমুদ্রযাত্রা নিষেধক বচন *। ইহাতে কোন্

* কোন কোন স্বদেশীয় পণ্ডিত বলেন যে নিষেধক বচন সাধারণের সমুদ্রযাত্রা রহিত করিবার অভিপ্রায়ে লিখিত হয় নাই। ১৩শ টিপ্পনী দেখ।

বিবেচক লোক বলিবেন আমাদের সমুদ্রযাত্রা ছিল না ?

বিদেশীয় গ্রন্থকর্ত্তাদিগের পুস্তকেও ভারতবাসীর সমুদ্রযাত্রা, বিদেশ গমন ও বাণিজ্য বিস্তারের বিষয় ন্যূনাধিক বর্ণনা আছে। যে সময়ের কথা ইতিপূর্ব্বে লিখিত হইয়াছে, তখন ভারতবর্ষীয় পোত-বণিকদিগের আরবরাজ্যে ও তদ্বহির্ভূত প্রতিবাসী রাজ্যসমূহে গমনাগমন ছিল। এক ফরাশীদেশীয় গ্রন্থকার লিখিয়াছেন, "হিন্দুরা যে পূর্ব্বে পারসীক সমুদ্রে ও আরবীয় সমুদ্রতীরবর্ত্তী ভূমিতে অর্ণবযানে যাতায়াত করিত, আগাথার্চ্চাইডিসের পুস্তকে তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় *"। অপেক্ষাকৃত ইদানীন্তনকালে বোগদাদের খলিফা নামক ভূপালদিগের অধিকার সময়ে কতকগুলি হিন্দুসন্তান দলবদ্ধ হইয়া অস্ত্রশস্ত্র সমভিব্যাহারে টাইগ্রিশ নদী তীরে উপনীত হইয়াছিল †। হম্‌জা ও মসূদি প্রভৃতি পারসীক ও আরবীয় গ্রন্থকারেরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে, ভারত পোত-বণিকেরা খৃষ্টাব্দের পঞ্চম শতাব্দীতে ও তাহার পরেও স্বকীয় সমুদ্রযান আরোহণপূর্ব্বক পারসীক সমুদ্রে এবং টাইগ্রিশ ও ইউফ্রেটিশ নদীতটে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্য কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন ‡। অতএব

* *Journal Asiatique IVe. Serie. Tome VIII. p. 140.*
† *Journal Asiatique, IVe. Serie. Tome VIII: p. 140.*
‡ *I bid p. 141 & 306.*

আফ্রিকাখণ্ডের পূর্ব্বাংশে সুখতর দ্বীপে হিন্দুদিগের বাস ও অন্যান্য প্রমাণের সহিত ঐক্য করিয়া, ইহা অত্যন্ত সম্ভাবিত বোধ হয় যে, গ্রীক ও রোমীয় রাজাদিগের অধিকারকালে মিশরদেশীয় বাণিজ্যের সময়েও হিন্দুরা তত্তৎস্থানে বাণিজ্যার্থ গমনাগমন করিত। তথাচ অনুমান করি, আরব ও মিশরদেশীয় নাবিকেরা এ বিষয়ে তদপেক্ষা বাহুল্যরূপে ব্যাপৃত ছিল। আরবেরা বাণিজ্যার্থে বহুকালাবধি সিংহলে ও দাক্ষিণাত্যে বাস করিয়াছিল *। হিন্দুবণিকেরা ভারতসমুদ্রবর্ত্তী দ্বীপজাত এবং এসিয়ার পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত দেশজ পণ্যসামগ্রীসমূহ স্বদেশীয় পোতে আনয়ন পূর্ব্বক সিংহলদ্বীপ ও নিজ দেশীয় বন্দরসমূহে বিক্রয়ার্থ প্রস্তুত রাখিত। এইরূপে কিছুদিন একচেটিয়া বাণিজ্য করিয়া তাহারা প্রচুর ধনোপার্জ্জন করিয়াছিল। মিশরাদি দেশে গমন করিবার অধিক প্রয়োজন ছিল না। তবে অতিলোভী বণিক যে ভারতে ছিল না, এমত নহে। কেহ কেহ সমধিক অর্জ্জন-স্পৃহায় চীন, পারস্য, আরব ও মিশরাদি দেশেও গমন করিত। এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায় যে, কতকগুলি ভারত বণিক নিজ দেশ হইতে পূর্ব্বরাজ্যানীত পণ্যসামগ্রী ক্রয় করিয়া দূরস্থ পশ্চিম দেশসমূহে বিক্রয়ার্থ লইয়া যাইত। সকলেই যে একভাবের

* আগাথার্চ্চাইডিস ও প্লীনির পূর্ব্বাবধি অর্থাৎ বিক্রমাদিত্যের শতবর্ষাব্দ অপেক্ষাও অধিক কাল পূর্ব্বাবধি।

কার্য্য করিবে তাহা সম্ভব নহে। রাজস্থান ইতিহাস-প্রণেতা চিরস্মরণীয় পণ্ডিত টড্‌সাহেব লিখিয়াছেন যে: "পালাস সাহেব অস্ত্রাকান নগরের কৃষ্ণাদি কতিপয় হিন্দু দেবদেবীর পূজার্চ্চনার বিষয় যেরূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা অতি সুন্দর এবং বিশ্বাসমূলক। ঐ স্থানে কতক-গুলি হিন্দুবণিকের উপনিবেশ আছে। ইহাঁদের পিতৃ-পুরুষেরা মূলতান হইতে আসিয়া তথায় বাস করিয়াছিল, তজ্জন্য তাঁহারা মূলতানী নামে পরিচিত। এই হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী ব্যবসায়ীরা সিন্ধুনদ ও কাস্পীয় হ্রদের মধ্যবর্ত্তী যাবতীয় দেশে ব্যাপ্ত হইয়া আছে। কোন সময়ে যে তাঁহারা কাস্পীয় হ্রদের পশ্চিম সীমানায় বসবাস করিয়াছে, প্যালাস সাহেব কর্ত্তৃক তাহার তদন্ত প্রকাশ হয় নাই।"

এই হিন্দুবণিকেরা অস্ত্রাকান নগরে যে সকল দেবতা ও দেবমন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, প্যালাস সাহেব তাহার তদনুরূপ চিত্রসম্বলিত বর্ণনা প্রকাশিত করিয়াছেন। ইহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ী বণিকদিগের আরাধ্যদেব কৃষ্ণ, রাম লক্ষ্মণ ভরত শত্রুঘ্ন ও জগন্নাথ দেবগণের সম্মুখে অধিষ্ঠান করিতেছেন; শিব ও তদীয় জায়া অষ্টভুজারও অভাব নাই। ঐ দেব-প্রতিমূর্ত্তিগুলির দুই পার্শ্বে চিত্র-বিচিত্রিত বৃহৎ ও ক্ষুদ্র তিনটি শিলাখণ্ড বিদ্যমান রহি-য়াছে। শিলা কয়েকটি গঙ্গা নদী হইতে সংগৃহীত, এবং অতি পবিত্র বলিয়া বিবেচিত ও পূজিত হয়। ভক্তিভাজন

টড্‌সাহেব বলিয়াছেন যে, "একজন ভদ্রলোক কিছুদিন অস্ত্রাকানবাসী বণিকদিগের প্রতিবাসী ছিলেন। তাঁহার দ্বারা আমি অবগত হইয়াছি যে, উহাঁরা হিন্দ্‌কি নামে তথায় আখ্যাত, এবং যদিও বহুকাল হইতে বিদেশে বসতি করিয়া আছে, তথাচ তাঁহাদের সাধুত্ব কোন অংশে অধোগামী হয় নাই।" প্রাচ্যভাষাভিজ্ঞ পণ্ডিত মিচেল সাহেব বলেন যে, "ঐ সকল ঔপনিবেশিক হিন্দুবণিকেরা প্রায় পাঁচশত পরিবারে বিভক্ত; এবং তাঁহাদের সুনাম সুখ্যাতি অতিশয় উচ্চদরের। ভল্গা নদীর সমীপস্থ অস্ত্রাকান নগর একটি প্রাচীন অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্য-স্থল। নানাদেশীয় ব্যবসায়ীরা এই স্থানে অবস্থিতি করে। কিন্তু হিন্দু বণিকদিগকে লোকে যেরূপ বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, সেরূপ অন্য কোন দেশীয় বণিকদিগকে করে না; এবং ইহাঁদিগকে প্রাপ্ত হইলে অন্য জাতীয় বণিকদিগের সহিত বিষয় কার্য্য করিতে ইচ্ছা করে না।" * ধন্য ধন্য হিন্দ্‌কি বণিক মহাশয়গণ! ঈশ্বর আপনাদিগের আয়ুঃ ও যশঃ বর্দ্ধন করুন। পূর্ব্বকালে ভারত বণিকেরা যে সাধু নামে অভিহিত হইত, আপনারাই সেই কীর্ত্তিস্তম্ভ স্বরূপ দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। বৈদেশিক লোকের সংস্রবে

* *Tod's Rajasthan, vol. I. P. P. 414-415*

ভারতবাসী নীতিচ্যুত হইয়াছে * ; বৈদেশিকেরাই আবার ভারতবাসীর দুর্নাম করিয়া থাকে। কিন্তু তাঁহাদের জানা উচিত যে, অদ্যাপি সেই সাধু হিন্দু বণিকদিগের অকলঙ্কিত শাখা প্রশাখা বিদ্যমান থাকিয়া ন্যায়-দণ্ড হস্তে পৈতৃক মাতৃ-ভূমির নাম উজ্জ্বল করিতেছেন। হে ভারত! হে ইয়ুরোপ, আফ্রিকা, নব্য আমেরিকা! অস্মাকানবাসী হিন্দু বণিকদিগের বিষয় শ্রবণ করিয়া কর্ণকুহর পরিতৃপ্ত কর, আধুনিক ও পূর্ব্বকার ভারতের তুলনা কর, আমাদের কতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহা ইহা হইতেই বিবেচনা কর।

রাজস্থান পাঠে অবগত হইয়াছি যে, বিখ্যাত পণ্ডিত ষ্ট্রাবো বলিয়াছেন "ছত্রিশটি ভারতীয় রাজ পরিবারের মধ্যে অনেকেই কাস্পীয় হ্রদের চারিদিকে উপনিবেশ করিয়াছেন †।" বালী ও যবদ্বীপে যে হিন্দুদিগের উপনিবেশ স্থাপন হইয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে।

---

* *These among them (Bengalees), who attain to employments in our (Englishmen's) service, are generally men who have learnt so much of our manners as to corrupt their own.*

T. Wheeler's Early Records of British India. p. 360.

Tod's Rajasthan vol I. p. 422.

যদিও পশ্চিমদিকে উল্লিখিত অস্ত্রাকান, সুখতর এবং অন্যান্য দূরতর স্থানে হিন্দুদিগের বসবাস ও গমনাগমন করিবার প্রমাণাভাব নাই, যদিও সমুদ্রযান গঠন জাতিবিশেষের ব্যবসায় ছিল, এবং পণ্যপূর্ণ পোত সকল খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীতে অর্থাৎ দুই সহস্র এক শত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে আরব স্থানের যুমান প্রদেশে গমন করিত, যদিও খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে এরিয়ান নামক গ্রন্থকর্ত্তা প্রকাশ করিয়াছেন যে, লোহিত সমুদ্রতীর, দক্ষিণ পূর্ব্ব আরবীয় উপকূল এবং ভারতবর্ষের সিন্ধু নদীর মোহনা হইতে কুমারিকা অন্তরীপ পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে করমণ্ডল উপকূলের উত্তর প্রদেশ সমূহ ও তদ্বহির্ভূত কতিপয় স্থান বাণিজ্যাড়ম্বরে পরিপূর্ণ ছিল, যদিও পূর্ব্ব ভারতীয় লোক সমুদ্রযান আরোহণ করিয়া বিস্তৃত বঙ্গোপসাগর ও বিশাল মহাসমুদ্রের মধ্যদেশ অতিক্রম পূর্ব্বক যবাদি দ্বীপ, মলক্কা ও চীন দেশেও গমনাগমন করিত, যদিও হিন্দুদিগের এথেন্স, কার্থেজ, রোম ইত্যাদি স্থানে গমন করিবার ও জার্ম্মান সাগরে ভগ্নতরণী হইবার ইতিহাস আছে; তথাচ হিন্দুরা যে কখন সমুদ্রযাত্রা ও ভারতবহির্ভূত দূরস্থ দেশে গমন করেন নাই, এই ভ্রম বিশ্বাস এখনও সাধারণকে পরিত্যাগ করে নাই। কি আশ্চর্য্য! আবার যাঁহারা শাস্ত্রের দাস, তাঁহা-

দিগকেও অনুনয় করি যে, যখন স্তূপাকার শাস্ত্র গ্রন্থের মধ্যে মতবিশেষের দুই এক খানির অনৈক্য হয়, বা মত বিশেষের প্রাধান্য রক্ষার্থ উহার দুই এক পঁক্তির কূটার্থ প্রবর্ত্তিত হয়, তখন বেদ, স্মৃতি, মন্বাদি শাস্ত্রকে উপেক্ষা করিয়া পুরাণ বা উপপুরাণ বিশেষের সরল বা কুটার্থ নিয়োজিত একটি বা দুইটি ছত্রকে শিরোধার্য্য ও করযোড়ে তাহার অনুগমন করা কতদূর জ্ঞান ও শাস্ত্র সম্মত তাহা তাঁহারাই বিবেচনা করিবেন। চলিত পৌরাণিক ধর্ম্মে উপদিষ্ট হইয়া ভারতবাসী যেরূপ উন্নত হইয়া আসিতেছে, তাহা সভ্য জগতের অবিদিত নাই। হে ঈশ্বর! আর কত দিন অন্ধকার থাকিবে।

পরিশিষ্ট।

প্রথম টিপ্পনী।

কেবল কতকগুলি ভারতীয় শাস্ত্রকার যে স্বার্থপর কপটাচারী ছিলেন, তাহা নহে; পূর্ব্বতন ইয়ুরোপীয় আচার্য্যেরাও ঐরূপ প্রকৃতির লোক ছিলেন। তাঁহাদের ধর্ম্মবিশ্বাস একরূপ, কিন্তু দেখাইতেন অন্যরূপ। আমাদের দেশে যেরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার দেবপূজার ব্যবস্থা ও তদীয় আদেশ ও দৈববাণীর বিষয় প্রচলিত আছে, ধূর্ত্ত পাশ্চাত্য পুরোহিতেরাও সেই প্রকার জুপিটার, মিনার্ভা, হরকুলিশ, নেপচুন ইত্যাদি দেবদেবীর অর্চ্চনা এবং লোকবঞ্চক দৈববাণী ও দেবাদেশ প্রচার করিয়া সরলহৃদয় জনসাধারণকে ভ্রান্তি ও কুসংস্কারময় তিমিরে আচ্ছাদিত করিয়াছিলেন।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য দেশীয় ধর্ম্মব্যবসায়ীরা স্বকপোল-কল্পিত ধর্ম্মকর্ম্মে সাধারণকে প্রবৃত্ত করিবার জন্য আপনারাও তাহার অনুষ্ঠান করিতেন। আবশ্যকমত স্বপ্রাধান্য-বর্দ্ধক যদৃচ্ছা ধর্ম্মশাস্ত্র কল্পনা ও তদনুযায়ী উপদেশ প্রদান করিতেন। যাহা সত্য বলিয়া তাঁহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন, তাহা প্রচার না করিয়া, যে সমস্ত ভ্রান্তিময় ও কুসংস্কারপূর্ণ ধর্ম্মকর্ম্ম, আচার ব্যবহার ও অমূলক বিশ্বাসের উচ্ছেদ সাধন তাঁহাদের একান্ত কর্ত্তব্য, স্বার্থের জন্য তাহাই দেশমধ্যে প্রচলন করিতে সমধিক যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছেন।

যাহাতে অবাস্তব ধর্ম্মকর্ম্মে লোকের প্রবৃত্তি হয়, তজ্জন্য

আচার্য্যেরা নানা প্রকার আড়ম্বর আয়োজন করিতে বিশেষরূপ উদ্যোগী ছিলেন। আপনাদিগের ভোগলালসা তৃপ্ত করিবার জন্য বিবিধ প্রকার সুভোগ্য সামগ্রী দেব-সমক্ষে উৎসর্গ করিবার ব্যবস্থা করিলেন। শাস্ত্রোক্ত এই সকল বিষয়ের উপর সাধারণের দৃঢ়বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত উহা শিবদুর্গাদি দেবদেবীর উক্তি বলিয়া স্বরচিত শাস্ত্রমধ্যে মিথ্যা কথার সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়াছেন। যে সকল দেবপ্রতিমা কল্পিত মূর্ত্তি বলিয়া তাঁহারা আন্তরিক অবিশ্বাস ও অমান্য করিতেন, তাহারই উপাসনায় সাধারণকে প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য সর্ব্বসমক্ষে ঐ সকল প্রতিমার নিকট আপনাদিগের সংস্কৃত মস্তক অবনত করিয়া প্রগাঢ় শ্রদ্ধা ভক্তি দর্শাইতেন। এবং দেবতুষ্টি (অর্থাৎ নিজতুষ্টি) সাধনার্থ দধি দুগ্ধ ক্ষীর মিষ্টান্নাদি অত্যুৎকৃষ্ট চর্ব্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় নৈবেদ্য সজ্জা ও উত্তমোত্তম পরিধেয় রেশমী পশমী সূত্র ও পট্টবস্ত্র প্রতিমা সন্নিধানে অর্পণ করিতেন। কিন্তু আদানপ্রদান সর্ব্বৈব মিথ্যা, গঙ্গার জল গঙ্গায় থাকিত, অথচ পিতৃপুরুষের উদ্ধার সাধন হইত। ইহাত হইল খাওয়া-পরার ব্যবস্থা, কিন্তু ধনেরও ত আবশ্যক; তজ্জন্য স্বর্ণ রৌপ্য মুদ্রা রত্নাদি যথাসাধ্য দক্ষিণা দিবারও বিধি পরিত্যক্ত হইল না। এবং শুভ অশুভ ঘটনা সম্বন্ধেও এইরূপে নিজ ব্যবসায়টি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিলেন। আপনাদিগের জাতীয় পবিত্রতা ও স্পর্দ্ধা স্বকৃত শাস্ত্রমধ্যে এতদূর বর্দ্ধিত করিয়াছেন যে, ব্রাহ্মণবিশেষ জগদীশ্বরের বক্ষেও পদাঘাত করিয়াছিলেন বলিয়া বর্ণনা করিতেও লজ্জাবোধ করেন নাই বা কুণ্ঠিত হন নাই। অধঃপতিত ভারতে সকলই শোভা পায়! এমন অবাস্তবিক

বিষয় জগতে কিছুই নাই যাহা কপট সূত্রবাহিরা নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত শাস্ত্রে সন্নিবেশিত না করিতে পারেন।

দ্বিতীয় টিপ্পনী।

প্রাচীন লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন যে, পূর্ব্বে পারসীকেরা সমুদ্রযাত্রা ধর্ম্মবিরুদ্ধ জ্ঞানে তাহা হইতে বিরত থাকিত। পারসীকেরাও মহান্ আর্য্যজাতির একটি শাখা। আর্য্যজাতি দলে দলে বিভক্ত হইয়া পৃথিবীর নানা স্থানে বসতি করিয়াছেন। তাহার মধ্যে পারসীক ও হিন্দু আর্য্যেরা বহুকাল একত্র ছিলেন। যখন বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলেন, তখনও নিকট বাস প্রযুক্ত পরস্পরের আচার-ব্যবহার-বিশেষ পরস্পরের মধ্যে প্রচলিত ছিল এবং মতভেদ নিমিত্ত বিদ্বেষাগ্নি জ্বলিয়া উঠিলে কটূক্তি বর্ষণও চলিয়াছিল। পারসীকেরাই ভারতকে হিন্দুস্থান অর্থাৎ দাসভূমি বলিয়া আখ্যাত করিয়াছেন। ভারতীয় আর্য্যেরাও উহাদিগকে দস্যু অসুর দানব ইত্যাদি ঘৃণিত শব্দে বিশেষিত করিয়াছেন। সিন্ধুনদীর অপর পারে উহাদের বাসভূমি বলিয়া স্থানটি পারস্তান অর্থাৎ পারভূমি বলিয়া উক্ত হইয়াছে। বোধ হয় সমুদ্রযাত্রা সম্বন্ধীয় কুসংস্কার পারস্য হইতেই আমাদের দেশে প্রবেশ করিয়া থাকিবে। পারস্য ও গ্রীশ উভয়ের মধ্যে যে তুমুল সংগ্রাম হইয়াছিল, তাহাতে পারস্য দেশীয় এক খানিও অর্ণবযান ছিল না। যুদ্ধ জাহাজগুলি ফিনিসিয়া, সিরিয়া ও সন্নিকটস্থ দ্বীপ ও স্ব-বশীভূত দেশ সমূহ হইতে আয়োজন করিয়া যুদ্ধার্থে প্রেরিত হইয়াছিল। হিরোডটাস্ ও ডাইওডোরাস্

সিকিউলাস্ লিখিয়াছেন যে, "জরাক্সস্ যখন বারশত জাহাজ লইয়া গ্রীশ আক্রমণ করেন তখন পারস্য দেশীয় এক খানি জাহাজও উহাতে ছিল না।"

সমুদ্রযাত্রা বিষয়ক কুসংস্কার যেমন বঙ্গের কোমল মৃত্তিকা মূলবিদ্ধ করিয়াছে এমন আর কুত্রাপি পারে নাই। মহারাষ্ট্রীয় ব্রাহ্মণেরা এই কুসংস্কারের মস্তকে পদাঘাত করিয়াছে, অজ্ঞ সিপাহিরাও আমাদিগকে হাস্যাস্পদ করিয়াছে।

তৃতীয় টিপ্পনী।

মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞের বর্ণনা করাই মহাভারতীয় সভাপর্ব্বের মুখ্য উদ্দেশ্য। যুধিষ্ঠির মহাপ্রতাপান্বিত হইয়া ধনমানে অন্যান্য নৃপতিবর্গের প্রধান হইয়া উঠিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট কর গ্রহণ করিতে লাগিলেন এবং রাজ-চক্রবর্ত্তী হইবার জন্য রাজসূয় যজ্ঞানুষ্ঠানের অভিলাষ করিলেন। এই বিরাট ব্যাপারের আয়োজন হইতে আরম্ভ হইল। নানা দেশ দেশান্তর হইতে প্রভূত উপঢৌকন আসিতে লাগিল। তাঁহার অভিষেকোৎসবের সময় মিত্র ও অনুগত রাজা-দিগের দ্বারা নানা প্রকার উপহার প্রদত্ত হইয়াছিল। দত্ত সামগ্রী সমূহের যেরূপ বৃত্তান্ত আছে তাহা অতি বিস্ময়কর ও কৌতূহলোদ্দীপক। বাহ্লিকাধিপতি স্বর্ণমণ্ডিত রথ, কাম্বোজা-ধিপতি শ্বেত বর্ণের অশ্ব, চেদীশ্বর ধ্বজ, মগধেশ্বর উষ্ণীষ ও মাল্য, অবন্তীশ্বর অভিষেক বারি, কাশীরাজ ধনু, মগধাধিপতি শল্য ও খড়্গ ইত্যাদি বিভিন্ন দেশীয় নৃপতিগণ বিবিধ প্রকার সামগ্রী মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিলেন।

দ্যূত পর্ব্ব সভাপর্ব্বের অন্তর্গত। ক্রূরমতি দুর্য্যোধন পাণ্ডবৈশ্বর্য্য দর্শনে সাতিশয় মর্ম্মাহত হইয়া নৃপতিবর্গ-দত্ত বহুমূল্য বিচিত্র উপঢৌকন সমূহের যেরূপ বিস্তারিত বর্ণনা করিয়াছেন, দ্যূত পর্ব্বে তাহার সবিশেষ বৃত্তান্ত আছে। কাম্বোজেশ্বর * উত্তমোত্তম সুদৃশ্য অশ্ব, সুবৃহৎ উষ্ট্র, সবল বামী, † সুন্দর সুন্দর বিড়াল ‡ ও পর্ব্বতীয় পশুলোমজ স্বর্ণ-সূত্র বিভূষিত বস্ত্র § এবং বিবিধ প্রকার পশু চর্ম্ম প্রদান করিয়াছিলেন। মরুকচ্ছদেশবাসী গান্ধার ও তৎসমীপবর্ত্তী দেশীয় অশ্ব মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উপহার দিবার জন্য লইয়া আসিয়াছিল ॥। বিবিধ প্রকার রত্ন এবং গো, গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, উষ্ট্র, ফলজ মধু ¶, স্বর্ণ ও নানা প্রকার কম্বল লইয়া পারদ, আভীর, বৈরাম ও কিতব দেশীয় লোকেরা উপস্থিত হইয়াছিল **।

---

* মহাভারত রাজতরঙ্গিণী ও অন্যান্য গ্রন্থানুসারে কাম্বোজ দেশ বোখারা রাজ্যের দক্ষিণাংশে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়।

† এস্থলে বামী শব্দের অর্থ ঘোটকী, গর্দ্দভী বা হস্তী। শৃগালীও ইহার একটি অর্থ, কিন্তু বোধ হয় এ অর্থে এ স্থলে প্রয়োগ হয় নাই।

‡ আফগান রাজ্যের দীর্ঘ ও সুকোমল লোমবিশিষ্ট বিড়াল সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। ইহা দেখিতে অতি সুন্দর। প্রায়ই শীত কালে কলিকাতায় বিক্রয়ার্থ আনীত হয়। একটি ন্যূনাধিক এক শত টাকায় বিক্রীত হইয়া থাকে। মন্দগুলি ত্রিশ চল্লিশ টাকার কমে বিক্রীত হয় না।

§ জরির শাল, কিম্খাপ ইত্যাদি। স্বর্ণ সূত্র সম্বলিত কারুকর্ম্ম বিশিষ্ট মনোহর বস্ত্র।

॥ সিন্ধুনদের পূর্ব্বকূলস্থ মরুস্থলী এবং তাহার দক্ষিণে সমুদ্রকূলবর্ত্তী কচ্ছদেশের বিষয় প্রায় কাহারও অবিদিত নাই। অতএব মরুকচ্ছবাসীরা যে সিন্ধু ও কচ্ছদেশ বাসী তাহা এক প্রকার অবধারিত বলিয়া বোধ হয়।

¶ দ্রাক্ষা ফলের নির্য্যাস বলিয়া বোধ হয়।

** সিন্ধু নদের অপর পারে ও সমুদ্রের নিকটে ইহাদের বসবাস ছিল।

উপরোক্ত জাতিদিগের উপঢৌকন প্রদান ভিন্ন অন্যান্য জাতিদিগেরও উপহার প্রেরণের বিষয় বর্ণিত আছে। মধ্য এসিয়াবাসী শকতুখারাদি জাতিরা * যে সমস্ত দ্রব্য মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে প্রদান করিয়াছিল, তদ্বিষয় পাঠ করিলে বোধ হয় যে, সে সময়ে আরণ্য ও পার্ব্বতীয় লোকেরাও শিল্প কর্ম্মে পারদর্শী ছিল। সুদৃশ্য লোমজ, কীটজ, পট্টজ, মৃগচর্ম্মজ, ও সুকোমল মেষচর্ম্মজ বস্ত্র, নানাপ্রকারের উত্তমোত্তম খড়্গ ও অন্যান্য বিবিধ প্রকার অস্ত্রাদির সহিত সুগন্ধ দ্রব্য ও মূল্যবান রত্নাদি উপঢৌকন প্রেরণ করিবার বর্ণনা আছে।

মহাবীর্য্যবান সম্রাট ভগদত্ত প্রাগ্‌জ্যোতিষের অধিপতি ছিলেন †। তিনি যবনগণের সহিত দ্রুতগামী সুলক্ষণযুক্ত অশ্ব, লৌহ কলসী ও দন্ত-খচিত সুরম্য খড়্গ উপহার দিলেন। অন্যান্য

আভীরেরা আহির নামে অদ্যাপি গুর্জ্জর রাজ্যে বাস করে। পণ্ডিতবর টলেমি তদ্দেশীয় এক জাতিকে আবিরিয়া বলিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন।

* মধ্য এসিয়া ও তন্নিকটস্থ কোন কোন জাতিরা যে সে সময়ে শিল্পকর্ম্মাদি করিত তাহা চীন গ্রন্থে সুস্পষ্ট লিখিত আছে। কিপিন, তিয়োচি এবং অসি জাতীয় মনুষ্যেরা বস্তুবিদ্যা, ভাস্কর কর্ম্ম, সূচিকর্ম্ম, বস্ত্রবয়ন, ও স্বর্ণ রৌপ্যাদি ধাতু-পাত্র নির্ম্মাণ করিতে সুনিপুণ ছিল। উহাদের পালিত পশুর পৃষ্ঠদেশ কুব্জাকৃতি। হস্তী, মহিষ, কুক্কুর, বানর ও ময়ূর এবং প্রবাল, স্ফটিক, কাচ এবং নানাবিধ বহুমূল্য রত্নাদি সে দেশে উৎপন্ন হয়। ঐ সকল স্থানে প্রচুর শস্যাদি উৎপাদিত হয়। কৃষ্ণলবণ, হিঙ্গ, বোল, পর্ব্বত মধু এবং লোবান্ গুগ্‌গুলাদি বিবিধ প্রকার সৌগন্ধ দ্রব্য উৎপন্ন হয়। উপরোক্ত চীন গ্রন্থোল্লিখিত বৃত্তান্ত ও মহাভারতীয় শকতুখারাদিপ্রদত্ত সামগ্রীর বর্ণনা প্রায় একই রূপ।

† জর্ম্মান পণ্ডিত শ্রীমান্ ল্যাসেন্ এই দেশটি হিমালয়ের উত্তরাংশে অবস্থিত বলিয়া বোধ করেন। কেহ কেহ ভোট দেশের সন্নিহিত বলিয়া বিবেচনা করেন। আমার আসাম দেশ বলিয়া বিবেচনা হয়।

দেশীয় কতকগুলি লোক * স্বর্ণ, রজত, বন্য অশ্ব এবং বংক্ষু নদীতীরবর্ত্তী † স্থূলকায় গর্দ্দভ সকল উপহার দিয়াছিল।

পূর্ব্বদেশীয় নৃপতিগণ যে সমস্ত দ্রব্য উপঢৌকন দিয়াছিলেন, তাহারও বিশেষরূপ উল্লেখ আছে। তাঁহারা প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড হস্তী, সুদৃশ্য অশ্ব, স্তূপাকার স্বর্ণ, বিচিত্র আসন, স্বর্ণ ও রত্ন খচিত গজদন্তময় যান, বহুমূল্য শয্যা, মনোহর কাচ, নানাবিধ পরিধেয়, শান্তস্বভাব অশ্বযোজিত ও ব্যাঘ্রচর্ম্মাবৃত স্বর্ণভূষিত রথ, সুচিত্রিত আস্তরণ এবং বহুবিধ অস্ত্র ও রত্নাদি লইয়া মহারাজ যুধিষ্ঠিরের যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হইয়াছিলেন।

মেরু ও মন্দর পর্ব্বতের মধ্যবর্ত্তী স্থানবাসী দ্বারা স্বর্ণ, পুষ্প ও ওষধি, চমরী গো, ক্ষৌদ্র মধু এবং হিমালয়জ পুষ্পমধু যজ্ঞ স্থলে আনীত হইয়াছিল। ব্রহ্মপুত্র নদের তীরবর্ত্তী ও কিরাতাদি ‡ বর্ব্বর লোকেরা বিবিধ প্রকার চন্দন কাষ্ঠ, নানাবিধ

---

* ঐ সকল লোকের যেরূপ বিবরণ আছে তাহা কবি ভিন্ন আর কেহই লিখিতে সাহসী হয় না। কাহারও এক পদ, কেহ বা একচক্ষুবিশিষ্ট, কাহারও বা ললাটে চক্ষু, কেহ বা ত্রিনেত্রবিশিষ্ট ইত্যাদি অবাস্তবিক বর্ণনা কবিকুল হইতেই সমুৎপন্ন হয়। বোধ হয় অসভ্য পার্ব্বতীয় লোকদিগের কদর্য্য মূর্ত্তি এইরূপ ব্যাখ্যার মূলীভূত কারণ। এ সম্বন্ধে ব্যাসদেবের লেখনী বাল্মীকি হইতেও অধিকতর ঊর্দ্ধে উড্ডীয়মান হইয়াছে। শেষোক্ত কবিবর অসভ্য লোকদিগকে লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানর করিয়াছেন; কিন্তু ব্যাসদেব বা ব্যাসরূপধারী কোন মহাপুরুষ বর্ব্বরদিগকে নানা গঠনে গঠিত করিয়াছেন।

† অক্‌সস্ নদীই পূর্ব্বের বংক্ষু নদী বলিয়া অনুমিত হয়।

‡ কিরাত দেশ হিমালয়ের পূর্ব্বদিকে অবস্থিত বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে। সিকিমের পশ্চিম ভাগে অদ্যাবধিও কিরাত জাতির বাস আছে। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে যে, ভারতের পূর্ব্বদিকে কিরাত ও পশ্চিম দিকে ম্লেচ্ছ জাতির বাস।

Journal A. S. January 1847.

রত্ন ও গন্ধ দ্রব্য, বিচিত্র পশু পক্ষী, নানা প্রকার চর্ম্ম, পর্ব্বতজাত সুবর্ণ এবং কিরাত জাতীয় দাসী যজ্ঞোপলক্ষে উপহার দিয়াছিল। উল্লিখিত জাতিসমূহ ভিন্ন অন্যান্য আরও অনেক জাতি দ্বারা উপঢৌকন প্রদত্ত হইয়াছিল। বঙ্গ, পুণ্ড্রক ও কলিঙ্গ দেশস্থ লোকেরা সুসজ্জীভূত দীর্ঘদন্ত হস্তী, চোল ও পাণ্ড্যদিগের দর্দ্দূর * ও মলয় পর্ব্বত জাত চন্দন, অগুরু, সুচিক্কণ বস্ত্র, স্বর্ণ ও বিবিধ প্রকার রত্ন এবং সিংহল দ্বীপবাসী লোকেরা সামুদ্রিক বৈদূর্য্য-মণি, মুক্তারাশি এবং গজাস্তরণ আনয়নের বিষয় উক্ত পর্ব্বে সন্নিবেশিত আছে। এই সমস্ত বিবরণে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সভাপর্ব্ব রচনার সময়ে বা তাহারও পূর্ব্বে এসিয়া খণ্ডের মধ্য প্রদেশে ও ভারতবর্ষে কিরূপ শিল্প বাণিজ্যাদির অবস্থা ছিল। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের অন্তঃপাতী ও পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের লোকেরা কিরূপ কারুকার্য্যে দক্ষ ছিল তাহারও কিঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতেছে।

চতুর্থ টিপ্পনী।

ঋগ্বেদ যে এক জনেরই রচিত ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক ব্যক্ত এই বিশ্বাসটি ভ্রমাত্মক। ঋগ্বেদের ভিন্ন ভিন্ন স্থান ভিন্ন ভিন্ন মুনি দ্বারা রচিত হইয়াছে। মেধাতিথি, জেতৃ, মধুচ্ছন্দা, কণ্ব, প্রস্কণ্ব, সব্য, পরাশর, গৌতম, কুৎস, কশ্যপ, দীর্ঘতমা, অগস্ত্য, কক্ষী-

* দাক্ষিণাত্যের মধ্যে মলয় পর্ব্বতের নিকট ও সহ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে দর্দ্দূর পর্ব্বত।

রঘুবংশ ৪র্থ সর্গ।

বান, কবস ইত্যাদি বহুসংখ্যক ব্যক্তি এবং বিশ্ববারা, রোমশী, উর্ব্বশী প্রভৃতি স্ত্রীগণও বেদ মন্ত্রের রচয়িতা। উক্ত কক্ষীবান ও কবস দাসী-পুত্র *।

পঞ্চম টিপ্পনী।

ঋগ্বেদ সংহিতা পাঠে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, সে সময়ে হিন্দুদিগের বিশেষরূপ অবস্থোন্নতি হইয়াছিল। সুসভ্য জাতির ন্যায় তাঁহারা গ্রাম নগর প্রতিষ্ঠা করিয়া বসবাস করিতেন। দিগ্বিজয়, রাজ্য সংস্থাপন ও রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতেন। অট্টালিকা নির্ম্মাণ, বস্ত্রবয়ন, কুটুম্ব পোষণ, বাণিজ্য, অস্ত্র ও যান গঠন, ধন সংগ্রহ, ব্যয়শীলতা ও কৃপণতা, অলঙ্কার পরিধান, চিকিৎসা ও পদার্থবিদ্যাদি বিজ্ঞান শিক্ষা, পান্থ-নিবাস সংস্থাপন, পুরোহিত ও পৌরোহিত্য, জ্যোতিষ আলোচনা, ব্যভিচার করণ, ভ্রূণ হত্যা, দ্যূত ক্রীড়া ইত্যাদি সভ্যতা-প্রসূত বিষয় তৎকালীন সামাজিক অবস্থার পরিচায়ক।

ষষ্ঠ টিপ্পনী।

জাতীয় উন্নতি সহ নানা প্রকার শিল্পকর্ম্মেরও বাহুল্য হয়। যাহাতে ভারতবাসীরা স্ব স্ব পৈতৃক ব্যবসায় অবলম্বন করে তজ্জন্য অতি প্রাচীন কালে ভারতে বিধি ব্যবস্থা হইয়াছিল।

---

* ১ম ও ২য় ভাগ উপাসক সম্প্রদায়ের উপক্রমণিকায় এই সকল বিষয়ের সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।

এক প্রকার কর্ম্ম পুরুষানুক্রমে অনুষ্ঠিত হওয়ায় তাহার উন্নতিও হইয়াছিল। কিন্তু ওরূপ ব্যবস্থা যে শিল্প বিজ্ঞানাদির বিশিষ্টরূপ উন্নতি অবরুদ্ধ করে, তাহার আর সন্দেহ নাই। কার্য্যক্ষেত্র যতই বিস্তৃত হইবে ততই উত্তম। অল্পসংখ্যক লোক মধ্যে কোন কর্ম্ম সীমাবদ্ধ থাকিলে প্রায়ই তাহার সম্পূর্ণ বিকাশ হয় না। প্রতিযোগীর সংখ্যা যতই অধিক হইবে, সুফল উৎপত্তির ততই সম্ভাবনা। সাধারণ লোকদিগকে সর্ব্বদাই কহিতে দেখা যায় যে, "বাপ পিতামহ যেরূপ যাহা করিয়াছে আমরাও তাহাই করিব"। যে দেশের এ প্রকার ভাব, তথায় কোন আবিক্রিয়া বা কোন বিষয়ের সংস্কার ও উন্নতি কি প্রকারে হইতে পারে? ভিন্ন ভিন্ন কর্ম্ম ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত হওয়ায় উহা কৃত্রিম সীমাবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছে এবং তজ্জন্য অবনতিও ঘটিয়াছে বা উন্নতিপথ রুদ্ধ হইয়াছে। কাহার মনোবৃত্তি কোন দিকে ধাবমান হয়, কে বলিতে পারে? যে গুণকর্ম্ম জ্ঞানী লোকের দ্বারা উজ্জ্বল হইতে পারে, তাহা কতকগুলি অজ্ঞ লোকের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকিলে নিশ্চয়ই বিকৃত ও মলিন অবস্থায় পতিত থাকে। এইরূপ বিবিধ প্রকার জ্ঞানিজন-করণীয় কার্য্য বিদ্যাবুদ্ধিহীন নিম্ন সম্প্রদায়ভুক্ত থাকায় অর্দ্ধ প্রস্ফুটিত অবস্থায় রহিয়াছে। ইহারই ফলে আমরা দিন দিন শ্রীহীন দাস জাতি বলিয়া পরিচিত হইতেছি।

সপ্তম টিপ্পনী।

পাঠকগণ! ভারত রত্ন-সাগর কিরূপে শোষিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত শ্রবণ করুন। কতকগুলি পশ্চিম ইয়ু-

য়োপীয় বণিকেরা ভারতের আভ্যন্তরিক অবস্থা পর্য্যালোচনা করিয়া জলদস্যুতা ও লুণ্ঠনাদি অসদুপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সহজ ধনাগমের পথ করিয়াছিল। কতিপয় পোর্টুগিজ, ইংরাজ, ওলন্দাজ ইত্যাদি বণিকেরা এই দলভুক্ত ছিল। আর যাহারা উহাতে লিপ্ত ছিল না, তাহারা দেশীয় দুর্ব্বল শাসনকর্ত্তাদিগকে ভয়মৈত্রতা দর্শাইয়া ও তদীয় কর্ম্মচারীদিগকে উৎকোচ প্রদানে বশীভূত করিয়া, ছলে বলে কৌশলে বিনা শুল্কে বাণিজ্য পরিচালন করিয়াছিল। ইহাতে ভারতীয় বণিক ও স্থানীয় রাজকোষের প্রভূত অনিষ্ট সাধিত হইয়াছিল। কিছুদিন এইরূপে গত হইলে পর, যখন ইংলণ্ডীয় বণিকেরা কৌশলমূল ভাগ্যক্রমে পলাশী যুদ্ধে জয়ী হইল, তখন হইতেই পাশ্চাত্য নীতি বিকট মুখব্যাদান করিয়া প্রথমে ভারতীয় শোভন উদ্যান বঙ্গভূমির সমস্ত ধন উদরসাৎ করিল। বঙ্গে মহা দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইল।

পলাশী যুদ্ধের বহুপূর্ব্বে, মিল সাহেব জর্ম্মান সম্রাটকে জ্ঞাত করিয়াছিলেন যে, "ভারতে নানা ভাষী, নানা দেশী, নানা ধর্ম্মী লোকের বাস, আচার ব্যবহার, মনের গতি, ধর্ম্মমত, সামাজিক ব্যবস্থা একরূপ নহে, পরস্পরের মনোমালিন্য ও রাজবিদ্রোহ দেশমধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। মোগলদিগের রাজ-কার্য্যের শৃঙ্খলা নাই। তিন খানি জাহাজে দেড় হাজার বা দুই হাজার সৈন্য লইয়া এক আঘাতেই ভারত জয় হয়। ভারতে স্বর্ণ রৌপ্য উথলিয়া পড়িতেছে। লুটের লোভে ইংরাজেরাও মিলিত হইতে পারে।" মৃতপ্রায় স্থূল ভারতের উপর শ্বেত শকুনিদিগের দৃষ্টি শনির দৃষ্টিতে পরিণত হইল! ভারতমাতা কাঁদিলেন, কিন্তু সন্তানেরা বুঝিল না। ক্লাইবের পরবর্ত্তী শাসনকর্ত্তা ভেরেলেষ্ট,

সাহেব কথিত তৎকালীন পরিচয় সংক্ষেপে নিম্নে বিবৃত হইতেছে। "আমার স্বদেশীয় বণিকেরা সুপারি, লবণ, তামাকু প্রভৃতি দেশীয় লোকদিগের নিত্য ব্যবহার্য্য সামগ্রী একচেটিয়া এবং বিনা শুল্কে পণ্য দ্রব্যাদির আমদানি রপ্তানি করায় দেশীয় লোকদিগের স্বার্থে অতিশয় আঘাত লাগিয়াছে। ভারতের প্রায় সকল ধনাঢ্য বণিকেরা ব্যবসা ত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে। দরিদ্র শিল্পকরেরা ন্যায্য নিজ পারিশ্রমিক প্রাপ্ত না হইয়া নির্দ্ধন হইয়া পড়িয়াছে। এ দেশীয় সাধারণ লোকেরা এরূপ সরল যে, সামান্য কৌশলেই ইহাদিগকে হতবুদ্ধি করা যায়। আমাদের ন্যায় ইহারা তত্ত্বানুসন্ধায়ী নহে। যাহারা আমাদের কার্য্যে নিয়োজিত, আমাদের ব্যবহার দৃষ্টি করিয়া তাহাদেরও চরিত্র কলুষিত হইয়া পড়িয়াছে। যাহাতে ধনলাভ হয়, তাহাই আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য, এবং তজ্জন্য নানাবিধ কৌশল চাতুরী বিস্তৃত হইয়াছে। চারিদিক হইতে রাশি রাশি ধনাগম হইতেছিল, স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত সকলেই ছিদ্রান্বেষণ করিতে ব্যস্ত ছিল। এ সময়ে দেশীয় লোকেরা যেরূপে উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত হইয়াছিল, সেরূপ আর কখনই হয় নাই। ইহার প্রত্যক্ষ ফলে দেশীয় কৃষি বাণিজ্য লুপ্তপ্রায় ও দেশ মুদ্রাশূন্য হইয়া পড়িল এবং সাধারণ মধ্যবিত্ত লোকদিগের দরিদ্রতার পরিসীমা রহিল না।

"ইংলণ্ডীয় বণিকেরা দেওয়ানি পদ প্রাপ্ত হইল। নবাব ও বাদসাহকে নিরূপিত বাৎসরিক টাকা দিয়াও তাহাদের অনেক টাকা উদ্বৃত্ত হইত। এই অবশিষ্ট ধন তাহারা চীন ও অন্যান্য পূর্ব্বদেশজ পণ্য সামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য প্রেরণ করিত। একে

বিনা শুল্কে ব্যবসায় দ্বারা রাজ্যের এক কপর্দ্দকও লাভ হইত না, তাহাতে আবার নিজ দেশ হইতে বনাত ও অন্যান্য দ্রব্য আমদানি করিয়া যে লাভ হইত, তদ্দ্বারাই দেশীয় দ্রব্য ক্রীত হইত। পূর্ব্বে ভারত-বণিকদিগের পারস্য ও আরব্য সাগর হইতে যে রাশি রাশি ধন আসিত, তাহারও লোপ হইল। কারণ ইয়ুরোপীয় জলদস্যুর ভয়ে ও রপ্তানি আমদানির শুল্ক দিতে বাধ্য থাকায় ভারত বণিকদিগকে বহুদিন প্রচলিত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল।" একদল শুল্ক দিতে বাধ্য, অপর শ্রেণী তাহা হইতে মুক্ত। ইহাতে শুল্কদ বণিকদের সর্ব্বনাশ হইল। "এক হাটে মায়ে ঝিয়ে চোর"। ভারতের ঘটনা সকলই অদ্ভুত ও বিচিত্র। মাতৃপিতৃহীন শিশুর যে অবস্থা আমাদের ভারতেরও সেই অবস্থা।

"নবাব আলিবর্দ্দির সময়ে অনেক গ্রাম নগর ধনজনশূন্য হইয়াছিল। কিন্তু তখন ভারতের ধন ভারতেই থাকিত। ইংরাজ বণিকদিগের দ্বারা যখন মীরজাফর নবাব হইল, তখন উহাদিগকে শান্ত ও পুরস্কৃত করিবার নিমিত্ত অকর্ম্মণ্য নবাব যে স্তূপাকার টাকা দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছিল, তাহা এই অধঃপতিত দেশ হইতে আদায় না হইলে দেওয়া অসম্ভব। নবাব জমীদারদিগকে উৎপীড়ন এবং জমীদার নিঃস্ব অসহায় প্রজাদিগকে নিষ্পিষ্ট করিয়া শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে রস বাহির করিতে লাগিল।" ইহাতে যেরূপ অরাজকতা উপস্থিত হইল তাহা বর্ণনাতীত। শ্বেত বণিকদিগের দ্বারা দেশ লুণ্ঠন, দুর্ব্বল রাজাদিগের নিকট সবলে অপ্রাপ্য টাকা আদায়, উৎকোচ আদান প্রদান, বিনা শুল্কে ব্যবসায় হেতু রাজস্ব নাশ ও দেশীয় বণিকদিগের

মস্তকে বজ্রাঘাত, বণিক প্রভু ও তদীয় ভৃত্যদিগের নানা কদর্য্য উপায়ে ধন ও পরিশ্রম সংগ্রহ ইত্যাদি অরাজকতার ঘোর কৃষ্ণ-বর্ণ বিকট মূর্ত্তি অল্পদিনের মধ্যেই দেশ ধনশূন্য করিয়াছিল। যে ধন বৈদেশিক বণিকদিগের হস্তে পতিত হইত, তাহা আর প্রত্যাবর্ত্তন করিত না। স্বার্থসর্ব্বস্ব ধর্ম্মাধর্ম্মহীন শ্বেত বণিকেরা নানাবিধ কুৎসিত উপায়ে স্বোদর পূর্ণ করিয়া কুবের রাজ্যকে অর্থহীন করিয়াছিল। যিনি এই বিষাদময় বিষয় জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি বণিকদিগের স্বজাতীয় হুইলার সাহেবের "আরলি রেকর্ডস্ অব ব্রিটিস ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক পাঠ করিয়া গণ্ডূষের অস্পষ্ট ছায়া মাত্র দেখিতে পাইবেন।

(৬৩ পৃষ্ঠার) সপ্তম টিপ্পনী।

মনুসংহিতা যে ব্রাহ্মণ-রচিত, একথা কাহারও অবিদিত নাই। যে মহাপুরুষ ইহা রচনা করিয়াছেন, তাঁহার স্বজাতিপ্রিয়তা অত্যন্ত অধিক,—সীমাবহির্ভূত। তিনি যে সকল ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা সমস্তই যে উত্তম তাহা নহে। এক স্থানে তিনি নিজ অভিজ্ঞতা ও উচ্চ হৃদয় দেখাইয়াছেন, অপর স্থানে আপনাকে লঘুচেতা ও ভয়ানক পক্ষপাতী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। এক দিকে তিনি পীড়িত পশুর ব্যবহার নিষেধ করিয়াছেন, কিন্তু অন্য স্থানে শূদ্রদিগের নিগ্রহের আর সীমা রাখেন নাই। একই দোষে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র ভিন্ন ভিন্ন জাতির ভিন্ন ভিন্ন দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন। কাহারও লঘু পাপে প্রাণ-দণ্ডের আদেশ, আর কাহারও নরহত্যাদি গুরুতম পাপে

সামান্য দণ্ড (ধনসম্পত্তি ও স্ত্রীপুত্রাদি সহ গ্রামান্তরে বাস) ব্যবস্থা দিয়াছেন। (অবশ্যই ইহা ব্রাহ্মণ সন্তানদিগের পক্ষে)। এক্ষণে পাখাকুলির প্রাণ মূল্যহীন দেখিয়া আমরা সন্তপ্ত হৃদয়ে অভিযোগ করি; কিন্তু ইহাও জ্ঞাতব্য যে, পূর্ব্বে আমাদের দেশে স্ত্রীপুত্রাদি ও ধনসম্পত্তি সহ শূদ্র পরিবারবর্গ মেষাদি পশু পালের ন্যায় ব্রাহ্মণদিগের সম্পত্তি ছিল। শক্তির অপব্যবহার চিরকালই হইয়া আসিয়াছে, তবে স্থায়ী নয়। যে রাজ্যে পক্ষপাতিত্ব ও অবিচার স্রোত প্রবাহিত হয়, তাহার ধ্বংস কেবল কালসাপেক্ষ। রাজ্যের শ্রীবৃদ্ধি ও অধঃপতন ব্যবস্থাপকদিগের উপর নির্ভর করে। আমাদিগের আধুনিক শ্রীবৃদ্ধি সমদর্শী দেশীয় ব্যবস্থাপকদিগের অভিজ্ঞতা ও নৈপুণ্য প্রকাশ করিতেছে।

(৬৭ পৃষ্ঠার) অষ্টম টিপ্পনী।

অতি প্রাচীন কাল হইতেই ভারত ধন-সম্পৎ-পূর্ণ বলিয়া বিখ্যাত। বাণিজ্যই ভারতৈশ্বর্য্যের একটি প্রধান মূলীভূত কারণ। ভারত বারম্বার বৈদেশিক জাতি কর্ত্তৃক বিধ্বস্ত ও লুণ্ঠিত হইয়াছে, তদীয় রাশি রাশি ধন রত্ন শত্রুহস্তে পতিত হইয়া ভিন্ন রাজ্যে প্রেরিত হইয়াছে, তথাচ ভারতের ধনৈশ্বর্য্যের হ্রাস না হইয়া বৃদ্ধিই পাইয়াছিল। সম্রাট তৈমুর যে তুরস্ক, পারস্য এবং ভারত লুণ্ঠন করিয়া যাবতীয় সংগৃহীত ধন তুরানে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা সমস্তই কিছু দিনের মধ্যে কোথায় চলিয়া গেল। খলিফা নামক প্রথম চারি জন ভূপতির রাজত্ব কালে

তুরস্ক, পারস্য, আরবস্থান, মিসর, স্পেন প্রভৃতি দেশ তাঁহাদের সাম্রাজ্যভুক্ত থাকিলেও তাঁহারা বিশেষ ঐশ্বর্য্যবান্ ছিলেন না। অতিরিক্ত ব্যয় বা রাজকার্য্যের দোষ প্রযুক্ত নিশ্চয়ই ধনের অপচয় হইয়াছিল।

ভারত সম্রাটেরা বিদেশ জয় ও লুণ্ঠন করিয়া রাজকোষ পূর্ণ করেন নাই, এবং স্বরাজ্যে অধিক স্বর্ণ রৌপ্যের খনিও ছিল না। মধ্যে মধ্যে ভারত হইতে সহস্র সহস্র ভার ধনরত্ন বৈদেশিক নৃপতিদিগের রাজ্যে নীত হইয়াছে। তবুও যে ভারতের ঐশ্বর্য্য সমভাবে ছিল, তাহার কারণ বাণিজ্য ভিন্ন আর কি হইতে পারে? ভারতের শিল্পজ ও স্বভাবজ সামগ্রীর পরিবর্ত্তে বিদেশ হইতে প্রচুর পরিমাণে স্বর্ণ রৌপ্য আসিয়া ভারতে সঞ্চিত হইত। এইরূপে ধনাগমের পথ প্রশস্ত থাকায় ঐশ্বর্য্যের হ্রাস বৃদ্ধি অনুভব হইত না। এক দিক হইতে যেমন ধনরত্ন বহির্গত হইয়াছে, অন্য দিক হইতে আসিয়া অমনি ভাণ্ডার পরিপূর্ণ করিয়াছে।

(৬৭ পৃষ্ঠার) নবম টিপ্পনী।

ইয়ুরোপের সহিত ভারতের যখন প্রথম বাণিজ্য-ঘটিত সম্বন্ধ হয়, তখন হইতেই ভারত অত্যুৎকৃষ্ট শিল্পকর্ম্ম ও বিবিধ প্রকার বর্ণ উৎপাদনের জন্য প্রতীচ্য দেশে বিখ্যাত হইয়াছিল। রোমীয়েরা ভারতজ নীল বর্ণের সাতিশয় আদর ও প্রশংসা করিত। ভারতে জন্ম বলিয়া উহার নাম ইণ্ডিকম্ দিয়াছিল। ষ্ট্রাবো লিখিয়াছেন যে, ভারতে বিবিধ প্রকার বর্ণোৎপাদক

সামগ্রী প্রচুর পরিমাণে উৎপন্ন হয়। প্রাচীন গ্রন্থকারেরা নীলের নাম আত্রামেণ্টম্ ইণ্ডিকম্ (Atramentum Indicum) এবং ইণ্ডিয়ান্ নিগ্রম্ (Indian Negrum) বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে লাক্ষা উৎপন্ন হয় ও তাহা হইতে যে সুন্দর লাল বর্ণ প্রস্তুত হয়, তদ্বিষয় প্রাচীন লোকেরা জ্ঞাত ছিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয়; যে প্রকার কীট হইতে গালা হয়, টিসিয়স্ প্রায় তদনুরূপ কীট ও তজ্জাত সুন্দর বর্ণের বিবরণ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। যাহারা নীল বা লোহিত বর্ণে দ্রব্যাদি রঞ্জিত করিত ভিন্ন দেশীয় প্রাচীন লোকের দ্বারা তাহারা ভারতীয় রঙ্গরাজ (Indian dyers) বলিয়া অভিহিত হইত।

(৮৮ পৃষ্ঠার) অষ্টম টিপ্পনী।

তমলুক বা তমোলুক একটি সুবিখ্যাত সুপ্রাচীন পূর্ব্ব-ভারতীয় বন্দর ও বাণিজ্য-স্থল। বহু নামে এই স্থানটি পরিচিত। মহাভারতে তাম্রলিপ্ত, ভারতকোষে তাম্রলিপ্তী, শব্দ-কল্পদ্রুমে তমোলিপ্তী এবং এতদ্ভিন্ন বিবিধ গ্রন্থে তমালিকা, বেলাকূলং, তমালিনী, তমোলিতি, দামলিপ্তং ইত্যাদি বহুতর সংজ্ঞায় তমলুক আখ্যাত। গঙ্গা নদীর মোহনার পশ্চিম ও বঙ্গোপসাগরের উত্তর দিকে ইহা অবস্থিত ছিল। পূর্ব্বে গঙ্গা নদী সপ্তগ্রাম, আমতা প্রভৃতি হইয়া, তমলুকের পূর্ব্ব সীমা ধৌত করিয়া সমুদ্রে মিলিত হইত। সে সময়ে তমলুকের পরিধি প্রায় ১২৫ ক্রোশ ছিল। গঙ্গা ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী হওয়ায় ইহা

অত্যুৎকৃষ্ট বাণিজ্যস্থল হইয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালশাসনে যখন গঙ্গার গতি পরিবর্ত্তিত হইয়া তমলুক হইতে ক্রমশঃ অপসারিত হইল, তখন হইতেই মাতার সহিত কন্যাও * তমলুক ত্যাগ করিলেন। তমলুকের পার্শ্ববর্ত্তী জলময় স্থানে মৃত্তিকা স্তর পতিত হইয়া ক্রমশঃ উহা চরভূমিতে পরিণত হইয়াছে। পূর্ব্বে তমলুক বহুসংখ্যক ধনাঢ্য বণিকের বাসস্থান ছিল। পূর্ব্ব ভারতীয় বিশেষতঃ বঙ্গীয় সমুদ্রগ বণিকেরা তমলুক বন্দর হইতে পোতারূঢ় হইয়া চীনাদি দূরদেশ ও সমুদ্রান্তর্গত দ্বীপপুঞ্জে গমনপূর্ব্বক মহোৎসাহ সহকারে আদান প্রদান কার্য্যে নিযুক্ত থাকিত †। বিস্তর ধনী ব্যবসায়ী ও সাগরযানাধিকারী লোক এই স্থানে বসতি করিয়াছিল। স্থানীয় ঐশ্বর্য্যের কণাবশিষ্ট এখনও তত্ত্বপিপাসুদিগের নয়ন তৃষ্ণা তৃপ্ত করিতেছে।

মহাভারত ও পুরাণাদিতে তমলুকের বিবরণ থাকায় স্থানটির প্রাচীনত্ব সপ্রমাণ হইতেছে। পূর্ব্ব ভারতবাসীরা যে বহুকাল হইতে তমলুকে পোতারোহণ পূর্ব্বক সমুদ্র মার্গে গতায়াত করিত তাহার বিস্তর নিদর্শন আছে। সে কালের উদ্যমশীল বঙ্গসন্তানেরা অকুতোভয়ে সমুদ্রতরঙ্গ অতিক্রম করিয়া স্ব স্ব উদ্দেশ্য সাধন করিত। পরে সময়ের পরিবর্ত্তনে তাহারাও অন্যরূপ ধারণ করিয়াছে, তাহাদিগকে সমুদ্রযাত্রাদি সাহসিক কর্ম্ম ও বহির্ব্বাণিজ্য হইতে নিবৃত্ত হইতে হইয়াছে। দেশে ধনরত্ন ও ভক্ষ্য সামগ্রীর প্রচুরতা অর্থাৎ মুক্তহস্তা প্রকৃতি এবং শাস্ত্র-

---

* লক্ষ্মী।

† ভারতী-৬ষ্ঠ ভাগ ৩১৫ পৃষ্ঠা দেখ।

শাসনরূপ স্বহস্ত-নির্ম্মিত সাধের শৃঙ্খল বঙ্গবাসীর পদদ্বয় আবদ্ধ করিয়াছে।

সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিত হণ্টার সাহেব লিখিয়াছেন যে, "প্রায় সার্দ্ধ দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে প্রাচীন বঙ্গবাসীরা ভারত সাগরের দ্বীপ-সমূহে সৈন্যাদি পাঠাইতেন, এবং কোন কোন দ্বীপে বসবাসও করিয়াছিলেন। কুসংস্কার ও কালবশে তদীয় সন্তানগণের সমুদ্র যাত্রা রহিত হইয়াছে, কিন্তু উত্তমরূপে শিক্ষিত হইলে বঙ্গবাসীরা যেরূপ ছিলেন পুনর্ব্বার সেইরূপই হইবেন" *।

যিনি তমলুকের সংক্ষিপ্ত বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইতে ইচ্ছা করেন, তিনি ১৩০৪ সালের জ্যৈষ্ঠ, আষাঢ়, ভাদ্র, আশ্বিন ও ১৩০৫ সালের শ্রাবণ মাসের নব্যভারত নামক মাসিক পত্রিকা দেখিবেন। এই পত্রিকা হইতে আমি বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি।

(১৪০ পৃষ্ঠার) নবম টিপ্পনী।

যে সমস্ত সামগ্রী ভারত হইতে রোম নগরে প্রেরিত হইত, তাহা ক্রয় করিতে রোমের প্রতি বৎসর চারি লক্ষাধিক পাউণ্ড (অর্থাৎ এক্ষণকার ৬০ লক্ষাধিক টাকা) ব্যয় হইত। তথায় শত গুণ মূল্যে ভারতীয় দ্রব্য বিক্রীত হইত †। এই বাণিজ্য উপলক্ষে এক শত কুড়ি খানি বাণিজ্য-পোত ভারতে যাতায়াত করিত ‡।

---

* *Hunter's Orissa Vol. 1. p. 314.*
† *Gibbon's Rome. Note. P. XXV.*
‡ *Robertson's America Vol. 1, P. 29.*

দশম টিপ্পনী।

ইয়ুরোপ খণ্ডে রেশম অতিশয় দুর্লভ, দুর্ম্মূল্য ও আদরের সামগ্রী ছিল। সম্রাট শারলমেন তৎকালীন ইংরাজরাজকে দুইটী রেশম নির্ম্মিত অঙ্গ-রক্ষক উপঢৌকন দিয়াছিলেন। স্কটলাণ্ডের রাণী মেরির সময়েও রেশমের এরূপ মর্য্যাদা ছিল যে, সম্ভ্রান্তবংশীয় মহিলা ব্যতীত অন্য কাহারও পরিধান করিবার অধিকার ছিল না। রাজ্ঞী এলিজেবেথের এক যোড়া রেশমী মোজা ছিল। তিনি উৎসবাদি কার্য্যে উহা ব্যবহার করিতেন, এবং তজ্জন্য আপনাকে গৌরবান্বিতা বলিয়া মনে করিতেন। আর একটি সুন্দর বৃত্তান্ত আছে; ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সম্রাট ষষ্ঠজেমস্ একবার একটি বৃহৎ রাজভোজে গমন করিবার জন্য এক যোড়া রেশমের মোজা ঋণ করিয়াছিলেন। উপরোক্ত আখ্যানে কেবল তৎকালীন রেশম মাহাত্ম্যই প্রকাশ পাইতেছে। রাজাধিরাজের ভাগ্যেও রেশমী বস্ত্র জুটিত না।

একাদশ টিপ্পনী।

This part of Arrian's Periplus has been examined with great accuracy and learning by Lieutenant Wilford; and from his investigation it is evident, that the Plithana of Arrian is the modern Pultanah, on the southern banks of the river Godavery, two hundred and seventeen British miles south from Baroach; that the position of Tagara

is the same with that of the modern Dowlatabad, and the high grounds across which the goods were conveyed to Baroach, are the Ballagaut mountains. The bearings and distances of these different places, as specified by Arrian, afford an additional proof (were that necessary) of the exact information which he had received concerning this district of India.

Robert. Hist. Disq. Con. Anc. India
Page. 320—321.

দ্বাদশ টিপ্পনী।

ইহা প্রসিদ্ধ আছে যে, হিন্দুরা সুখতর দ্বীপে * গিয়া বসতি করিয়াছিলেন, এবং ইহাও অনেকে জ্ঞাত থাকিতে পারেন যে, আফ্রিকার পূর্ব্ব উপকূলে সুফলা নামে এক স্থান আছে। যেমন তাঁহারা সুখতর দ্বীপে গিয়া তাহার সংস্কৃত ভাষায় নাম রাখিয়াছিলেন, সেইরূপ তাঁহারা পূর্ব্বোক্ত আফ্রিকাস্থ স্থানটিকেও স্বভাষায় নামান্তরিত করিয়া থাকিবেন। অদ্যাপি গুজরাটী বণিকেরা বাণিজ্যার্থ আফ্রিকার পূর্ব্ব ও দক্ষিণ উপকূলে গমনাগমন করিয়া থাকে। খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কভিলহাম্ নামক একজন পর্টুগীজ নাবিক আফ্রিকা হইতে মলবর উপকূলে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিয়াছেন যে, উত্তমাশা অন্তরীপ ভারতবর্ষীয়দিগের বিশেষরূপ পরিচিত।

---

* *Socotra.*

ত্রয়োদশ টিপ্পনী।

কয়েক বৎসর হইল কলিকাতার শোভাবাজারস্থ রাজবাটীতে হিন্দুদিগের সমুদ্রযাত্রা বিষয়ে একটি সভা হয়, তাহাতে নানা স্থানীয় নানা জাতীয় গণ্য মান্য লোকের সমাগম হইয়াছিল। সভাস্থ প্রায় সকল লোকেই সমুদ্রযাত্রা ন্যায় ও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া মত দেন।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, তারানাথ তর্কবাচস্পতি ও কাশীরাম ভট্টাচার্য্য মহাশয়গণ বলিয়াছেন যে, "বৃহন্নারদীয় ও আদিত্য পুরাণে যাহা লিখিত আছে তাহাতে কলিযুগে সমুদ্রযাত্রা, কমণ্ডলু ধারণ, অসবর্ণ-বিবাহ, গোমেধ, দেবর দ্বারা সন্তান উৎপাদন, বিধবা বিবাহ এই সকল ধর্ম্ম কর্ম্ম নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু বিদ্যা, ভ্রমণ, বাণিজ্য বা রাজকার্য্যের নিমিত্ত সমুদ্রযাত্রা করিতে কোন প্রতিবন্ধক নাই। ধর্ম্মার্থেই সমুদ্রযাত্রা নিষিদ্ধ হইয়াছে।"

উপরোক্ত রাজবাটী হইতে প্রকাশিত Hindu Sea Voyage Movement নামক পুস্তিকায় এ বিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে।

সম্পূর্ণ।